জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

বর্ষ ৪ | সংখ্যা ৪ | ১৪২৭
Year 4 | Volume 4 | 2021

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল
১২৫/এ, এ.ডব্লিউ.চৌধুরী রোড
দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

www.nimc.gov.bd

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

বর্ষ ৪	সংখ্যা ৪	১৪২৭
Year 4	Volume 4	2021

উপদেষ্টা

শাহিন ইসলাম, এনডিসি

সম্পাদক

মো. জাহিদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক

আইরিন সুলতানা

সম্পাদনা পরিষদ

মহাপরিচালক

অতিরিক্ত মহাপরিচালক

পরিচালক (প্রশি. অনু.)

উপ-পরিচালক (দৃশ্যসজ্জা ও রেখা. প্রশি.)

উপ-পরিচালক (ক্যামেরা ও আলোকসম্পাত প্রশি.)

উপ-পরিচালক, (গবেষণা, চ. দা.)

গবেষণা কর্মকর্তা

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল

National Institute of Mass Communication Journal

বর্ষ ৪	সংখ্যা ৪	১৪২৭
Year 4	Volume 4	2021

সম্পাদক	:	মো. জাহিদুল ইসলাম
নির্বাহী সম্পাদক	:	আইরিন সুলতানা
প্রকাশক	:	মহাপরিচালক জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা	:	মো. সোহেল পারভেজ
কম্পিউটার কম্পোজ	:	মোছা. সাজেদা খাতুন
পৃষ্ঠাসজ্জা ও মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা	:	ঊষা এ্যাড ৬-এ/৪, ব্লক-এফ, কাঁচা বাজার রোড কৃষি মার্কেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
মূল্য	:	১০০.০০ (একশত) টাকা
Price	:	100.00 (One Hundred) Taka
পরিবেশক	:	জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

যোগাযোগ

জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট

১২৫/এ, দারুস সালাম, এ. ডব্লিউ. চৌধুরী রোড, ঢাকা-১২১৬।

ফোন: ৫৫০৭৯৪২৮, ফ্যাক্স: +৮৮০২৫৫০৭৯৪৪৩

e-mail: dg@nimc.gov.bd

Website : www.nimc.gov.bd

Contact

National Institute of Mass Communication

125/A, Darus Salam, A. W. Chowdhury Road, Dhaka-1216.

Phone : 55079428, Fax: +880255079443

e-mail: dg@nimc.gov.bd

Website : www.nimc.gov.bd

মুখবন্ধ

'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল'-এ গণমাধ্যম ও সংবাদিকতা, গণযোগাযোগ, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, চলচ্চিত্র, মঞ্চ নাটক, টেলিভিশন, বেতার, কমিউনিটি রেডিও সম্পর্কিত মৌলিক ও গবেষণাধর্মী প্রভৃতি লেখা স্থান পেয়ে থাকে।

২০২০-২১ অর্থবছরে জার্নালের বর্তমান সংখ্যায় প্রকাশ হতে যাচ্ছে মোট ৮টি লেখা। নানা পেশার সুলেখকগণ আমাদের আহবানে লেখা পাঠিয়েছেন। আমরা সচেষ্ট ছিলাম লেখার মানের উন্নয়নসহ জার্নালটিকে সুন্দর ও নির্ভুল করতে। কোনো ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হলে বা যেকোনো বিষয়ে উন্নয়ন পরামর্শ থাকলে তা আমাদের জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো। আশা করি আগামীতে আপনাদের সকলের পরামর্শ ও সহযোগিতায় 'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল' পরিপূর্ণ ও সমুন্নত হয়ে উঠবে।

'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল'-এর ৪র্থ সংখ্যা মলাটবন্দি হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ সংখ্যা প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। পরিশেষে, জার্নালের ৪র্থ সংখ্যা প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সকলের প্রতি রইলো বিশেষ কৃতজ্ঞতা।

শাহিন ইসলাম, এনডিসি
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

সম্পাদকীয়

অদৃশ্য এক শত্রু! কী তার অসীম শক্তি! প্রায় তছনছ করে ফেলেছে পুরো পৃথিবীকে। ইতোমধ্যে বিশ্বের বুক থেকে কেড়ে নিয়েছে ২৬ লাখেরও বেশি মানুষের প্রাণ। দেশে দেশে হাহাকার। কান্নার রোল! বিশ্বের বুকে নির্মিত হচ্ছে এক নতুন ইতিহাস। তবু এর মাঝেও বয়ে যাচ্ছে জীবন। যাপিত প্রাণ মানিয়ে নিচ্ছে নব্য-স্বাভাবিকতাকে। এমন এক ঐতিহাসিক করোনাকালে প্রকাশিত হলো জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের গবেষণা সাময়িকী 'জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল'-এর চতুর্থ সংখ্যা। সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

এ সংখ্যার লেখাগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে নাগরিক সাংবাদিকতার গুরুত্ব, সিকান্দার আবু জাফরের গল্পে গ্রামীণ জীবন, ঐতিহাসিক আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার পূর্বাপর, সিকদার আমিনুল হক ও লিটল ম্যাগাজিন চর্চা, এইচআইভি/এইডস ইত্যাদি বিষয়ক গবেষণামূলক প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপনচিত্রে নারীর উপস্থিতি, ছাদবাগান বিস্তারে গণমাধ্যমের ভূমিকা। সবমিলিয়ে প্রবন্ধ রয়েছে ০৮ (আট) টি। লিখেছেন দেশের খ্যাতনামা লেখক, গবেষক, সাংবাদিকরা। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, তাঁদের অসামান্য লেখার কল্যাণেই সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে এ সংখ্যা। বিষয়বৈচিত্র্যের দিক থেকেও এ সংখ্যাটি মূল্যবান হয়ে থাকবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

নাগরিক সাংবাদিকতার প্রভাব নিয়ে 'কীভাবে নাগরিক সাংবাদিকতা বাংলাদেশি গণমাধ্যমে সংবাদ তৈরি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে' শিরোনামে অত্যন্ত সময়পোযোগী একটি প্রবন্ধ লিখেছেন ড. মো. আবদুল কাবিল খান। সিকান্দার আবু জাফর বাংলা সাহিত্যের এক কিংবদন্তী লেখক। তাঁর ছোটগল্পগুলো শুধু বাংলা সাহিত্যেরই নয়, বিশ্বসাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ। তাঁর গল্পে বাংলার গ্রামীণ জীবনের উপস্থিতি নিয়ে একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রবন্ধ লিখেছেন সুলেখক ও গবেষক মুহম্মদ মাহমুদুর রহমান। 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' শিরোনামে একটি তথ্যবহুল লেখা লিখেছেন অ্যাডভোকেট সাহিদা বেগম। এ প্রবন্ধে ফুটে উঠেছে বাংলার স্বাধিকার আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বঙ্গবন্ধুর লড়াই-সংগ্রাম-আত্মত্যাগের ইতিহাস। ইতিহাসের এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়গুলো বারবার নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা জরুরি। আশা করি অ্যাডভোকেট সাহিদা বেগমের এ লেখার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম আপোষহীন, নির্ভীক ও ত্যাগী এক বঙ্গবন্ধুকে চিনতে পারবে। বাংলা সাহিত্যের

একজন কালজয়ী কবি সিকদার আমিনুল হক। তিনি যুক্ত ছিলেন লিটল ম্যাগাজিন ‘স্বাক্ষর’-এর সঙ্গে। ‘স্বাক্ষর’সহ বাংলাদেশের লিটল ম্যাগাজিন চর্চার এক দারুণ ইতিহাস অনুসন্ধান করেছেন গবেষক ও লেখক শামীম রফিক তাঁর ‘স্বাক্ষর, সিকদার আমিনুল হক এবং লিটল ম্যাগাজিনের পরবর্তী অবস্থা’ শীর্ষক প্রবন্ধে।

এছাড়া গণসাংবাদিকতা ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে লিখেছেন ড. এ. কে. এম. আনিসুর রহমান, এইচআইভি/এইডস নিয়ে লিখেছেন ড. জিল্লুর রহমান পল এবং বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনচিত্রে নারী নিয়ে লিখেছেন মোহাম্মদ ফেরদাউস খান শাওন। অন্যদিকে, ঢাকা শহরে ছাদবাগানের বিস্তারে গণমাধ্যমের প্রভাব নিয়ে একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন কামরুজ্জামান।

লেখকদের প্রতি অপরিসীম কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের অকৃত্রিম সহযোগিতার জন্য। আরও কৃতজ্ঞতা জানাই জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক শাহিন ইসলাম, এনডিসি মহোদয়কে এবং সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দকে। মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা এবং সম্পাদনা পরিষদের প্রত্যক্ষ উদ্যোগ ও পরিচর্যার ফলে সমায়িকীটি সুন্দরভাবে মুদ্রণ করা সম্ভব হয়েছে। জার্নালের চতুর্থ সংখ্যা প্রকাশে সার্বিক সহযোগিতার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের প্রতি।

‘জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট জার্নাল’-এর চতুর্থ সংখ্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকলের মঙ্গল কামনা করি।

ঢাকা
মার্চ ২০২১

মো. জাহিদুল ইসলাম
পরিচালক (প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান)

সূচিপত্র

কীভাবে নাগরিক সাংবাদিকতা বাংলাদেশি গণমাধ্যমে সংবাদ তৈরি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে ১১
ড. মো. আবদুল কাবিল খান

সিকান্দার আবু জাফরের গল্পে গ্রামীণ জীবনের কথকতা ২৫
মুহম্মদ মাহমুদুর রহমান

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৩৫
অ্যাডভোকেট সাহিদা বেগম

স্বাক্ষর, সিকদার আমিনুল হক এবং লিটল ম্যাগাজিনের পরবর্তী অবস্থা ৪৯
শামীম রফিক

Role of Public Journalism towards Achieving Socio-Economic Development of a Nation ৬৭
Dr. A. K. M. Anisur Rahman

Investigation of AIDS Stories in Newspapers: An Empirical Evidence in Bangladesh ৮৯
Dr. Jillur Rahaman Paul

Social Representation of Women in Contemporary Bangladeshi Advertisements ১১৯
Mohammad Ferdous Khan Shawon

Impact of Mass Media on Expanding Rooftop Gardening in Dhaka City of Bangladesh ১৩৫
Kamruzzaman

কীভাবে নাগরিক সাংবাদিকতা বাংলাদেশি গণমাধ্যমে সংবাদ তৈরি প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে

ড. মো. আবদুল কাবিল খান

ভূমিকা

এখন নাগরিকদের হাতের মুঠোয় ইন্টারনেট। মোবাইল ফোন থেকেই ছবি বা ভিডিয়ো করে সরাসরি ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করা যায়। আপলোড করে দেয়া যায় টেক্সট। আর দিনে-রাতে ২৪ ঘণ্টার এ সুবিধার কারণে কখনো কখনো ব্যক্তিই হয়ে উঠছেন একজন স্বাধীন ব্রডকাস্টার। নানা সীমাবদ্ধতার কারণে মূলধারার গণমাধ্যমে কোনো ঘটনা যদি না আসে বা তারা কৌশলে এড়িয়ে যেতে চাইলেও অনেক সময় পারেননি । কারণ ফেসবুকে রাখঢাকহীন আলোচনার সাথে তথ্য-প্রমাণ হাজির হওয়ার পর অনেক ঘটনাই লাল রঙে শিরোনাম হয়েছে পত্রিকার পাতায়, আর তাতে নড়েচড়ে বসতে হয়েছে অনেককেই।

বিগত কয়েক বছরে আমাদের দেশে বেশ কিছু আলোচিত ঘটনা ঘটেছে যা আমরা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম থেকে সবার আগে জানতে পেরেছি। এসব ঘটনা পরবর্তিতে মূলধারার গণমাধ্যমের জন্য সংবাদের উপকরণ হওয়ার পাশাপাশি দিনের প্রধান শিরোনামে স্থান পেয়েছে। আলোচিত এসব ঘটনা কীভাবে বাংলাদেশের মূলধারার গণমাধ্যমে সংবাদ তৈরির প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন- এ নিয়ে লেখা হয়েছে আলোচ্য প্রবন্ধটি। নাগরিক সাংবাদিকতার প্রভাবে কখনও মূলধারার সাংবাদিকতা ঝুঁকির মুখে পড়ছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের সময় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, মূলধারার সাংবাদিকতায় নৈতিকতা না মানার কারণ কী এবং নতুন ধারার গণমাধ্যমে লোকবলের দক্ষতা বাড়াতে কী প্রয়োজন-এসবই আলোচ্য প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

সময় এখন ইউজার জেনারেটেড কনটেন্টের

গণমাধ্যম, এমনকি রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারক মহল ও বিচারব্যবস্থাকেও দারুণভাবে প্রভাবিত করছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। অনেক ঘটনাকে যেমন ধামাচাপা পড়তে দেয়নি, আবার অনেক ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে বিচারের আগেই হয়রানি করার সংস্কৃতিও।

প্রথাগতভাবেই সংবেদনশীল সংবাদ প্রচারের সময় নীরবতা বা ঘটনাকে দেরিতে প্রকাশ করার একটা প্রবণতা দেখা যায়। নাগরিক সাংবাদিকদের কনটেন্ট (User-generated content), ডিজিটাল সংবাদ এবং ধারাবাহিক লাইভ স্ট্রিমিং একটি সংবাদকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রচার করে।

ছবি, ভিডিয়ো, টেক্সট বা অডিয়ো কনটেন্ট যখন একজন ব্যবহারকারী নিজে ধারণ করেন, তা আবার অনলাইনে প্রচার করেন, তখন ওই কনটেন্টকে ইউজার জেনারেটেড কনটেন্ট বলা হয়। আর কনটেন্ট সংগ্রহ, তৈরি এবং প্রচারের কাজটি সাধারণ ব্যবহারকারী বা নাগরিক করে থাকেন বলে তাকে নাগরিক সাংবাদিক এবং এই কার্যপ্রবাহকে নাগরিক সাংবাদিকতা বলা হয়। মূলধারার গণমাধ্যমে তা সংবাদ হওয়ার জন্য অবশ্যই সেই উপজীব্য থাকা চাই। অনলাইনে কোনো কিছু লিখে দেয়ার নামই নাগরিক সাংবাদিকতা নয়।

নাগরিক সাংবাদিকতার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জ্যা রোসেন বলেছেন, যখন দর্শক বা পাঠক হিসেবে পরিচিত সাধারণ মানুষ তাদের কাছে থাকা গণমাধ্যমে ব্যবহার্য সরঞ্জাম দিয়ে একে অন্যকে তথ্য জানানের কাজ করে থাকে তাকেই নাগরিক সাংবাদিকতা বলা হয়।

নিউইয়র্কভিত্তিক তথ্য-প্রযুক্তি বিষয়ক অনলাইন সাময়িকীতে (পিসিম্যাগ) নাগরিক সাংবাদিকতাকে বৃহত্তর পরিসরে খবর বা প্রতিবেদন প্রকাশ করার কথা বলা হয়। একে সহযোগী নাগরিক সাংবাদিকতা বা তৃণমূল পর্যায়ের মিডিয়াও বলা যেতে পারে। গণমাধ্যমে নাগরিক সাংবাদিকদের কনটেন্ট প্রচারের উপযোগী হলে তখন সোর্সের সঙ্গে যোগাযোগ এবং তা যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রচারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অন্যথায় মিথ্যা সংবাদ (ফেক নিউজ) প্রচার হওয়ার ঝুঁকি থাকে।

ইউজার জেনারেটেড কনটেন্ট বা ইউজিসির প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

(১) এখানে প্রতিষ্ঠানের নয়, বরং ব্যবহারকারীর মতামত প্রকাশ পায়।

(২) এটিকে সৃজনশীল কনটেন্ট হিসেবে ধরা হয় এবং ব্যবহারকারী নতুন কিছু সংযোজন করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

(৩) সাধারণত ইউজিসি প্রচার পায় অনলাইনে এবং তা অন্যসব ব্যবহারকারীর জন্য উন্মুক্ত থাকে। (কাবিল, ২০২০: ৪০)

নাগরিক সাংবাদিকতা বাংলাদেশের মূলধারার সংবাদমাধ্যমে সংবাদ তৈরির প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করছে। বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকের জনপ্রিয়তা আমাদের দেশে তুঙ্গে থাকার কারণেই ছোট-বড় ঘটনাগুলো আলোচনায় চলে আসছে। বিগত পাঁচ-ছয় বছরে নাগরিক সাংবাদিকদের দেয়া অনেক সংবাদ মূলধারার গণমাধ্যমে জায়গা করে নিয়েছে। যেমন:

গত ২২ অক্টোবর ২০১৯ সাভারের ডগরমোড়া এলাকায় নক্ষত্রবাড়ি নামের ভবনের ছাদবাগানের গাছ কেটে ফেলেন খালেদা আক্তার লাকি। গাছ কাটার ভিডিয়ো মোবাইলে ধারণ করে ওই দিনই ৫টা ৫৮ মিনিটে সুমাইয়া হাবিব নামের অপর এক নারী তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করেন।

দশ লাখেরও বেশি ভিউ হওয়া ভিডিয়োটি ভাইরাল হলে অনলাইনে প্রতিবাদ শুরু হয়। পুলিশ খালেদা আক্তারকে আটকও করে। বিষয়টি এড়িয়ে যেতে পারেনি মূলধারার গণমাধ্যম। দ্রুত গণমাধ্যমের নজরে এলে প্রিন্ট, অনলাইন ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এ নিয়ে সংবাদ প্রচার করে, এমনকি সংবাদ বিশ্লেষণমূলক টকশোর প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠেছে। ভাইরাল হওয়া সেই ৪ মিনিট ৫৫ সেকেন্ডের ভিডিয়োটি বেশ কয়েকটি টিভি চ্যানেলে প্রচার হতে দেখা যায়। সংবাদমাধ্যম থেকে জানা যায়, প্রতিহিংসার বশে গাছগুলো কাটেন লাকি, আর বিচার পাওয়ার আশায় ফেসবুকে ভিডিয়ো পোস্ট করেন সুমাইয়া হাবিব।

মূলধারার গণমাধ্যমে ইউজিসি কনটেন্টের ব্যবহার নিয়ে প্রথম আলো ডিজিটালের নির্বাহী সম্পাদক সেলিম খান বলেন, আধুনিক সাংবাদিকতায় নাগরিক সাংবাদিকতাকে উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। শুধু কন্টেট উপভোগ নয়, বরং পাঠকেরাই এখন সংবাদ তৈরিতে নিজেদের অংশগ্রহণ দেখতে চায়।

প্রতিদিন প্রথম আলো অনলাইনে আসা পাঠকদের মতামত থেকেই তা স্পষ্ট আমরা অনুধাবন করতে পারি। প্রথম আলো শুরু থেকেই নাগরিক সাংবাদিকতাকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। নাগরিক সাংবাদিকদের জন্য একসময় প্রথম আলো ব্লগ প্ল্যাটফর্ম চালু করেছিল; যদিও পরে সেটা বন্ধ হয়ে যায়। এর পরে প্রবাসীদের জন্য চালু হয় দূরপরবাস। যেখানে প্রবাসীরা তাদের প্রবাস জীবনের নানা বিষয় নিয়ে নিয়মিত লিখছেন। নাগরিক সাংবাদিকতায় প্রথম আলোর সর্বশেষ সংযোজন হচ্ছে নাগরিক সংবাদ। পাঠকরা আশপাশে ঘটে যাওয়া যেকোনো ঘটনা বা যেকোনো বিষয়ে নাগরিক সংবাদে লেখা পাঠাতে পারেন।

নাগরিক সাংবাদিকতাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলতে গণমাধ্যমগুলো বিভিন্ন উদ্যোগ নিতে পারে। নাগরিক সাংবাদিকতার জন্য আলাদা মোবাইল অ্যাপস চালু করতে পারে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাঠ পর্যায়ের নাগরিক সাংবাদিকরা এই অ্যাপস ব্যবহার করে দ্রুত খবর পাঠাতে পারবেন। রাশিয়ার বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল লাইফ নিউজ 'লাইফ কর' নামে ২০১৫ সালে এমনই একটি মোবাইল অ্যাপস চালু করেছিল। যদিও লোকসানের মুখে পড়ে ২০১৭ সালের ১৮ আগস্ট টেলিভিশন চ্যানেলটির সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। কোথাও কোনো বড? ধরণের ঘটনা বা ব্রেকিং নিউজ ঘটলেই ব্যবহারকারীর মোবাইলে নোটিফিকেশন পৌঁছে যেত। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা নাগরিক সাংবাদিককে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ওই খবরের ছবি বা ভিডিয়ো পাঠানোর আহবান জানানো হয় ওই অ্যাপের মাধ্যমে। যিনি সবার আগে এবং কনটেন্টের মান বজায় রেখে ভিডিয়ো পাঠাতে পারেন, তাঁর সঙ্গে পরবর্তিতে বার্তাকক্ষ থেকে যোগাযোগ করে খবরের সত্যতা যাচাই-বাছাই করা হয়। উপযুক্ত প্রমাণ মিললেই খবরটি প্রচারযোগ্য হয় এবং ওই নাগরিক সংবাদদাতার মোবাইল ফোনে নির্দিষ্ট একটা সম্মানী পাঠানো হয়। আমাদের দেশের গণমাধ্যমগুলো এই ধরণের প্রকল্প চালু করতে পারে। পাশাপাশি সংবাদ পোর্টালগুলোতে নাগরিক সাংবাদিকতার নীতিমালা প্রকাশ করে রাখতে পারে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে 'সামাজিক আন্দোলন'

তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি আধুনিক বিশ্বে সামাজিক আন্দোলনসহ প্রায় সব অঙ্গনেই প্রভাব বিস্তার করছে। ইন্টারনেট তথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে সুসংগঠিত হয়ে যেকোনো সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লক্ষ্যে যে পৌঁছানো

যায় তা আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ঘটে যাওয়া আন্দোলন থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। তুরস্কের ইস্তাম্বুলের গেজি পার্ক, মিশরের কায়রোর তাহরির স্কোয়ার কিংবা নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দাবি আদায়ে সোচ্চার ছিল মানুষ। তরুণ প্রজন্মের কাছে মতামত প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম এবং সামাজিক আন্দোলন পরিচালনার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। তথাকথিত আন্দোলন কাঠামোর পরিবর্তে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নতুন সমন্বয়কারী কৌশলগত প্রযুক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

২০১৮-র কোটা সংস্কার আন্দোলন

কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তথা তথ্য ও যোগাযোগ-প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাংলাদেশে ঘটে যাওয়া আন্দোলনগুলোর একটি হচ্ছে কোটা সংস্কার আন্দোলন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সর্বপ্রথম ১৯৭২ সালে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তী সময় বেশ কয়েকবার এই কোটা ব্যবস্থাটি পরিবর্তন করে সর্বশেষ ৫৫ শতাংশের কোটা করা হয়।

বাংলাদেশে সব ধরণের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটার ভিত্তিতে নিয়োগের প্রচলিত ব্যবস্থার সংস্কারের দাবিতে ২০১৮ সালের জানুয়ারিতে আন্দোলন শুরু করে চাকরি প্রত্যাশী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। এপ্রিলে এই আন্দোলন দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক পরিচিতি পায় কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের সংগঠন। কোটা সংস্কার আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা ফেসবুকের মাধ্যমে নিজেদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কোটা সংস্কার আন্দোলন চলাকালে এই গ্রুপে বিভিন্ন ঘোষণা, ছবি, ভিডিয়ো প্রচার করতে আমরা দেখেছি। প্রায় ৮ মাসের নানা কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে পরিণতি পায় আন্দোলনটি। পরবর্তিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে ৪৬ বছর ধরে চলা কোটা ব্যবস্থা বাতিল ঘোষণা করে সরকার।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আরও কিছু আলোচিত ঘটনা

সিলেটের শিশু রাজন, ফেনীর সোনাগাজী মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাতের ঘটনা অথবা শাহবাগের গণজাগরণ মঞ্চ প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমই।

২০১৮ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে আমরা একটি শক্তিশালী ছাত্র আন্দোলন দেখেছি, যারা নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন করেছে। বাংলাদেশে নিরাপদ সড়কের দাবিতে এর আগে কখনো এত বড় আন্দোলন হয়নি। এটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে উদ্ভূত আন্দোলনগুলোর অন্যতম।

সিলেটে শিশু রাজন হত্যা, খুলনায় রাকিব হত্যা, কুমিল্লায় তনু ধর্ষণ ও হত্যা, মিয়ানমারে বিজিবির সদস্যের হাতকড়া পরা ছবি প্রকাশ, মেডিকেলের প্রশ্নপত্র ফাঁস, হজ্ব-তাবলিগ জামাত নিয়ে আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর একটি বক্তব্যের ভিডিয়ো, ক্রিকেটার শাহাদাৎ ও তার স্ত্রী কর্তৃক গৃহকর্মীকে নির্যাতনের ছবি, গুলশানের হোলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলাকারীদের পরিচিতি প্রকাশ এবং সম্প্রতি বুয়েট ছাত্র আবরার হত্যার মতো অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য ঘটনা সামনে চলে আসে। আবার দেশের বাইরে সিরিয় শিশু আয়নাল কুর্দির মৃত্যু, ভারতের মেডিকেল ছাত্রী নির্ভয়াকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনাগুলোর মতো অনেক ইস্যু আমাদের দেশেও ব্যাপক আলোচিত হয়। নাগরিকরা ক্ষোভে ফুঁসে ওঠেন। অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগ ব্যবহারকারীরা নিজেরাই ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে বিভিন্ন ঘটনার বিচার করে ফেলছেন এমনটাও হচ্ছে। বিতর্কিত হলেও অনেকে এটাকে 'সোশ্যাল মিডিয়া ট্রায়াল' বলে অভিহিত করেন।

'সোশ্যাল মিডিয়া ট্রায়াল' নিয়ে ডয়েচে ভেলে ২০১৯ সালের ৩০ আগস্ট অনলাইনে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিস্ট আরিফ জেবতিক মিন্নির ঘটনাকে নিয়ে মতামত দেন, 'এটাকে সোশ্যাল মিডিয়া ট্রায়াল বলা যাবে না। কারণ, এর মাধ্যমে আসলে বিচার হচ্ছে না। চূড়ান্ত বিচারে সোশ্যাল মিডিয়ার চাপ ভূমিকাও রাখে না। এর মাধ্যমে সরকারের ওপর চাপ পড়ে, প্রশাসনের ওপর চাপ পড়ে নজর দেওয়ার জন্য।' তিনি মিন্নির ঘটনাকে এক্ষেত্রে একটি ক্ল্যাসিক উদাহরণ বলে মনে করেন। তার মতে, 'মিন্নির পক্ষে সামাজিক মাধ্যমের প্রবল চাপ থাকলেও পুলিশ কিন্তু তাকে আটক করেছে। সোশ্যাল মিডিয়া ট্রায়াল হলে কিন্তু তাকে আটক করার কথা নয়।'

একই প্রতিবেদনে, মূলধারার গণমাধ্যমগুলোর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অনুসারী হওয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচিত হওয়ার পর মূলধারার

গণমাধ্যম সেটাকে গুরুত্ব দিচ্ছে- এমন প্রশ্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক ড. শামীম রেজা মতামত দেন, 'মূলধারার সংবাদমাধ্যমের একটা নীতিমালা আছে? তাদের সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ আছে? তারা জানেন একজনের ব্যক্তিগত বিষয়ে কতটুকু যাওয়া যাবে। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদের সবার সেই প্রশিক্ষণ নেই। ফলে, নাগরিক অধিকার খর্ব হয়। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হয়। আবার এটা গণতন্ত্রের জন্য যেমন ব্যবহার হয়, গণতন্ত্রবিরোধীরাও তো ব্যবহার করেন।'

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীরা অনেক আলোচিত ইস্যুতে নিজেরাই কখনো কখনো বিচারিক সিদ্ধান্ত দিয়ে ফেলছেন বা জাজমেন্টাল হয়ে ওঠেন। এমনকি ভুল অথবা মিথ্যা তথ্য দিয়েও প্রচার প্রোপাগান্ডা চালানো হয়। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস-এর মিডিয়া স্টাডিজ ও জার্নালিজম বিভাগের অধ্যাপক সুমন রহমান ওই প্রতিবেদনেই এ প্রসঙ্গে বলেন, 'সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যম কখনো আমাদের সঠিক বার্তা দেয়। আবার কখনো জাজমেন্টাল। প্রযুক্তির বিকাশের কারণে আমি এখন এই মিডিয়া নিয়ে উদ্বিগ। কারণ, এটা ব্যক্তির অধিকার ও গোপনীয়তার ওপর আঘাত করছে।'

নাগরিক সাংবাদিকতায় নৈতিকতা ও আস্থার সংকট

অধ্যাপক সুমন রহমানের এই উৎকণ্ঠার পিছনে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মূলধারার সাংবাদিকতা চর্চার নীতিহীনতার কারণকেও আমরা উল্লেখ করতে পারি। সাংবাদিকতার নীতিমালা না মানার কারণে তথ্য বিভ্রান্তিতে পড়ছেন গণমাধ্যমের গ্রাহক। এতে করে ওই গণমাধ্যম আস্থার সংকটে পড়ছে।

বাংলাদেশে সংবাদপত্র মূদ্রণ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে একমাত্র প্রেস কাউন্সিল প্রবর্তিত কিছু সুনির্দিষ্ট নীতিমালা রয়েছে। সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থায় কর্মরত সাংবাদিকদের জন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল আচরণবিধি প্রচলন করে। এসব নীতিমালা সংবাদমাধ্যম ও সাংবাদিকদের পেশাগত কাজে আরও দায়িত্বশীল আচারণ পালনে সাহায্য করছে। এই প্রেস কাউন্সিল অ্যাক্ট এর ১১ (বি) ধারায় প্রণীত। এটি ২০০২ সালে সংশোধন করা হয়। কিন্তু অনেক সময়ে সংবাদপত্র, সংবাদ সংস্থাসমূহ এবং সাংবাদিকদের জন্য অনুসরণীয় এসব আচরণবিধি বা নৈতিকতা মানা হচ্ছে না।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দ্রুত খবর প্রচারেও আজকাল রীতিমতো প্রতিযোগিতায় নেমেছে প্রথম সারির গণমাধ্যম আর সেখানেও মানা হচ্ছে না নৈতিকতা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. শফিউল আলম ভুঁইয়া ডয়চে ভেলেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, সাংবাদিকতার সাধারণ নৈতিকতা নিয়ে যদি কথা বলি, তাহলে বলা যায় এখানে তা ঠিকমতো মানা হচ্ছে না। আগে সংবাদ দেয়ার প্রবণতা বা প্রতিযোগিতাও নৈতিকতা না মানার অন্যতম কারণ। তবে এর বাইরে আরও অনেক কারণেই সাংবাদিকতার নৈতিকতা এখানে লঙ্ঘন করা হয়।

মূলধারার গণমাধ্যমের দায়িত্বহীন কিংবা পক্ষপাত আচরণই সনাতন গণমাধ্যমের ওপর মানুষ আস্থা হারাচ্ছে। মূলধারার গণমাধ্যমের জন্য খবরের সন্ধানের এখন অন্যতম উৎস হচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। সাধারণ পাঠক-দর্শক প্রতিদিনের খবর কিংবা বিনোদনের জন্য ফেসবুক, ইউটিউবসহ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমকে অনুসরণ করছে। পাঠক-দর্শক হারাচ্ছে মূলধারার গণমাধ্যম। যার ফলে কোনো না কোনোভাবে আয়ের দিক দিয়েও লোকসানে পড়তে হচ্ছে মূলধারার গণমাধ্যমকে। টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা এবং অনলাইন গণমাধ্যমগুলোর আয়ের মূল উৎস বিজ্ঞাপন। আর সেই বিজ্ঞাপন কমছে দ্রুতগতিতে। অন্যদিকে উন্মুক্ত প্ল্যাটফর্মে নাগরিকদের প্রচার করা ছবি ও ভিডিয়ো জায়গা করে নিচ্ছে পত্রিকার পাতায় কিংবা টেলিভিশনের পর্দায়। এতে করে পেশাগত সাংবাদিকতার প্রতি মানুষের আগ্রহ দিন দিন কমতে শুরু করেছে। এসব কিছুই নাগরিক সাংবদিকতা মূলধারার গণমাধ্যমের জন্য নতুন এক চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড় করিয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও নানামুখী সমস্যা রয়েছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন উৎস থেকে প্রতিদিন অজস্র খবর আসতে থাকে। একই বিষয়ে নানাভাবে তথ্যের উপস্থাপন, বিকৃতি অথবা গুজবও ছড়ানো হয়। যেহেতু এই মাধ্যমটি একেবারে উন্মুক্ত তাই তথ্য প্রকাশে এখানে কোনো বাঁধা-নিষেধ নেই। ইন্টারনেটভিত্তিক ওয়েব ২.০ সাইটগুলোর এটাই বৈশিষ্ট্য। যে কেউ চাইলেই যেকোনো ধরনের খবর প্রচার করতে পারে। এ কারণে যেকোনো গুজবের খবর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। তাই নাগরিক সাংবাদিকতাতেও নৈতিকতার লঙ্ঘন বা আস্থার সংকট রয়েছে।

ওআরজি-কোয়েস্ট রিসার্চ লিমিটেডের এক জরিপে দেখা গেছে, মতামত প্রকাশ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক, দেশ-বিদেশের খবর, বিনোদন, কেনাকাটাসহ জীবনের প্রায় সবকিছুর জন্য তরুণ-তরুণীরা নির্ভর করছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের মতো সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম তরুণদের কাছে সংবাদের উৎস হয়ে উঠছে। আর এই গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রায়ই ছড়ানো হয় নানা ধরনের গুজব।

২০২০ সালে জানুয়ারি মাসে দৈনিক প্রথম আলোর উদ্যোগে করা তারুণ্য জরিপে অংশ নেওয়া ৭০ শতাংশের বেশি তরুণ-তরুণীদের বক্তব্য ছিল, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলো মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রতারণা করে এবং 'ফেক নিউজ' ছড়ায়। অর্থাৎ ইন্টারনেট বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম তাদের কাছে বেশি জনপ্রিয় হলেও এই মাধ্যম থেকে পাওয়া সংবাদে খুব একটা আস্থা পাচ্ছেন না তাঁরা।

গুজব নাগরিক সাংবাদিকতাকে ঝুঁকির মুখে ফেলছে

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলো কীভাবে ইউজার জেনারেটেড কনটেন্টকে কাজে লাগাতে পারে এই বিষয় নিয়ে বর্তমান লেখক কথা বলেছিলেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিশেষজ্ঞ ভারতীয় বংশোদ্ভূত দক্ষিণ আফ্রিকার সাংবাদিক ও হ্যাশট্যাগ আওয়ার স্টোরিজ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ ওমরের সঙ্গে। ওমর বলেন, 'বাংলাদেশে এখন একটি বড় সমস্যা হলো ভুয়া তথ্যের ছড়াছড়ি। কোথাও আগুন লাগলে মানুষ ছবি বা ভিডিয়ো প্রকাশ করতে শুরু করে। কিন্তু পরে দেখা যায়, সেগুলো বছর তিন-চারেকের পুরনো ফুটেজ। মানুষ মৃত্যু নিয়েও গুজব ছড়ায়। আমি বিশ্বাস করি, এ সমস্যা সমাধানের উপায় গণমাধ্যম শিক্ষার ব্যবস্থা করা। দর্শক-শ্রোতাদের ভুয়া তথ্য চেনার উপায় বিষয়ে শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারা নিজেরা ভুয়া তথ্য না ছড়ান।'

গণপিটুনিতে প্রাণ হারান তাসলিমা বেগম রেনু

২০১৯ সালের ২০ জুলাই রাজধানীর উত্তর বাড্ডায় ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে প্রাণ হারান তাসলিমা বেগম রেনু। সাত থেকে আট মিনিটের মধ্যে তাকে গণপিটুনি ও দেয়ালে মাথা থেঁতলিয়ে হত্যা করা হয়। রেনুকে মেরে ফেলার পরও তার লাশের

ওপর পেটাতে থাকে উত্তেজিত জনতা। আশপাশ থেকে এই ঘটনা অনেকেই মোবাইলে ভিডিয়ো ধারণ করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মুহূর্তেই ছড়িয়ে যাওয়ায় মূলধারার গণমাধ্যমে এই ঘটনা নিয়ে ফলাও করে খবর প্রচার করতে আমরা দেখেছি। নাগরিক সাংবাদিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা রেনুকে গণপিটুনি দিয়ে মেরে ফেলার ভিডিয়ো ক্লিপটি দৈনিক প্রথম আলোর ফেসবুক পেজে প্রচার করা হয়। একজন মৃত ব্যক্তির লাশ পিটানোর মতো ঘটনার ভিডিয়ো গণমাধ্যম কি দেখাতে পারে? বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম এখনও এ বিষয়গুলো ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। পরে অবশ্য সমালোচনার মুখে পড়ে প্রথম আলো তাদের ফেসবুক পেজ থেকে ভিডিয়োটি সরিয়ে ফেলে। সাংবাদিকতার নীতিমালা না মানার কারণেই এই ধরণের সংকটের সৃষ্টি হচ্ছে।

পদ্মা সেতুতে মানুষের 'মাথা লাগার' প্রচারণা গুজব

২০১৯ সালের জুলাই মাসের শুরুর দিকে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজের জন্য মানুষের মাথা লাগবে বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষ যেন এই গুজবে কান না দেয় সেজন্য পদ্মাসেতুর প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে বাধ্য হয়। সাধারণ মানুষকে সচেতন থাকার আহবান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, পদ্মা সেতু নির্মাণ কাজে মানুষের মাথা লাগবে বলে যে গুজব ছড়ানো হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। পদ্মাসেতু এবং ওই এলাকার মানুষের মধ্যে এ ঘটনায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে বলে বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে খবরও বের হয়।

লবণ সঙ্কটের গুজব

২০১৯ সালের নভেম্বরে লবনের সংকট তৈরি হওয়া নিয়ে দেশে আরও একটি গুজব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ করেই সারা দেশে লবণ কেনার হিড়িক পড়ে। গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করে যে, পর্যাপ্ত পরিমাণে লবণ মজুত রয়েছে। লবণ পর্যাপ্ত পরিমাণে মজুত থাকার বিষয়টি দেশে লবণ বিপণনকারী শীর্ষ চার কোম্পানি গণমাধ্যমকে জানায়। লবণের দাম বাড়া কিংবা সঙ্কট তৈরি হওয়ার খবরটি তাই পুরোপুরি ছিল ভিত্তিহীন। জনমনে অস্থিরতা তৈরি করতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এই গুজবটি ছড়ানো হয়।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে

নাগরিক সাংবাদিকরা মূলত স্মার্টফোনসহ বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করে থাকেন। সম্ভাব্য সাইবার আক্রমণ থেকে ইন্টারনেটে রক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারের কলাকৌশল জানা থাকা সবার জন্য জরুরি হয়ে পড়েছে। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট এবং তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা ২০২০ প্রণয়ন করে। এতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আলাদা করে ৯টি নির্দেশনা দেওয়া হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে :

১. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কোনো পোস্ট আপলোড, কমেন্ট, লাইক, বন্ধু বাছাই ও শেয়ার করার ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা।

২. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সরকার বা রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোনো পোস্ট আপলোড, কমেন্ট, লাইক, শেয়ার করা থেকে বিরত থাকা।

৩. নিজের অ্যাকাউন্টে অতিরিক্ত আরেকটি ই-মেইল ঠিকানা বা মোবাইল নম্বর যোগ করা যাতে কোনোভাবে অ্যাকাউন্ট হ্যাক হলে পুনরুদ্ধার করা যায়।

নতুন ধারার মিডিয়ার জন্য দরকার প্রশিক্ষিত লোকবল

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমগুলোকে আরও বেশি ইউজিসি কনটেন্ট ব্যবহারের ওপর জোর দিতে বলেছেন হ্যাশট্যাগ আওয়ার স্টোরিজ এর সহযোগী প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ ওমর। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এখন ইউজার জেনারেটেড কনটেন্টের ভাণ্ডার তৈরি হয়েছে। নিউজ রুমগুলো যদি এই বিশাল পরিমাণ কনটেন্ট থেকে সুনির্বাচিত কনটেন্টগুলো প্রকাশ করতে পারে, তাহলে একদম নতুন একটি ধারার সূচনা হবে। আমার মনে হয়, এখানে এখনো অনেক সংবাদমাধ্যম ওই মানে পৌঁছাতে পারেনি। ফেসবুক, ইউটিউব, ইনস্টাগ্রামের ভিডিয়ো সম্পাদনা বা ওই জাতীয় কাজের জন্য আলাদা টিম তৈরি করার জন্য আপনাদের এখনো যথেষ্ট লোকবল তৈরি হয়নি।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এই প্ল্যাটফর্মের উপযোগী করে মিডিয়া কনটেন্ট তৈরিতে পারদর্শী হওয়ার জন্য দরকার প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ আর প্রশিক্ষণ। কিন্তু বাস্তবচিত্র হচ্ছে আমাদের দেশে এই দু'টোরই বড় অভাব। আর এ কারণে

দেশের মূলধারার গণমাধ্যম এখনও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে পুরোপুরি সুফল ভোগ করতে পারছে না। প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ আর প্রশিক্ষণের অভাব থাকায় অনেকের কাছে নতুন ধারার এই সাংবাদিকতা নিয়ে নানা প্রশ্ন রয়েছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের জন্য নতুন ধারার সাংবাদিকতা বিকাশে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারে। সমসাময়িক গণমাধ্যমের চাহিদার সাথে মিল রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছর মেয়াদি সাংবাদিকতা কোর্সকে আধুনি-কায়ন করতে হবে। পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমগুলো আধুনিক সাংবাদিকতা পেশায় দক্ষ লোকবল ও সংবাদকর্মীদের গুণগত মান বাড়ানোর লক্ষ্যে এ বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করতে হবে।

তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক গণমাধ্যমের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা ভেবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশসহ আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতার কোর্স কারিকুলামে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ তাদের মিডিয়া স্টাডিজ ও সাংবাদিকতা বিভাগের স্নাতক পর্যায়ের কারিকুলামকে আধুনিকায়ন করেছে। এরই অংশ হিসেবে সাংবাদিকতার মেজর হিসেবে চালু করেছে ডিজিটাল জার্নালিজম।

২০১৯ সালের অক্টোবরে "বাংলাদেশে সাংবাদিকতার শিক্ষা" শীর্ষক একটি গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করে ডয়েচে ভেলে একাডেমি। অধ্যাপক জুড উইলিয়াম হেনিইলো, ফাহমিদুল হক ও শামীম মাহমুদের গবেষণায় বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাংবাদিকতা শিক্ষার চিত্র যেমন উঠে এসেছে, তেমন তরুণ গ্রাজুয়েটদের ক্যারিয়ার পথ এবং দেশের শীর্ষ গণমাধ্যমগুলোর বিভিন্ন বিষয়ও রয়েছে।

ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ এর মিডিয়া স্টাডিজ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক জুড হেনিইলো গবেষণা প্রসঙ্গে বলেন, বাংলাদেশে একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাংবাদিকতার শিক্ষা প্রসারিত হচ্ছে, অন্যদিকে বাড়ছে গণমাধ্যমের সংখ্যা। এই দুইয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের ওপর জোর দেওয়া হয় গবেষণায়। মূলত এই গবেষণার ফলাফলের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে তাদের সাংবাদিকতা কোর্সের আধুনিকায়নের আহবান জানানো হয়। (জুড উইলিয়াম হেনিইলো, ফাহমিদুল হক ও শামীম মাহমুদ, ২০১৯)

সমাপনী প্রতিফলন

আজকাল বিনোদন সংবাদের অন্যতম ইউজিসি সোর্স হচ্ছে ইনস্টাগ্রাম। হলিউড, বলিউড থেকে শুরু করে ঢালিউডের তারকাদের প্রোফাইলে শেয়ার করা ছবি, খবর তৈরির প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

নাগরিক সাংবাদিকদের পাঠানো ইউজার জেনারেটেড কনটেন্ট বা ইউজিসি প্রচার করছে দেশের কয়েকটি গণমাধ্যম। উদাহরণ হিসেবে প্রথম আলোর 'নাগরিক সংবাদ' এবং বিডি নিউজ২৪-এর 'নাগরিক সাংবাদিকতাভিত্তিক ব্লগ' প্রকল্পগুলো সাফল্যের সাথে কাজ করছে। আশা করা হচ্ছে, আরও বেশি সংখ্যক গণমাধ্যম ইউজিসি কনটেন্ট প্রচারে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় দেবে।

বাংলাদেশে সাংবাদিকরা এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতার কথা বলছেন। মোবাইল ফোন আর কম্পিউটার প্রযুক্তিনির্ভর এই অনলাইন সাংবাদিকতা ধীরে ধীরে বিপুল জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। মূলধারার গণমাধ্যমে সংবাদ তৈরি কিংবা দিনের আলোচিত ঘটনার খোঁজ পেতে সাংবাদিকরা এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ওপর নির্ভর করছেন। সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া একাধিক ঘটনার দিকে তাকালে আমরা এর প্রমাণ পাই যা এই প্রবন্ধে কেস স্ট্যাডি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

করোনা মহামারীর সময় লকডাউন চলাকালে ঘরে বসেই ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোন ব্যবহার করে সাংবাদিকতা চর্চা করার নতুন কৌশল বিশ্ববাসী দেখেছে। বিবিসি, আলজাজিরা, সিএনএন থেকে শুরু করে বাংলাদেশের মূলধারার ও অনলাইন গণমাধ্যমে সাংবাদিকদের এই কৌশলে খবর প্রচার করতে দেখেছি। এছাড়া ভিডিয়ো কনফারেন্স সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান যেমন- জুম, স্ট্রিম ইয়ার্ড বা ফেসবুক লাইভ প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে নাগরিক সাংবাদিকরা খবর প্রচার করেছেন। করোনা সঙ্কটে অসহায় মানুষদের কাছে সিএনজি নিয়ে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া নাফিসা আনজুম খানের উদ্যোগ যখন ফেসবুকে ভাইরাল হলো তখন ওই কর্মসূচির সঙ্গে সামিল হন বাংলাদেশ জাতীয় ওয়ানডে দলের অধিনায়ক তামিম ইকবাল। ফেসবুক থেকে উঠে আসা এই খবর জায়গা করে নেয় প্রথাগত সংবাদমাধ্যমে; প্রচারিত হয় একাধিক প্রতিবেদন। এভাবেই নাগরিক সাংবাদিকতা বাংলাদেশের মূলধারার গণমাধ্যমে সংবাদ তৈরিতে দারুণভাবে প্রভাবিত করছে।

তথ্যসূত্র:

১। খান, আবদুল কাবিল (২০২০), মোবাইল জার্নালিজম সময়ের সাংবাদিকতা সমগ্র প্রকাশন, ঢাকা।

২। প্রথম আলো, ১৯ জুন ২০১৯, অনলাইন লিংক:
[https://www.prothomalo.com/opinion/article/1599975]

৩। বাংলাদেশ জার্নাল, ২৩ অক্টোবর ২০১৯, অনলাইন লিংক:
[https://www.bd-journal.com/social-media/92187]

৪। সোশ্যাল মিডিয়া ট্রায়াল, ৩০ আগস্ট ২০১৯, অনলাইন লিংক:
[https://p.dw.com/p/3Ojbo]

৫। রোসেন, জ্যা, জুলাই ১৪, ২০০৮, সিটিজেন জার্নালিজমের সবচেয়ে কার্যকরী সংজ্ঞা।
অনলাইন লিংক:
[http://archive.pressthink.org/2008/07/14/a_most_useful_d.html]

৬। বিবিসি, ৩ অক্টোবর ২০১৮, অনলাইন লিংক:
[https://www.bbc.com/bengali/news-45728500]

৭। হারুন উর রশীদ স্বপন, ২৭ জুন, ২০১৬, অনলাইন লিংক:
[https://p.dw.com/p/1JDfm]

৮। সরকার ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট এবং তথ্য রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা নির্দেশিকা,
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জানুয়ারি ২০২০।
অনলাইন লিংক:
[https://cabinet.gov.bd/site/notices/754986ce-288d-4863-b25c- 9ca57122c311]

৯। প্রথম আলো, ২৯ মে ২০১০, অনলাইন লিংক:
[http://archive.prothomalo.com/detail/date/2010-05-29/news/66916]

১০। চৌধুরী, শামীমা, এপ্রিল-জুন ২০১৭, হলুদ সাংবাদিকতা ও আমাদের গণমাধ্যম নিরীক্ষা,
পিআইবি, পৃ: ৫-৭।

সিকান্দার আবু জাফরের গল্পে গ্রামীণ জীবনের কথকতা

মুহম্মদ মাহমুদুর রহমান

বাংলা কথাসাহিত্যে গ্রামীণ জীবনের কথকতা নতুন কিছু নয়, কথাসাহিত্যিকের চেয়ে কবি হিসেবে বেশি পরিচিত সিকান্দার আবু জাফরও (১৯১৯-১৯৭৫) তাঁর গল্পে গ্রামকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। যে সময় সিকান্দার আবু জাফর (১৯১৯-১৯৭৫) কথাসাহিত্য রচনা করেছেন সেই চল্লিশের দশকের বাংলার সামাজিক জীবন ছিল মূলতই গ্রামকেন্দ্রিক। লেখক-শিল্পীরাও বেড়ে উঠেছেন এই গ্রামীণ সমাজে, অধুনা যুগের মতো ইট-পাথরের দেয়ালে বাঁধা হয়ে তাঁরা লেখেননি। সিকান্দার আবু জাফর কবি হিসেবে সুপরিচিত হলেও তাঁর সাহিত্য-জীবনের শুরু হয়েছিল কথাসাহিত্য দিয়ে, 'পূরবী' (১৯৪১) উপন্যাস দিয়ে। মাত্র বাইশ বছর বয়সে তাঁর প্রথম বই বেরুলেও এবং তারও অনেক পরে দীর্ঘ সাহিত্য-জীবন পার করার পর ১৯৬৫ সালে প্রথম কবিতার বই 'প্রসন্ন প্রহর' বেরুলেও আমরা তাঁর কথাসাহিত্যের তেমন মূল্যায়ন করিনি, যতটা করেছি 'বাংলা ছাড়ো' (১৯৭১) কবিতার সাহসী কবিকে। সিকান্দার আবু জাফর ষাটের দশকের কবি আর চল্লিশের দশকের কথাসাহিত্যিক। অনুবাদিত গল্পগ্রন্থের কথা বাদ দিলে তাঁর একমাত্র মৌলিক গল্পগ্রন্থ 'মাটি আর অশ্রু' প্রকাশিত হয় চল্লিশের দশকে, ১৯৪২ সালে। চল্লিশের দশকের উত্তাল রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে পাশ কাটিয়ে সিকান্দার আবু জাফর গ্রামীণ প্রেক্ষাপটে এই গল্পগ্রন্থে সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত গল্প লিখলেন। পরবর্তী জীবনে 'সমকাল'-এর মতো পত্রিকার সম্পাদক ও রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠা এই কবি প্রথম জীবনের সাহিত্যচর্চায় রাজনীতিকে দূরে রেখেছিলেন। বৃটিশ ভারতে এসময়

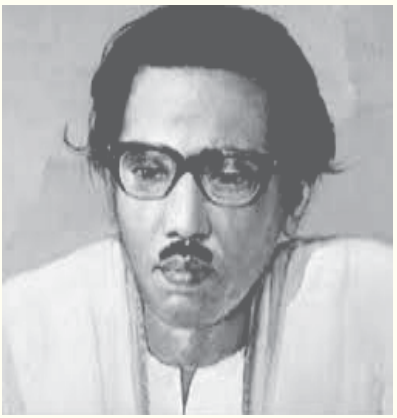

কবি সিকান্দার আবু জাফর

(কবি সিকানদার আবু জাফরের ছবিটি নেওয়া হয়েছে Shatkhira24News.com থেকে)

বজায় ছিল সামন্ত প্রথা। জমিদারি প্রথার নির্মমতার চিত্র গ্রাম-বাংলার সৌন্দর্যের আড়ালে কী রূপ কদর্য হয়ে পাশাপাশি বিরাজ করছিল কবি তাঁর নির্মোহ বর্ণনা করেছেন এই 'মাটি আর অশ্রু' গল্পগ্রন্থে। দরিদ্র মানুষেরা ক্ষুধা ও দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কীভাবে বিপর্যস্ত-বিপন্ন হচ্ছে সেই চিত্র তিনি গ্রন্থটিতে তুলে ধরেছেন। গ্রামের মানুষকে লেখক তথাকথিত সহজ-সরল করে দেখেননি, বরং নিরাসক্তভাবে তাদের কুটিলতা-মূর্খতা-ঈর্ষাকাতরতার চিত্রও তুলে এনেছেন।

'মাটি আর অশ্রু' গল্পগ্রন্থের নামকরণেই পল্লীগ্রামের কথকতার আঁচ পাওয়া যায়। এবং এ কথকতা যে অশ্রু-মেশানো, হাসি-মেশানো নয় সেই আভাসও পাওয়া যায়। তাই, আমরা দেখি, গল্পগ্রন্থটির দশটি গল্পের প্রায় সবগুলোই বিয়োগান্তক। প্রায় প্রতিটি গল্পেই মৃত্যুর মর্মবেদনা আছে; আছে নির্মম দারিদ্র্য, আত্মহত্যা কিংবা হত্যা। আর এ নির্মম কষ্টের জীবনের সঙ্গে কারণ হিসেবে মিশে আছে সামন্তপ্রথা।

'পূর্বাভাস' গল্পে গ্রামীণ জীবনের এক নিষ্ঠুর দারিদ্র্যের প্রসঙ্গ এসেছে। রত্না, তন্দ্রা, তাদের মা দিবাময়ী, বাবা নিশানাথবাবু-সব মিলিয়ে নয় পুত্র-কন্যাসহ এগারো জনের এক বিশাল সংসার। জনসংখ্যা আছে যথেষ্ট, সেই তুলনায় অর্থসঙ্গতি আছে যৎসামান্য। প্রধান এবং অপরিহার্য চাহিদা খাদ্যগ্রহণের জন্য তাদের নির্মম হিসাব-নিকাশের মধ্য দিয়ে চলতে হয়। অভাব তাদের হাসি পুরোপুরি কেড়ে নিয়েছে, বিনিময়ে দিয়েছে চড়া ভালোবাসা-বর্জিত মেজাজ। গল্প থেকে পাই, দিবাময়ী বলছে কন্যা রত্নাকে-

"ধিঙ্গি মেয়ে, কাপড় ছিড়তে পারো, গলায় দড়ি দিতে পারো না?" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৩)

কিংবা- "কঞ্চির খোঁচা লেগে তোর হৃৎপিণ্ডটা ফুটো হয়ে গেলো না কেন হারামজাদী?" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৩)

তাদের জীবনে অপচয়ের কোনো সুযোগ নেই, অসতর্কতায় কঞ্চির খোঁচায় রত্নার কাপড় ছিঁড়তে পারবে না, মনের ভুলে চুলায় বসানো ভাত পুড়তে দেওয়া যাবে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি'-র কুবের একটিমাত্র দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করে কীভাবে হুঁকো ধরাতে হয় তা জানে, কারণ নির্মম দারিদ্র্য দেশলাইয়ের সামান্য একটা কাঠিও অতিরিক্ত খরচ করবার বিলাসিতাটুকু তাকে করতে দেয়নি।[১]

সিকান্দার আবু জাফর যুক্তিবাদী মন দিয়ে সমাজের দারিদ্র্য দেখেছেন। তাই তিনি দেখিয়েছেন যে এগারো সদস্যবিশিষ্ট নিশানাথ বাবুর সংসারে মানুষের মূল্য বস্তুগত সম্পদের চেয়ে কম, মানব-সম্পদ বিসর্জন দিয়ে বস্তুগত সম্পদ রক্ষা করাটা শ্রেয়তর মনে হয়। রত্না লিখল তার শেষ চিঠিতে-

"মৃত্যু সকল লজ্জা ঢেকে দেয় বলেই বাড়ি থেকে বিবসনা হয়েই চললুম। কারণ, আমি জানি যে, আমাকে হারানোর ক্ষতি তোমরা স্বীকার করতে পারো, কিন্তু কাপড়খানা হারাবার ক্ষতি তোমাদের পক্ষে অসহ্য।" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৫)

১. "ছইয়ের গায়ে আটকানো ছোট হুঁকাটি নামাইয়া টিনের কৌটা হইতে কড়া দা-কাটা তামাক বাহির করিয়া দেড় বছর ধরিয়া ব্যবহৃত পুরাতন কল্কেটিতে তামাক সাজিল কুবের। নারিকেল ছোবড়া গোল করিয়া পাকাইয়া ছাউনির আড়ালে একটিমাত্র দেশলাইয়ের কাঠি খরচ করিয়া সেটি ধরাইয়া ফেলিল।" --মামুদ, হায়াৎ (সম্পাদনা)। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ঢাকা : অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৫। পৃ. ৩২৬।

'বাপের বাড়ি' গল্পটি ছোট পরিসরের। বিয়ের পর এখনকার মতো তখনো কন্যা নিজের বাপের বাড়ি ছেড়ে স্বামীর বাপের বাড়ি বা স্বামীর বাড়ি যেত, গল্পের মনোয়ারাও যায় মাত্র ষোল বছর বয়সে। তখনকার সমাজে বাংলাদেশের নারীর অবস্থা ছিল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার মতোই করুণ, সংসারে-সমাজে তাদের দুরবস্থা ও চরম দাস্যভাব কোনো লুকোছাপার ব্যাপার ছিল না। প্রজাপতির দুই পক্ষ- কন্যাপক্ষ আর বরপক্ষের দ্বন্দ্বের বলী মনোয়ারা আর বাপের বাড়ি যেতে পারে না। তাই বাপের বাড়ির মাটি-বাতাস-ছায়া-হিজলতলার পুকুরভরা পানির কাছে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষায় মনোয়ারা গুমরে গুমরে মরে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বলীয়ান পৌরুষ মনোয়ারার বিবাহিত জীবনের বাপের বাড়ি যাওয়ার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাকে হত্যা করেছে। যেমন মনোয়ারার স্বামীর দাম্ভিকতা, তেমনি মনোয়ারার বাবারও বীর্যবত্তা- দু'য়ের কেউ কারও কাছে মাথা নত করেনি। বীরপুরুষ স্বামী যেমন স্ত্রীকে বাপের বাড়ি পাঠায়নি তেমনি লৌহপুরুষ মনোয়ারার বাবাও নিজ কন্যাকে আনতে জামাইয়ের বাড়ি যায়নি। যে দাম্ভিক পিতা তার দম্ভের লয় ধরে রাখতে কন্যাকেও বিসর্জন দিতে পারে সেখানে স্বামীর দাম্ভিকতা সহজেই মানানসই।

‘বিষাক্ত পৃথিবী’ গল্পের হালিমা গলায় দড়ি দেয়, কারণ দারিদ্র্য ও ক্ষুধা তার সম্ভ্রম কেড়ে নিয়েছিল। কাদের ও হালিমা বিবাহিত জীবনে চার পুত্র-কন্যার জনক-জননী হয়ে “নির্মম দারিদ্র্যের ক্ষমাহীন স্বেচ্ছাচারিতা” (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ১৫) দেখতে পায়। দারিদ্র্যের এই নির্মমতা এরূপ-

“সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি খাটিয়াও দু’বেলা আহার জোটা মুশকিল, তার উপরে ছেলে-মেয়েদের অসুখ, জমিদারের খাজনা, মহাজনের দেনা শোধ। কাদের দিন গুণিতে লাগিল, কত দিন পরে তার মুত্যু হইবে।” (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৫)

দরিদ্রকে দরিদ্র করবার যে ধনিক নীতি তার প্রবল প্রয়োগ আমরা লক্ষ্য করি সিকান্দার আবু জাফরের গল্পগুলোতে। মীর মশাররফ হোসেনের ‘জমিদার দর্পণ’ পড়ে আমরা দরিদ্র প্রজা আবু মোল্লার সুন্দরী বৌ নুরন্নেহারের পরিণতির কথা জানতে পারি। আবু মোল্লার বৌ নুরন্নেহারের উপর চোখ পড়েছিল জমিদার হায়ওয়ান আলীর, আর এই চোখ পড়ার দরুণ গর্ভবতী হয়েও নুরন্নেহার ধর্ষণ থেকে রক্ষা পায়নি। ‘বিষাক্ত পৃথিবী’ গল্পের হালিমাও রক্ষা পায়নি জমিদারের ক্রূরতা থেকে, পার্থক্য- নুরন্নেহারের মৃত্যু হয়েছে ধর্ষণে, হালিমা স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নিয়েছে।

ভিলেজ পলিটিক্স শব্দটির সঙ্গে আমরা পরিচিত, এই পলিটিক্সের চরম নিম্নমানের সঙ্গেও আমাদের কমবেশি সখ্য আছে। গ্রামের মানুষ সহজ-সরল নয়, ভালো নয় শহরের মানুষের চেয়ে, বরং তাদের কুটিলতা বেশ নগ্ন, ঈর্ষা সর্বগ্রাসী। একারণেই ‘মাটির মায়া’ গল্পের সুস্থ-সবল-সুকুমার মনসুর তার বাপ-দাদার ভিটা রক্ষা করতে পারেনি। প্রবল ঈর্ষাপরায়ণ প্রতিবেশির হাতে অকালে মারা যেতে হয় মনসুরকে।

বাপ-দাদার ভিটা ছেড়ে বাধ্য হয়ে মাতুলালয়ে প্রতিপালিত মনসুর যখন পুনরায় নিজ দাবি পূরণের লক্ষ্যে পৈতৃক ভিটায় ফিরে আসে তখন সে প্রতিবেশিদের উষ্ণ অভ্যর্থনার বদলে তাদের বাঁকা চাহুনি দেখেছে। “ফুটন্ত চায়ের কেটলির গরম ধোঁয়ার মতো নিমেষে অনন্ত মহাশূন্যে মিলাইয়া” (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৮) যাওয়া লুপ্ত চৌধুরিদের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে মনসুরকে স্বাভাবিক সাহায্য করবার বদলে তার প্রতিবেশিরা তার আগমন দেখে চিন্তাগ্রস্ত হয়। যার আর ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল না, তার ফিরে আসা গ্রামবাসীর কাছে স্বার্থবিরোধী সমস্যা মনে হয়। তাই যে চৌধুরি বংশ এখন লুপ্তপ্রায় সেই বংশের পুনরুত্থান যদি চৌদ্দ বছরের

বালক মনসুরের মধ্য দিয়ে হয় তবে এত বড় ধৃষ্টতা সহজ-সরল গ্রামবাসী মেনে নিবে কেন? গ্রামবাসী মেনে নেয়নি, মনসুরকেও তাই জীবন দিতে হয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঈশ্বর তবুও তো ভদ্রপল্লীতে বাস করেন১, সিকান্দার আবু জাফরের আছে সংশয়- "তবুও-তবুও ন্যায়বিচারক, দীন দরিদ্রের প্রতিপালক সত্যদ্রষ্টা সেই খোদা বর্তমান আছেন!" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ১৩)

মনসুরের মতো 'প্রতিক্রিয়া' গল্পের শমীমের মধ্যেও দ্রোহচেতনা দেখা যায়। শমীম চাষার ছেলে হয়েও শিক্ষিত, কিন্তু বৈষম্যকামী জমিদারশ্রেণি তার এ শিক্ষিত হয়ে ওঠাকে মেনে নেয় না, প্রজার রাজা হয়ে যাওয়ার বাসনা তারা কেনই বা মেনে নিবে। তাই শমীমকে গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে বিবস্ত্র-বন্য হয়ে ঘোষণা করতে হয়-

"বেশ তাই হোক। চাষার ছেলে, নিরক্ষর বন্যের মতোই আমার জীবন তোমাদের কাছে ত্রাসের হয়ে উঠুক।" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৫৬)

অতি কষ্টে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হয়ে ওঠা শমীম 'প্রতিক্রিয়া' গল্পে পুনরায় বুনো-বর্বর-অশিক্ষিত চাষা হয়ে যেতে চেয়েছে, নির্ভেজাল শয়তান জমিদারদের কাছে ত্রাস হতে চেয়েছে, দ্রোহের স্ফুলিঙ্গ রচনা করতে চেয়েছে।

১."ঈশ্বর থাকেন ওই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।" - মামুদ, হায়াৎ (সম্পাদনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ১৯৯৫। পৃ: ৩৩০।)

'মাটি আর অশ্রু' গল্পের অপরাপর গল্পের মতোই 'প্রতিক্রিয়া' গল্পেও আছে সামন্ত প্রভুদের নিগ্রহের চিত্র, আছে নারীর প্রতি চরমতম অবমূল্যায়ন। শমীমের মা স্বামীহারা সাবেরা জমিদারের বাড়িতে পেটের দায়ে ঝি-গিরি করতে এসে ইজ্জত-আব্রু সব খুঁইয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করতে থাকে। শেষতক তার করুণ মৃত্যুও হয় চুরির দায়ে। মায়ের করুণ মৃত্যু শমীমকে আহত করে, ক্ষিপ্ত করে, চাষা থেকে ভদ্রলোক হতে চাওয়া শমীম পুনরায় বর্বর হয়ে যায় ছদ্মবেশী বর্বরদের বর্বরতার প্রতিশোধ নিতে।

মনসুরকে জীবন দিতে হয়েছে, শমীমকে বন্য হতে হয়েছে, দ্রোহচেতনার এই ধারাবাহিকতা 'শাস্তি' গল্পের গফুরের মধ্য দিয়ে সফল প্রকাশ ঘটে। গফুরের স্ত্রী রাবেয়া সুন্দরী- এই অপরাধে গফুরকে অহংকারী তকমা লাগিয়ে গ্রামে একঘরে করা

হলো। একঘরে করার পরেও গফুর সত্যিকার অহংকার, পৌরুষ নিয়ে টিকে থাকার সংগ্রাম চালিয়ে যায়। কিন্তু, কোনো এক কূটিলজন গফুরের অন্ন-যোগানদাতা একটা গরুকে মেরে ফেলল বিষ খাইয়ে। এরপর গফুর সংগ্রাম করতে করতে এক সময় হার মানল। ক্ষুধা বড়লোকদের এমন এক ব্রহ্মাস্ত্র যে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার নয়। ক্ষুধার্ত-দুর্বল-দরিদ্র প্রজাদের জমিদাররা হাতেই মারতে পারে, কোনো কোনো সবল-প্রতিবাদী প্রজাকে ভাতে মারার পরিকল্পনা করতে হয়। গফুর সুন্দরী রাবেয়াকে বিয়ে করে অহংকার প্রদর্শন করেছে, জমিদারের নায়বকে মারধর করেছে, একঘরে করেও তাঁকে বিপর্যস্ত করা যায়নি; অতএব, তাকে আর্থিকভাবে পঙ্গু করার নীলনকশা করতে হবে। সামন্তবাদ তার শত্রুদের মাত্রা বুঝে এভাবেই শায়েস্তা করে থাকে, তাই অহংকারী গফুরকেও বলতে হয় একসময়-

"ক্ষিধে, ক্ষিধে আর ক্ষিধে। ওরে, আমারও কি ক্ষিধে লাগে না।" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯: ১৯)

গফুর তার দুই সন্তানকে বিষ খাইয়ে চিরমুক্তি দেয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র 'তরঙ্গভঙ্গ' নাটকে অভাবী আমেনা তার সন্তানকে গলা টিপে মারে। আমেনার বিরুদ্ধে মামলা হয়, গফুরের বিরুদ্ধেও। গফুর সিকান্‌দার আবু জাফরের অন্য চরিত্রগুলোর চেয়ে ব্যতিক্রম একারণে, সে গ্রাম্য ভিলেনদের বাসায় আগুন দিতে পেরেছিল খুনের দায়ে ধরা পড়বার আগে। মরার আগেই মরে যাওয়া দরিদ্র মানুষগুলোর মধ্যে দ্রোহচেতনা খুব কমই দেখা গিয়েছে 'মাটি আর অশ্রু' গল্পগ্রন্থে। 'মাটির মায়া'র মনসুরের মধ্যে বিদ্রোহের তেজ দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু সামন্ত প্রভুরা তাকে আর আগে বাড়তে দেয়নি। তাকে অকালে, মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে সময়ের আগেই চলে যেতে হয়েছিল। শমীমের মধ্যেও অশনী সংকেত দেখা দিয়েছিল। কিন্তু গফুর ব্যতিক্রম, সে মেরে মরেছে, ধুঁকে ধুঁকে মরেনি বা প্রতিবাদহীন আত্মহত্যা করে সমাজপতিদের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেয়নি।

'গ্রন্থি' গল্পে লেখক ঐক্যের জয় দেখিয়েছেন। এই গল্প জয়ের গল্প, অপরাপর গল্পের মতো জীবনযুদ্ধে পরাজয়ের গল্প নয়। গফুরের মতোই বলশালী তিন ভাইয়ের গ্রন্থির টান কীভাবে বড় শত্রুকেও পরাস্ত করে দিতে পারে তা এক তৃপ্তিময় পরিসমাপ্তির মধ্য দিয়ে সিকান্‌দার আবু জাফর ফুঁটিয়ে তুলেছেন। গল্প থেকে-
"গ্রামের লোক প্রতিহিংসাপরায়ণ। প্রতিবেশির সৌভাগ্যকে অকারণেই তারা হিংসা করে।" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৩৩)

তিন ভাই, জমির-কবির-ফকির, তাদের সাজানো চমৎকার জীবন, তাদের অসাধারণ ঐক্য ও মানসিক-শারীরিক বল- এসবই গ্রাম্য প্রতিবেশিদের মাথাব্যথার কারণ। সুতরাং গ্রামাঞ্চলের 'সহজ-সরল' মানুষের তৈরি স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী তিন ভাইয়ের ঐক্য ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য তিন ভাইয়ের কানেই নানারকম বাতাস ভেসে বেড়াতে লাগল এবং অভ্রান্ত অস্ত্র ব্যর্থ হলো না, তিন ভাইয়ের ঐক্যে ফাটল ধরল।

কিন্তু বিপদের সময় তিন ভাইয়ের পুনরায় এক হয়ে যাওয়াটা এই গল্পের এক অসাধারণ চমক। টানা বিয়োগান্তক গল্প পড়তে পড়তে পাঠক যেখানে এই গল্পেরও বিয়োগান্তক সমাপ্তি আশা করছিলেন তারা হঠাৎ দেখলেন গল্পটিতে নায়কেরা জয়ী হয়েছে, ভিলেনেরা হেরে গিয়েছে। জমিদারের বাহিনির বিরুদ্ধে তিন ভাই প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করে, বাপ-দাদার জমিতে উৎপন্ন ধান রক্ষা করে। 'গ্রন্থি' গল্পের নামকরণও সার্থক। এ গ্রন্থি রক্তের টান; কোনো বাধাই, তা পর্বতসমানই হোক, গ্রন্থি ভাঙতে পারবে না কোনোভাবেই। তিন ভাইকে এক করেছে গ্রন্থির টান, তাই স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে আলাদা হয়ে যাবার পরও অন্তিম মুহূর্তে ঠিকই গ্রন্থিতে টান পড়েছে। তাই দশ-বারোজন লাঠিয়ালের দলকে মাত্র তিন ভাই মিলেই রুখে দিতে পেরেছে, রক্ষা করতে পেরেছে ময়না দিঘীর সকল ধান।

সিকান্দার আবু জাফর ভিলেজ পলিটিক্স স্বচক্ষে দেখেছেন। তিনি জানতেন সামন্ত শ্রেণি নিজেদের স্বার্থে প্রজাদের এক থাকতে দেয় না। আবার এ-ও সত্য, গ্রামবাসীর অনৈক্যের পিছনে তাদের নিজেদের অর্জিত মূর্খতাও দায়ী। 'গ্রন্থি' গল্পে লেখক এই বার্তা দিয়েছেন যে ঐক্য জয় ডেকে আনে, অনৈক্য পরাজয়।

'মাটি আর অশ্রু' বইয়ে প্রেমের গল্পও আছে, 'রূপার আংটি' ও 'কাহিনী' প্রেমের গল্প। প্রেমের গল্প হওয়ায় সিকান্দার আবু জাফর গল্পগুলোতে দারিদ্র্যের নির্মমতা ও দরিদ্রদের সামাজিক দুরবস্থার চিত্র অপরাপর গল্পের মতো আঁকেননি, তবে দুঃখ যেহেতু গল্পগ্রন্থটির মূল স্রোত, তাই প্রেম পূর্ণতা পায়নি, বিয়োগান্তক হয়ে শেষ হয়েছে। 'রুপার আংটি' গল্পের কাশেম ও আমিনার প্রেম ছিল ছোটবয়স থেকেই। কিন্তু বিচক্ষণ আমিনার বাবা দীনমজুর কাশেমের সঙ্গে নিজ কন্যার বিয়ে দেওয়ার আগে কাশেমকে এক বছরের সময় সাপেক্ষে অবস্থাপন্ন হবার শর্ত জুড়ে দিল। গ্রামীণ সমাজে তখন অবস্থাপন্ন অর্থ হলো, "অন্তত দু'খানা ভাল ঘর বাঁধিতে হইবে এবং নিজের লাঙল-গরু করিতে হইবে।" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ২৩)

কিন্তু প্রায় সফল কাশেম শেষপর্যন্ত আমিনার কাছে নির্ধারিত সময়ে পৌঁছাতে পারেনি, মারা যায় সড়ক দুর্ঘটনায়। ইতোমধ্যে বিবাহিত আমিনার কাছে রয়ে যায় কাশেমের দেওয়া প্রেমের চিহ্ন একটা রুপার আংটি, যেখানে আমিনার নাম লেখা ছিল 'মীনা'। সদ্য বিবাহিত জীবনে কাশেমের দেওয়া এ রুপার আংটি আমিনার কাছে যেন "হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগিয়ে"১ তোলা।

অপর প্রেমের গল্প 'কাহিনী'-র আঙ্গিক একটু ব্যতিক্রম। গল্পটিকে পরিচ্ছেদ বা অধ্যায় ব্যতিরেকেই গল্পকার ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রদীপ, তমসা, ইন্দ্রতীর্থ, পরিচয়, সমস্যা ও নিষ্পত্তি- এই ৬টি ভাগে গল্পটি এক চমৎকার ঐক্যের মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে। বড় পুকুরে গল্পের নায়ক ডাক্তার প্রদীপ যখন পা ধুতে আসে তখন পুকুরে জল নিতে আসা নায়িকা তমসার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় ঘটে। জল নিতে কলসি নিয়ে পুকুরঘাটে আসা তমসা, প্রদীপের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়, প্রেম-বিরহ এসব আমাদের মনে করিয়ে দেয় মৈমনসিংহ গীতিকার মহুয়া ও নদের চাঁদকে।

তমসা তার নপুংশক স্বামীর সঙ্গে ঘর করে এসেছে, একে নিয়তি হিসেবে মেনে নিয়েছে, গ্রামীণ সমাজের চাপিয়ে দেওয়া প্রথা হিসেবে দেখেনি। কারণ তমসা একজন সাধারণ প্রজা, দাম্ভিক জনতাও নয়, আবার প্রথাকে অস্বীকার করবার মতো বড় মানুষও নয়। সমাজের বড় মানুষ ডাক্তার প্রদীপ তাই দ্বিধাহীনভাবে তমসাকে প্রেম নিবেদন করতে পেরেছে, মাঝারি মানুষ তমসা সে নিবেদন গ্রহণ করতে পেরেছে, কিন্তু প্রথার উর্ধ্বে যেতে পারেনি। ফলে প্রথা থেকে বের হতে না পারার দুঃখে এবং প্রদীপকে না পাবার আক্ষেপ থেকে সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

গল্পে ক্রিকেট প্রসঙ্গ আছে। এছাড়া-

"পথ-ঘাট নির্মাণ, জঙ্গল পরিষ্কার, ব্যায়ামাগার স্থাপন, ফুটবল টিম গঠন, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা, মেয়েদের অবৈতনিক প্রাইমারি স্কুল মিলিয়া গ্রামে একটা দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। বৃদ্ধেরা হাঁপাইয়া উঠিলেন। ছেলেরা তাদের বংশানুক্রমিক আলস্য ত্যাগ করিয়া গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল।" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৪৪)

১. "পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।" (জীবনানন্দ দাশের কবিতাসমগ্র, মৌ প্রকাশনী, পৃ. ১১৮)

সিকান্দার আবু জাফর নিজেও দুরন্ত কিশোর ছিলেন, ছিলেন প্রবল সাংগঠনিক ক্ষমতাসম্পন্ন। তাঁর জীবনীকার মুন্সী আকরামুজ্জামান তাঁর 'সিকান্দার আবু জাফর স্মৃতি' (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৭০৩-৭১৩) প্রবন্ধে লেখেন যে গল্পকার ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন ও টেনিস খেলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মুন্সী আকরামুজ্জামানের স্মৃতিকথা থেকে আরও জানা যায়, সিকান্দার আবু জাফরের অসাধারণ নেতৃত্বগুণ ছিল। এলাকার যুবকদের তিনি এক করেছিলেন। 'কাহিনী' গল্পের প্রদীপের মধ্যে লেখকের ছায়া পড়েছে।

'ফাকের শেখ' গল্পটি ব্যতিক্রম। এ গল্পে গ্রামীণ সমাজচিত্র মূখ্য হয়নি, বরং গল্পটি চরিত্রপ্রধান। গল্পের নায়ক ফাকের শেখের সুখ্যাতি দিয়ে গল্প শুরু করলেও শেষ করেছেন তার কুখ্যাতির প্রসঙ্গ টেনে। এ গল্পে সিকান্দার আবু জাফর ফাকের শেখকে উদাহরণ মেনে বলেছেন,

"দোষে-গুণে ভরা মানুষ- এদের একের সঙ্গে অপরের পার্থক্য ধরা খুবই শক্ত।" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯: ৪১)

ফাকের শেখকে গল্পকার পাঠকের কাছে মহিমান্বিত করে হুট করে একটা ধাক্কা দেন। সিকান্দার আবু জাফর ফাকের শেখের দ্বিমুখী কার্যকলাপ দেখিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে মানব-চরিত্র কখনো নিষ্কলুষ নয়; যাকে পীরের মতো ভক্তি করে আসছি, যার কাছে অসাধুতা কখনোই কাম্য নয়, তার হীন-কুটিলতা দেখে আমরা চমকে উঠি, আহত হই তারচেয়ে বেশি। ফাকের শেখ উপোসী প্রতিবেশির জন্য চুরি করতে চায়, কিংবদন্তী রবিনহুড যেমন লুট করত বড়লোকদের এবং লুটের মাল বিলিয়ে দিত দরিদ্রদের। ফাকের শেখ জমির ধান নিয়ে দুই পাড়ার বিবাদ মেটায় নিজের জীবনকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলে। আবার ফাকের শেখই পরস্ত্রী নিয়ে ঘর করতে চায়। সিকান্দার আবু জাফর বেশ নির্মমভাবেই লিখেছেন-

"মিয়াদের কল্যাণে একজনের স্ত্রীকে তার স্বামীর কাছ থেকে জবরদস্তি করে তালাক দিইয়ে নিয়ে অন্য লোকের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। এতে ছেলেরা প্রয়োজনমতো নতুন নতুন বউ পায়। আর সেই অবসরে দু'চারটি টাকা মিয়াদের পকেটে অনায়াসে প্রবেশ করে। দরিদ্র চাষি-পরিবারে শতকরা নব্বইটি বয়স্থা মেয়েই স্বৈরিণী।" (সি. আ. জাফর, ১৯৯৯ : ৪০)

'মাটি আর অশ্রু' গল্পগ্রন্থের গল্পগুলোতে সামন্ত প্রথার নির্মমতার চিত্র বস্তুনিষ্ঠ ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছেন সিকান্দার আবু জাফর। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সত্যিকারের জমিদাররা জমিদারি হারায়, জমিদারি চলে যায় বেনিয়াদের হাতে। বেনিয়ারা কখনো প্রজার ভালো চায়নি, তারা চেয়েছে শুধু মুনাফা। গল্পগুলোতে দরদি জমিদার পাই না, এতে মনে করা যেতে পারে সিকান্দার আবু জাফর যেসকল সামন্তপ্রভুদের চিত্র এঁকেছেন তারা প্রায় সবাই এই বেনিয়া শ্রেণির। এছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও গ্রাম-বাংলাসহ সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনীতিকেই বিপর্যস্ত করেছিল। বিপর্যস্ত গ্রামীণ অর্থনীতির করুণ চিত্র এসেছে গল্পগুলোতে। দরিদ্র মানুষগুলো শুধু খেয়ে পরে বাঁচতে চেয়েছে সিকান্দার আবু জাফরের গল্পে, এর বেশি কিছু চাইবার স্বপ্নও তারা দেখত না। 'ফাকের শেখ' ও 'কাহিনী' গল্পদু'টো বাদ দিলে বাদবাকি সব গল্পেই দারিদ্র্য আর ক্ষুধাই গল্পের মূলস্রোত হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছে।

লেখক পরিচিতি: **মুহম্মদ মাহমুদুর রহমান,** প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, নবীনগর সরকারি কলেজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. আবু জাফর, সিকান্দার (১৯৯৯), সিকান্দার আবু জাফর রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

২. হোসেন, মীর মশাররফ (১২৭৯ ব.), জমিদার দর্পণ, কলিকাতা।

৩. সেন, দীনেশ চন্দ্র (১৪০৭ ব.), মৈমনসিংহ গীতিকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।

৪. ইসলাম, রেজাউল (২০১৫), বাংলাদেশ ও বাঙালির ইতিহাস ও সংস্কৃতি দুরন্ত পাবলিকেশন্স ঢাকা।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব

অ্যাডভোকেট সাহিদা বেগম

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এক অবিচ্ছিন্ন ঘটনা। বাঙালির নিজস্ব স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন প্রচেষ্টার এক সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার ফসল। এই প্রচেষ্টার একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে। এই ইতিহাসে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার রয়েছে একটি গৌরবময় অধ্যায়। বাংলাদেশের স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনেরও একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। এই মামলা থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি হৃদয়ের শীর্ষে অবস্থান নেন। শেখ মুজিব বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত হন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত হয়।

১৯৬৮ সালের পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক সরকার প্রধান আইয়ুব খানের বাঙালি নিধনের ঘৃণ্য প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার মধ্য দিয়ে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে একটি সুরক্ষিত সেলে স্বদেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ বাঙালির মুক্তি আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ও ৩৪ জন দেশপ্রেমিক বাঙালি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা-কর্মচারিকে দেশদ্রোহীতার অভিযোগে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে ফাঁসির রজ্জুতে ঝুলিয়ে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছিল পাকিস্তান সরকার।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন দানা বাঁধে এবং '৬৯ সালে অবিস্মরণীয় গণঅভ্যুত্থান ঘটে। এর পরেই '৭০-এ তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার দেশে সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। এই মামলার সূত্র ধরে আওয়ামী লীগকে এক অভূতপূর্ব বিজয়ের পথেই শুধু নিয়ে যায়নি বরং সকল শ্রেণির রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনায় মানুষকে একটি চূড়ান্ত লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করেছিল।

১৯৬৬ সাল থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৬ দফা আন্দোলন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। ফিল্ড মার্শাল মো. আইয়ুব খান তখন পাকিস্তানের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসীন।[১]

পশ্চিমা শাসকদের শাসন, শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন থেকে মুক্তির একমাত্র সনদ তখন বাঙালির সামনে আওয়ামী লীগের ৬ দফা কর্মসূচি। এই ৬ দফাতে ছিল পাকিস্তানের সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবি। আছে শোষণ আর বঞ্চনা থেকে মুক্তির পথনির্দেশনা। আর আছে বাঙালির অধিকারের কথা। তদানীন্তন সরকারের কাছে আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের একমাত্র দাবি ৬ দফার আলোকে পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র গঠন করতে হবে। বাঙালির প্রাণের দাবি হয়ে উঠল ৬ দফা। শেখ মুজিব বাঙালির ত্রাণকর্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। পাকিস্তান সরকার তথা পশ্চিমা অবাঙালি শাসকরা শঙ্কিত হলো। শুরু হলো শেখ মুজিবের ওপর জেল, জুলুম, নির্যাতন। তবু স্বাধীনতাকামী সংগ্রামী নেতা শেখ মুজিবকে দাবিয়ে রাখা গেল না। শেখ মুজিব তাঁর ৬ দফা কর্মসূচি নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে এগিয়ে চললেন বাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায়ের লক্ষ্যে।

অন্যদিকে, পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনীর কিছু সংখ্যক বাঙালি অফিসার ও সৈন্য সশস্ত্রবাহিনীর ভেতর বিরাজমান বৈষম্যের কারণে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ হতে থাকে। এই ক্ষুব্ধ অফিসার ও সেনারা অতি গোপনে বাঙালির স্বার্থরক্ষায় সংগঠিত হতে থাকেন। পশ্চিমাদের সাথে থেকে বাঙালির স্বার্থরক্ষা কখনো সম্ভব নয় বুঝতে পেরে এই সেনা সংগঠনটি একটি লক্ষ্যে পৌছে যায়, আর তা হচ্ছে সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করে ফেলা। এই গোপনীয়তায় তারা কাজ করে যেতে থাকেন। তাঁদের এই কর্মসূচির প্রতি বাঙালির জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। কিন্তু পাকিস্তান সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার তৎপরতা এবং বিদ্রোহীদের গোপন সংগঠনের দু'জন সদস্যের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শেষ পর্যন্ত এই বিদ্রোহের কথা সরকারের গোচরে চলে যায়। তাদের একজন ছিলেন সংগঠনের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্বে থাকা আমির হোসেন মিয়া। আমির হোসেন মিয়া ছিলেন মদ্যপ এবং অনৈতিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত। সংগঠনের তহবিল থেকে অনেক অর্থ সরিয়েছিলেন। এই সংগঠনের মহানায়ক পাকিস্তান নৌবাহিনীতে কর্মরত কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ১৯৬৭ সালে যখন সংগঠনকে আরো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে কর্তব্যরত কর্মস্থল করাচি থেকে তদবির করে বদলি হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে এলেন তখন তাঁর কর্মস্থল হলো চট্টগ্রাম নৌঘাটিতে। সংগঠনের কাজ বেগবান করতে গিয়ে হিসেব-নিকেশে ধরা পড়লো আমির হোসেন মিয়ার তহবিল তসরূপের ঘটনা। কমান্ডার মোয়াজ্জেম তাকে চাপ দিলেন সংগঠনের তহবিলের হিসেব

মেলানোর জন্য। আমির হোসেন মিয়া তহবিলের টাকা ফেরত না দিয়ে সংগঠনের কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে সংগঠনের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই তিনি করাচি গিয়ে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার নিকট সংগঠনের এই গোপন কার্যক্রমের কথা ফাঁস করে দেন।

সংগঠনের গোপন বৈঠকে আমির হোসেন মিয়াকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের দায়িত্ব দেয়া হয় সংগঠনের আর এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্য (পরে তিনি রাজসাক্ষী হন) সুবেদার জনাব আশরাফ আলী খানের উপর। আশরাফ আলী খান ছিলেন আমির হোসেন মিয়ার নিকট আত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি আমির হোসেন মিয়াকে তার উপর আরোপিত শাস্তির কথা জানিয়ে তাকে সাবধান করে দেন। একদিকে সরকারের চাপ অন্যদিকে সংগঠনের শাস্তির পরোয়ানা নিয়ে আমির হোসেন মিয়া মামলায় সরকারী সাক্ষী হওয়ার আশ্বাসে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থার কাছে ৬৪ পৃষ্ঠার এক প্রতিবেদন দাখিল করেন। শুরু হয় সরকারের গ্রেফতারি তৎপরতা। সারা পাকিস্তান তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেড় হাজার দেশপ্রেমিক বাঙালিকে আইয়ুব সরকারের গোয়েন্দা বাহিনী গ্রেফতার করে।

এরপর পাকিস্তান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতর '৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি এক প্রেসনোটে ঘোষণা করে যে, তারা ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এক চক্রান্ত উদঘাটন করেছেন। এই ঘোষণায় ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনের গ্রেফতারের খবর প্রকাশ পায়। এতে অভিযোগ করা হয় যে, গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা ভারতীয় সহায়তায় এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াসে লিপ্ত ছিলেন। স্বরাষ্ট্র দফতর এরপর '৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি অপর এক ঘোষণায় অভিযোগ করে যে, শেখ মুজিবুর রহমান ও জনাব শামসুর রহমান সিএসপি (সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের ভ্রাতা) সহ চক্রান্তে লিপ্ত আছেন।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের প্রেসনোট
শেখ মুজিব আগরতলা ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা

ইসলামাবাদ, ১৮ই জানুয়ারি (এ.পি.পি) : আজ এখানে স্বরাষ্ট্র ও কাশ্মীর বিষয়ক (স্বরাষ্ট্র বিষয়ক বিভাগ) দফতর থেকে নিম্নলিখিত প্রেসনোট জারি করা হয়েছে : আগরতলা ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত যে আটাশ জনের নাম ইতিপূর্বে ঘোষণা করা হয়েছে তাদের এযাবৎকাল পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে আটক রাখা হয়েছিল। সেনাবাহিনী, নৌ-বাহিনী ও বিমান বাহিনীর আইনবলে তাদের ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখে গ্রেফতার করা হয়েছে। কারণ তারা এসব আইনের আওতাভুক্ত নির্দিষ্ট কয়েকটি অপরাধ করেছেন। এই ব্যাপারে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে। ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ও পরিচালনার সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেছে। কাজেই অন্যান্যদের সাথে তাঁকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে তিনি পূর্ব থেকেই জেলে ছিলেন।

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরি সভায়
“আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগসহ শেখ মুজিবের প্রকাশ্যে বিচার দাবি”

আগরতলা ষড়যন্ত্রের সহিত জড়িত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদানপূর্বক প্রকাশ্যে বিচার অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। অপর এক প্রস্তাবে শেখ মুজিবের স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থা এবং তাঁহার অবস্থানের কথা প্রেসনোট আকারে প্রকাশের জন্যও সরকারের প্রতি আবেদন জানানো হয়। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বিভিন্ন প্রস্তাবে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে বিশ্বাসী এবং ৬ দফা কর্মসূচি ও জনগণের অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ে তাহারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত রাখিবে। প্রস্তাবে দৃঢ়তার সহিত বলা হয় যে, ৬ দফার বাস্তবায়নই দেশের সত্যিকার অখণ্ডতা ও বৃহত্তর সংহতি রক্ষার একমাত্র ভিত্তি বলিয়া আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে।

দৈনিক পাকিস্তান

১৮ জানুয়ারি, ১৯৬৮

এরপর দেশ রক্ষা আইনে '৬৬ সালের ৯ মে থেকে আটক শেখ মুজিব ও গ্রেফতারকৃত অন্যান্য ব্যক্তিদের জেল গেটে মুক্তি দিয়ে আবার সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী আইনে তাদের আটক করা হয়। এই অবস্থায় তাদের ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সামরিক হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমে সরকারের সিদ্ধান্ত ছিল, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে কোর্ট মার্শাল করবে, কিন্তু পরবর্তী চিন্তায় পাকিস্তান সরকার ৭০ সালের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক উচ্চপদস্থ বাঙালি অফিসারদের এই অভিযোগে জড়িত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তারা সাজিয়ে তোলে।

মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয় আদালতে। অভিযুক্তদের মধ্যে ৩ জন সিএসপি অফিসার, ৩ জন সাধারণ নাগরিক, ১ জন রাজনীতিবিদ এবং তিনি জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান। ২৮ জন সশস্ত্রবাহিনীর সদস্য।
৩৫ জন অভিযুক্তের নাম :

অভিযুক্তের নাম	অভিযোগ নম্বর
শেখ মুজিবুর রহমান	১নং
লে. কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন	২নং
স্টুয়ার্ট মুজিবুর রহমান	৩নং
এস.এস.সুলতান উদ্দিন আহমেদ	৪নং
নূর মোহাম্মদ	৫নং
আহমেদ ফজলুর রহমান সি.এস.পি	৬নং
ফ্লাইট সার্জেন্ট মফিজুল্লাহ	৭নং
এ. বি. এম আ. ছামাদ	৮নং
হাবিলদার দলিল উদ্দিন হাওলাদার	৯নং
রুহুল কুদ্দুস সি.এস.পি	১০নং
ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক	১১নং
ভূপতি ভূষণ চৌধুরী (মানিক চৌধুরী)	১২নং
বিধান কৃষ্ণ সেন	১৩নং
সুবেদার আ. রাজ্জাক	১৪নং

অভিযুক্তের নাম	অভিযোগ নম্বর
হাবিলদার মুজিবুর রহমান	১৫নং
ফ্লাইট সার্জেন্ট আ. রাজ্জাক	১৬নং
সার্জেন্ট জহুরুল হক	১৭নং
এ. বি. মো. খুরশীদ	১৮নং
খান এম. শামসুর রহমান সি.এস.পি	১৯নং
রিসালদার এ. কে. এম. শামসুল হক	২০নং
হাবিলদার আজিজুল হক	২১নং
মাহফুজুল বারী	২২নং
সার্জেন্ট শামসুল হক	২৩নং
কর্নেল শামসুল আলম	২৪নং
মেজর মো. আ. মোতালেব	২৫নং
কর্নেল এম. শওকত আলী	২৬নং
কর্নেল খোন্দকার নাজমুল হুদা	২৭নং
ব্রিগেডিয়ার এ.এন.এম. নুরুজ্জামান	২৮নং
ফ্লাইট সার্জেন্ট (অব.) আ. জলিল	২৯নং
মো. মাহবুব উদ্দিন চৌধুরী	৩০নং
লে. এম.এম.এম. রহমান	৩১নং
সুবেদার এ. কে.এম. তাজুল ইসলাম	৩২নং
মো. আলী রেজা	৩৩নং
ব্রিগেডিয়ার খুরশীদ উদ্দিন আহম্মেদ	৩৪নং
কমান্ডার আবদুর রউফ	৩৫নং

সামরিক আইন প্রশাসক, পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় চেপে বসা আইয়ুব খানকে তার পরামর্শদাতারা এই ধারণা দিতে সক্ষম হন যে, ঊনসত্তর সালের প্রথম ভাগের মধ্যে বিশেষ আইনে সামরিক ও বেসামরিক যৌথ উদ্যোগে পূর্ব বাংলায় সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং ভারতের সাথে গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে সংশ্লিষ্টদের বিচার করে রায় প্রদান করলে সে রায়ের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক উত্থান স্তব্ধ করা যাবে। শেখ মুজিবসহ অনেকের

ফাঁসির দণ্ডাদেশ বা অনেকের দীর্ঘমেয়াদি কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হলে ষাটের দশকের ৬ দফাসহ অন্যান্য আন্দোলন কঠোরভাবে দমন হতে বাধ্য। ফলে সত্তর সালের নির্ধারিত সাধারণ নির্বাচন আইয়ুব খান ও তার কনভেশন বা মুসলিম লীগের বিজয় হবে সুনিশ্চিত।

পাকিস্তান পেনাল কোডের সংশোধনী এনে বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠন করা হয়। ১৯৬৮ সালের ১৯ জুন ৩৫ জনকে আসামী করে এবং দু'শয়েরও অধিক সরকার পক্ষের সাক্ষীর তালিকা নিয়ে পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১২১-ক ধারা এবং ১৩১ ধারা মতে মামলার শুনানি শুরু হয়। মামলায় শেখ মুজিবকে ১ নম্বর আসামী করা হয় এবং 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য' এই শিরোনামে মামলাটি দায়ের করা হয়। কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে একটি সুরক্ষিত সেনা ছাউনিতে গঠন করা হয় বিচারের এই বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনাল। ছোট বিচারকক্ষ। কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে সরিয়ে বন্দীদের তখন ক্যান্টনমেন্টের ভেতর সামরিক হেফাজতে রাখা হয়েছিল।

ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ছবি

তিন সদস্যবিশিষ্ট ট্রাইব্যুনালে প্রধান বিচারপতি ছিলেন বিচারপতি এস. এ. রহমান। তিনি ছিলেন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি এবং অবাঙালি। অন্য দুইজন ছিলেন বাঙালি এবং পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের বিচারপতি এম. আর. খান, অপরজন বিচারপতি মুকসুমুল হাকিম।

মোট ১০০টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত মামলার চার্জশিট দাখিল করা হয় আদালতে। সরকার পক্ষে মামলায় ১১ জন রাজসাক্ষীসহ মোট ২১৭ জন সাক্ষীর তালিকা আদালতে পেশ করা হয়। তন্মধ্যে রাজসাক্ষী জনাব কামাল উদ্দিনসহ মোট ৪ জনকে সরকার পক্ষ থেকে বৈরী ঘোষণা করা হয়। বৈরী সাক্ষীদের নাম :

১। এ. বি.এম ইউসুফ
২। কামাল উদ্দিন
৩। বঙ্কিম চন্দ্র দত্ত
৪। আবুল হোসেন[৩]

১৯৬৮ সালের ৫ আগস্ট বৃটিশ আইনজীবী মিস্টার টমাস উইলিয়াম শেখ মুজিবের পক্ষে ট্রাইব্যুনাল গঠনসংক্রান্ত বিধানের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট আবেদন পেশ করেন। তিনি জনাব আবদুস সালাম খান, জনাব আতাউর রহমান খান, খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন, খান বাহাদুর ইসমাইল, জনাব জহির উদ্দিন, তরুণ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ ও অন্যান্য আইনজীবীদের সাথে একত্রে বিবাদি পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

মামলা শুরুর আগে অভিযুক্তদের কয়েকজন যেমন ২নং অভিযুক্ত কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন, সার্জেন্ট জহুরুল হক, এ. বি. খুরশিদসহ আরো ক'জন অভিযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ট্রাইব্যুনালে তারা মামলায় আনা অভিযোগের দায় স্বীকার করবেন। বলবেন, তারা পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা চান এবং সেই লক্ষ্যে তাদের এই প্রচেষ্টা। পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা তাদের বিরুদ্ধে আনা এই অভিযোগ মিথ্যা নয়, সত্য। কিন্তু অভিযুক্ত পক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব আবদুস সালাম খান পরামর্শ দেন যে, এ অভিযোগ স্বীকার করলে অভিযুক্তদের ফাঁসি ঠেকানো যাবে না এবং মামলায় তাদের হার হবে। তখন শেখ মুজিবের নির্দেশ ও পরামর্শে উক্ত অভিযুক্তরা আইনজীবীদের পরামর্শ মোতাবেক বক্তব্য দেয়ায় সম্মত হন।

সরকার পক্ষে প্রধান কৌসুলি ছিলেন পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব মঞ্জুর কাদের ও বাঙালি অ্যাডভোকেট জেনারেল জনাব টিএইচ খান। মামলা চলাকালীন দেশের সংবাদপত্রগুলোতে মামলার প্রতিদিনের কার্যবিবরণী প্রকাশের সময়ে সরকারি নির্দেশে মামলাটির শিরোনামে ছাপা হতে থাকে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'।

মামলার এই শিরোনাম পরিবর্তনের পেছনে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকারের উদ্দেশ্য ছিল 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নাম দিয়ে শেখ মুজিবকে দেশের জনগণের কাছে ভারতীয় ষড়যন্ত্রকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে চিহ্নিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে শেখ মুজিবের ফাঁসি ত্বরান্বিত করা সরকারের পক্ষে সহজ হবে এবং জনসমর্থন সরকারের পক্ষে যাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আইয়ুব সরকারের। সরকারের নিক্ষিপ্ত তীর বুমেরাং হয়ে সরকারের বিরুদ্ধেই এসে আঘাত করে।

সরকারি সাক্ষীরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সরকারের বিপক্ষেই বিষোদগার করতে থাকেন। তাঁরা তাদের উপর সরকারের নির্যাতনের কাহিনি করুণ ভাষায় বর্ণনা করতে থাকেন। বিশেষ করে ২নং রাজসাক্ষী কামালউদ্দিন হোসেন সাক্ষী দিতে দাঁড়িয়ে ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের সামনে শিশুর মতো হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন এবং তার উপর সরকারের অকথ্য নির্যাতনের বর্ণনা দিতে থাকেন। তিনি কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীদের সনাক্ত করতে বললে ভুল সনাক্ত করেন। সার্জেন্ট জহুরুল হককে দেখিয়ে বলেন ইনি শেখ মুজিব। এমনি করে তিনজনকে ইচ্ছাকৃত ভুল সনাক্ত করলে সরকার পক্ষের আইনজীবি তাকে বৈরী ঘোষণা করেন। মূলত কামালউদ্দিন হোসেনের সাক্ষীই মামলাটিকে হালকা করে দেয়। সেসব বর্ণনা পরদিন দেশের সংবাদপত্রগুলোতে ফলাও করে প্রকাশ হতে থাকে।

এই মামলার ব্যাপারে সরকার তার রাজনৈতিক পরামর্শদাতা এবং স্ট্র্যাটেজি নির্ধারকদের পরামর্শমতো আরো একটি ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্তটি ছিল পাকিস্তানের দুই অংশের ২১টি ট্রাস্ট পত্রিকার সৃষ্টি করেছিল মামলায় শেখ মুজিবসহ অভিযুক্তদের ভারতের আঁতাত, ষড়যন্ত্রকারী আর দেশদ্রোহী হিসেবে জনগণের মনে বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য এবং সরকারকে সমর্থন করে মামলা সংক্রান্ত সরকারের নেয়া ক্রার্যক্রমের প্রশংসা করে যাওয়ার জন্য। এই সিদ্ধান্তে সরকার পাকিস্তানের দুই অংশের প্রথম শ্রেণির দৈনিক সংবাদপত্রগুলির একজন করে সিনিয়র সাংবাদিককে ট্রাইব্যুনালে আমন্ত্রণ করেছিলেন। বিচার চলাকালে বিচারকার্য পর্যবেক্ষণ করে সংবাদপত্রে কার্যবিবরণী প্রকাশ করার জন্য। এই সুযোগে পূর্ব বাংলার সরকারবিরোধী বাংলা দৈনিকগুলি এ পর্যায়ে দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক আজাদ অগ্রণী ভূমিকা পালন করে ও তার সাংবাদিকেরা দেশপ্রেমের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

এই পত্রিকাগুলি প্রতিদিনের ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম হুবহু রিপোর্ট করার সাথে সাথে রাজনৈতিক নেতাকর্মী ও সচেতন জনগণের সাথে এই মামলাকে সরকার চক্রান্ত ও বাঙালি নির্যাতনের মিথ্যে মামলা হিসেবে জনগণের সামনে তুলে ধরার সচেতন প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন। সরকারের উত্থাপিত অভিযোগ এবং ট্রাইব্যুনালের কাছে দাখিলকৃত সরকারের গোয়েন্দা বাহিনীকর্তৃক উদ্ধারকৃত মামলার বিভিন্ন আলামত থেকে যদিও সাংবাদিকরা বুঝতে পারছিলেন যে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরকারের উত্থাপিত সবটুকু অভিযোগই মিথ্যে বা ভিত্তিহীন নয়। মূল অভিযোগে অবশ্যই সত্যতা রয়েছে। মামলার প্রথম দিকে সরকারি প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদেরের উত্থাপিত অভিযোগ বিবরণী থেকেই সাংবাদিকেরা বুঝতে পেরেছিলেন, প্রকৃতপক্ষেই সেনা, নৌ ও বিমানবাহিনীর বিক্ষুব্ধ কতিপয় বাঙালি অফিসার কর্মচারিসহ কিছু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের শেখ মুজিবের সঙ্গে পরামর্শ করে পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার একটি সশস্ত্র বিদ্রোহের গোপন আয়োজনের প্রস্তুতি ছিল সত্য এবং বাস্তব। তথাপি দেশ, জাতি, জনগণের কল্যাণে ফাঁসির রজ্জু থেকে পঁয়ত্রিশজন দেশপ্রেমিককে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে মিথ্যে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালাতে থাকেন দেশপ্রেমিক সাংবাদিকেরা। মামলায় পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পাকিস্তানের অ্যাটর্নি জেনারেল মঞ্জুর কাদের ছিলেন সরকার পক্ষের প্রধান আইনজীবী, তিনি ছিলেন অবাঙালি পশ্চিমা আর বাংলাদেশের টি এইচ খান ছিলেন সরকার পক্ষের অ্যাডভোকেট জেনারেল।

মামলা পরিচালনায় আবদুস সালাম খানের সুদৃঢ় নেতৃত্বে এবং অন্যান্য আইনজীবীদের অদৃশ্য অভিন্ন কৌশল অবলম্বনের কারণে পঁয়ত্রিশজন অভিযুক্ত ব্যক্তিই ট্রাইব্যুনালের সামনে নিজেদের নির্দোষ বলে বলিষ্ঠভাবে ঘোষণা করেন। সরকার যে উদ্দেশ্যে মামলাটি সাঁজিয়েছিল এবং শেখ মুজিবকে মামলায় প্রধান আসামী করেছিল বিচারের সাথে অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবীগণ সেই সুযোগটি সম্পূর্ণরূপে নিজেদের পক্ষে গ্রহণ করলেন। সরকার পক্ষের সাক্ষীদের জেরা করার সময়ে এবং অভিযুক্তদের জবানবন্দিতে বিরোধী আইনজীবীগণ অত্যন্ত সচেতনতার সাথে মামলাটিকে রাজনৈতিক রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন। অভিযুক্তদের আইনজীবীগণ এটাই প্রমাণের চেষ্টা করেন যে, এটা সম্পূর্ণভাবেই একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মামলা এবং এই ষড়যন্ত্রের জাল তৈরি করেছে সরকার নিজেই বাঙালি নেতা শেখ মুজিবকে হত্যার উদ্দেশ্যে।

মামলার সাক্ষীরা বলেছিলেন, সরকার নির্যাতন করে তাদেরকে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে এই মামলায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করেছে, অথচ এই মামলা সম্পর্কে তারা কিছুই জানেন না। ফলে দেশবাসীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় সরকারই এই ষড়যন্ত্রের হোতা। এই সময় শেখ মুজিবের অনুরোধে মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী সরকারি এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে পল্টন ময়দানে বিশাল জনসভা করে এবং রাজপথে উত্তপ্ত বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে গণআন্দোলন গড়ে তোলেন। রাজপথে তখন বাঙালির দাবি হলো: প্রহসনমূলক ষড়যন্ত্র মামলা মানি না, মানব না! রাজপথে মিছিলের শ্লোগান হলো:

'কুর্মিটোলা ভাঙব
শেখ মুজিবকে আনব'

'কুর্মিটোলা ঘেরাও কর
শেখ মুজিবকে মুক্ত কর'

ইতোমধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে তদানীন্তন পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের উভয় অংশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ট্রাইব্যুনালের তিনজন বিচারকের মধ্যে দু'জনই ছিলেন বাঙালি। রাজপথের এই গণদাবির মুখে বিচারকেরাও দোদুল্যমানতায় জড়িয়ে পড়েন। আর অভিযুক্তদের ভেতর ফিরে আসে আত্মবিশ্বাস। বিচারের শেষের দিকে তাঁরা ট্রাইব্যুনালে ঢুকতেন দীপ্তপদভারে এবং দেশাত্মবোধক গান গাইতে গাইতে। শেখ মুজিবের প্রিয় গান ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদেরই বসুন্ধরা...। সরকার বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। আইয়ুব শাহী বুঝতে পারে গণদাবির বিরুদ্ধে গিয়ে ট্রাইব্যুনালের রায় ঘোষণা করে অভিযুক্তদের ফাঁসি দিলে বা যে কোনো দণ্ড প্রদান করলে তা পাকিস্তানের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলবে। সুতরাং মামলার রায় ঘোষণা পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাবে না। রায় ঘোষণার আগেই অন্য উপায়ে শেখ মুজিবকে হত্যা করতে হবে।

আসামীদের ক্যান্টনমেন্টের ভেতরেই বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছিল। শেখ মুজিবকে অন্য তেরোজনের সাথে বন্দী রাখা হয়েছিল ক্যান্টনমেন্টের সিগন্যাল অফিসার্স মেসে। তাঁকে সেখানেই হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ক্যাম্পাসের বাইরে নির্দিষ্ট স্থানে প্রতিদিন অভিযুক্তদের প্রহরাধীন অবস্থায় কিছু সময় হাঁটানো হতো।

দু'জন গুপ্তঘাতককে শেখ মুজিব সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হয়, দীর্ঘদেহী, গোঁফওয়ালা লোকটি শেখ মুজিব। রুটিন অনুযায়ী প্রতিদিন হাঁটার সময়ে এই দীর্ঘদেহী শেখ মুজিবকে গুলী করে হত্যা করতে হবে। ১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ শেখ মুজিব প্রহরাধীন অবস্থায় পায়চারী করছিলেন। শেখ মুজিবের ব্যক্তিত্ব ও আকর্ষণ ক্ষমতা ছিল এমন অত্যাশ্চর্য যে, অবাঙালি পাঠানও ছিল তার ভক্ত। সেদিন হত্যার এই গোপন ষড়যন্ত্রের কথা একজন পাঠান ক্যাপ্টেন এসে ত্বরিৎগতিতে তাঁকে জানিয়ে চলে যান এবং শেখ মুজিবকে দ্রুত তাঁর কক্ষে চলে যেতে বলেন। শেখ মুজিব দ্রুত নিজ কক্ষে চলে আসেন। খবরটি অতিদ্রুত বন্দীশালায় ছড়িয়ে পড়লে সে রাতে আর কিছু ঘটেনি।

কিন্তু চরম নৃশংসতা ঘটে পরদিন ১৫ ফেব্রুয়ারি ভোর সাড়ে ছ'টার দিকে। শেখ মুজিবের বন্দি এলাকা থেকে একটু দূরে থার্ড পাঞ্জাব রেজিমেন্টের হেড কোয়ার্টারে বন্দি ছিলেন অপর বাইশজন অভিযুক্ত। ভোরে গার্ডের অনুমতি নিয়ে মামলার ১৭ নম্বর অভিযুক্ত সার্জেন্ট জহুরুল হক ও ১১ নম্বর অভিযুক্ত ফ্লাইট সার্জেন্ট মো. ফজলুল হক তাঁদের নির্দিষ্ট কক্ষের বাইরে টয়লেটে যাবার জন্যে বের হন। সার্জেন্ট জহুরুল হকের ছিল দীর্ঘ দেহ আর মোটা গোঁফ। দেখতে অনেকটা শেখ মুজিবের মতো। মাত্র ছ' থেকে আট ফুট দূর থেকে গুপ্তঘাতক মুখোমুখি গুলি করতে শুরু করে। এই দু'জনের মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বেয়নেট চার্জ করা হয় তাদের। সিএমএইচ হাসপাতালে অপারেশনের পর ফজলুল হক বেঁচে যান কিন্তু সার্জেন্ট জহুরুল হক মৃত্যুবরণ করেন।

ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত ছবি

এই হত্যাকাণ্ডের খবর বাইরে প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে বিক্ষুব্ধ বাঙালি ক্ষোভে-বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ করে। বিক্ষুব্ধ জনতা অন্যান্য ভবনের সাথে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনেও আগুন দেয়। ফলে মামলার নথিপত্র পুড়ে ছাই হয়।

আর যে ভবনে বাস করতেন ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান এস এ রহমান এবং সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলি জনাব মঞ্জুর কাদের, আক্রমণের মুখে তারা সেখান থেকে পালিয়ে যান। শোনা গেছে, এস. এ. রহমান লুঙ্গি পড়ে পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে সোজা বিমানবন্দরে চলে যান।

জ্বালাও, পোড়াও, ঘেরাও আন্দোলনে ঢাকা তথা সারা পূর্ববাংলা এক অগ্নিগর্ভে পরিণত হয়। '৬৯-এর গণআন্দোলনকে জনতা নিয়ে যায় চরম পরিণতির দিকে, রূপ নেয় গণঅভ্যুত্থানে। এই আন্দোলনের মুখেই শেষ পর্যন্ত আইয়ুব সরকারকে নতিস্বীকার করে ২২ ফেব্রুয়ারি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিতে হয় এবং শেখ মুজিবসহ সকল বন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া হয়।

পরদিন ২৩ ফেব্রুয়ারি দশ লাখ বাঙালির এক বিশাল জনসভায় শেখ মুজিবসহ অন্যান্য অভিযুক্তদের এক জনসংবর্ধনা দেয়া হয়। এই সভায় শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। মুহুর্মুহু করতালির মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত জনগণ এই উপাধিকে সমর্থন করেন।

তার পরবর্তী ইতিহাস '৭০-এর নির্বাচন এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা অর্জন।[৪]

লেখক পরিচিতি: **অ্যাডভোকেট সাহিদা বেগম,** সহকারি অ্যাটর্নি জেনারেল ও সদস্য, মুজিববর্ষ উদযাপন কমিটি।

তথ্যসূত্র এবং সহায়ক গ্রন্থ:

১. রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২), অসমাপ্ত আত্মজীবনী, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ঢাকা। পৃষ্ঠা. ২৯৫

২. অভিযোগপত্র ট্রাইব্যুনালে দাখিলকৃত (১৯৬৮, ১৯ জুন), অনুচ্ছেদ-১০০।

৩. আহমেদ ফয়েজ (১৯৮২), ট্রাইব্যুনাল কক্ষ থেকে, নওরোজ সাহিত্য সংসদ (নসাস), ঢাকা। পৃষ্ঠা. ৩৩

৪. বেগম সাহিদা (২০০০), আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রাসঙ্গিক দলিলপত্র, গবেষণা বিভাগ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা। পৃষ্ঠা. ৯২৮ (সমগ্র গ্রন্থের আলোকে লেখা)।

স্বাক্ষর, সিকদার আমিনুল হক এবং লিটল ম্যাগাজিনের পরবর্তী অবস্থা

শামীম রফিক

ভূমিকা

ষাটের দশক নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। ষাটের দশককে বাংলা কবিতার পরিপূর্ণতা ও আধুনিকতা লাভের দশক হিসেবে ভাবা হয়ে থাকে। ষাটের ষাট হয়ে ওঠার ভিত্তিভূমিতে রয়েছে পঞ্চাশের দশকের কবিদের অবদান, এ কথা সত্য হলেও ষাটের কবিদের অভিজ্ঞতা, ভাবনা, চেতনা এবং প্রচেষ্টা স্বকীয়তায় মহিমান্বিত। এই দশকে বাঙালি জাতীয় জীবনে যেসব মহাপ্রলয় ঘটে যায় তার প্রভাব সাহিত্যকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। তাঁদের রচনার মূলে যে অভিজ্ঞতাগুলো কাজ করেছে সেসব তো ওই দশকে ঘটে যাওয়া ঘটনারই প্রভাব। পুরো ষাটের দশক সমস্ত পৃথিবী জুড়েই যুদ্ধ-বিগ্রহে ছিল উত্তাল। তাই তো তাঁদের কবিতায় ঠাঁই করে নেয় যুদ্ধ, আগুন, বারুদ, বোমা, গুলি, মৃত্যু, হতাশা, রক্ত অথবা প্রতিশোধপরায়ণ উচ্চকণ্ঠ। আবার এই দশকেই কবিরা হয়ে ওঠেন স্বতন্ত্র, চরিত্রমান এবং আধুনিক। এই দশকেই সাহিত্য পেয়ে যায় নতুন বাঁকের সন্ধান। ষাট এক উত্তাল উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ঊর্মিমুখর মহাজাগরণের দশক, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জেগে উঠার দশক, স্বপ্নভঙ্গের ফলে নতুন স্বপ্নে বিভোর এক নবজাগরণের দশক। ১৯৪৭ পরবর্তী বাঙালি জীবনে ঘটে যায় নানা পালাবদল। ১৯৫২-তে ভাষা আন্দোলন, '৫৮-তে সামরিক শাসনের জাঁতাকলে গণতন্ত্রের মৃত্যু, '৫৯-এ রোমান হরফে বাংলা লেখার প্রস্তাব, '৬১-তে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের ওপর সরকারি নিষেধাজ্ঞা জারি, '৬২-তে হামুদুর রহমান শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিলের জন্য ছাত্র আন্দোলন, '৬৬-তে স্বাধিকার আন্দোলন, '৬৭ সালে বামপন্থীদের আট দফার আহবান, '৬৮ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এ দুর্বার গণআন্দোলন, '৭০-এ জলোচ্ছ্বাসে ১২ লাখ মানুষের অকাল মৃত্যু, '৭০-এর নির্বাচন এবং '৭১-এ মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম। শুধু তাই নয়, প্রাসঙ্গিকভাবেই আসে ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের কথা, যা রাজনৈতিক মেরুকরণের পেছনে বিরাট ভূমিকা রেখেছিল। সেখানেই বাঙালির অর্বাচীন আচরণ ও দূরদর্শিতা থেমে থাকেনি বরং আরো ভয়াবহ রূপ লাভ করেছিল ১৯৬৫-তে পাক-ভারত যুদ্ধে।

মহাযুদ্ধ শুধু ইউরোপ বা আমেরিকার দেশ, সমাজ এবং ব্যক্তিমানসকেই আলোড়িত করেনি, এই ভয়াবহ ও নিষ্ঠুরতম যুদ্ধের ঢেউ সমস্ত পৃথিবীকেই আলোড়িত করেছে। ষাটের দশকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন যেমন গড়ে উঠেছিল তেমনি সাহিত্যের নানামুখী আন্দোলনের পাশাপাশি অস্তিত্ব ও আদর্শের লড়াই প্রকট হয়ে উঠেছিল। ওই সময় পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালির বুকে প্রতিশোধের বহ্নিশিখা ঘন-ঘোর কল্লোলের সৃষ্টি করেছিল। পঞ্চাশ দশকে আমেরিকায় গড়ে ওঠা 'বিট জেনারেশন' আন্দোলন ষাটের কবি ও লেখকদের নানাভাবে প্ররোচিত করে। বিট আন্দোলনের প্রবক্তা অ্যালেন গিনসবার্গের 'হাউল', এস বরোসের 'ন্যাকেড ল্যাঙ্স' এবং কেরোয়াকস্‌ের 'অন দ্য রোড' প্রকাশের পর তা সমাজে এক নেতিবাচক প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ১৯৩০ সালের কবিদের মতোই ষাটের কবিরাও ফরাসি এবং ইউরোপীয় কবিদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। ষাটের কবিরা বোদলেয়ারের কবিতাই শুধু নয়, তাঁর জীবনযাপন পদ্ধতিকেও জীবনের আদর্শ হিসেবে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে শুরু করেন। এর ফলে ষাটের দশকে পশ্চিম বাংলায় 'হাংরি' এবং 'শ্রুতি' নামে দুটি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। তারা সমাজের প্রচলিত প্রথা ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। ১৯৬২ সালে প্রকাশিত ইশতেহারটির দিকে তাকালেই তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। বাংলাদেশের ষাটের দশকের কবিরা 'বিট জেনারেশন' আন্দোলনের মতো 'হাংরি জেনারেশন' আন্দোলন দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। অবশেষে বাংলাদেশেও 'স্যাড জেনারেশন আন্দোলন' নামে একটি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। এছাড়াও হাংরি ও শ্রুতির মতো 'সাম্প্রতিক' নামক আরেকটি সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। স্যাড জেনারেশনের মূল লক্ষ্য ছিল পঞ্চাশের ধারা থেকে নিজেদের পৃথক করা। এক্ষেত্রে তারা সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু এ সফলতায় ষাটের কবিরা মোটেও তৃপ্ত হতে পারেননি। তারা ভিন্ন মাত্রা এবং ধারার আরো তেজোদীপ্ত, আরো প্রতিবাদমুখর কিছু করতে চেয়েছিলেন। প্রচলিত ধারাকে ভেঙে নতুন ধারার প্রচলন করা। যদিও এই সাহিত্য আন্দোলনগুলো খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। স্যাড জেনারেশন আন্দোলন তাদের মুখপত্র হিসেবে কাজ করে 'স্বাক্ষর' নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা।

সিকদার আমিনুল হক

বিশ শতকের ষাটের দশকের একজন খ্যাতিমান কবি সিকদার আমিনুল হক (১৯৪২-২০০৪)। তিনি আলস্যপ্রিয় মানুষ হলেও শিল্পের ব্যাপারে ছিলেন অত্যন্ত সচেতন, পরম যত্নবান, মেধাবী এবং বুদ্ধিদীপ্ত একজন সচেতন লেখক। তিনি তাঁর শিল্প মানসিকতাকে এ ভূখণ্ডে সীমিত না রেখে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশেষত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অলি-গলিতে আর আত্মস্থ করে নিয়েছেন সে সবের নির্যাস, সমৃদ্ধ করেছেন নিজের অভিজ্ঞতাকে, শাণিত করেছেন প্রখর চেতনাবোধকে, নিজেকে আলাদা করেছেন ষাটের গতানুগতিক ধারা থেকে। স্বকীয়তা অর্জনের মাধ্যমে তিনি আজ অনেকের মাঝে উজ্জ্বল। তিনি অহংকারী ছিলেন, মানবিক ছিলেন, যা প্রত্যেক লেখককেই হতে হয়। নিজের ভুবনকে চিনে নিতে হয়। ষাটের বাস্তবতা তিনি কতটা বুঝতেন আমরা তা তাঁর ষাটের বাস্তবতা নিয়ে লেখা পাঁচটি কবিতা। যেমন :

* *পাত্রে তুমি প্রতিদিন জল কাব্যগ্রন্থের 'সাম্প্রতিক মুখোশ' (১৯৮৭ : ৩৭)*
* *বিমর্ষ তাতার কাব্যগ্রন্থের 'ক্রন্দনের ইচ্ছা নেই, তবু' (২০০২ : ৩৩)*
* *বহুদিন উপেক্ষায় বহুদিন অন্ধকারে কাব্যগ্রন্থের 'ষাটের দশক' (১৯৮৭ : ৫৮)*
* *আমরা যারা পাহাড়ে উঠেছি কাব্যগ্রন্থের 'নিশাত সাদানী' (২০০৩ : ৩৭) এবং*
* *পারাবত এই প্রাচীরের শেষ কবিতা কাব্যগ্রন্থের 'এই দশকে' (১৯৮২ : ২২)*

কবিতাগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারি শুধু এ ভূখণ্ডের বাস্তবতা নয় তিনি সমস্ত পৃথিবীর ষাটের বাস্তবতা নিজ হৃদয়ে ধারণ করেছেন এবং আমাদেরকে বুঝতে বাধ্য করেছেন। কিন্তু তিনি ষাটের অন্ধকারে তুর্কিপাগল না হয়ে সচেতনতা ও ধীরতা দিয়ে নিজের করণীয়কে বুঝে নিয়েছেন, স্থির করে নিয়েছেন লক্ষ্য। তিনি শিল্পের সমাকীর্ণ পথকে যে আগে থেকেই নির্দিষ্ট করে নিয়েছিলেন এবং সে লক্ষ্যে স্থির ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলেই সকল সমালোচনাকে উপেক্ষা করে, পাঠকপ্রিয়তার ফাঁদে পা না দিয়ে, সফলতা নামক মরীচিকার পেছনে না ছুটে, কোনো লালসায় নিমজ্জিত না হয়ে পথ চলায় অবিচল ছিলেন। একাকী সে পথে হাঁটলেন এবং শেষদিন পর্যন্ত হেঁটে গেছেন। সেই তিনিই ডুবুরির পোশাকে নেমে গেলেন সাগরের অতলান্তে, শেরপা হয়ে উঠে গেলেন পাহাড়ের সুউচ্চ চূঁড়ায় আর আহরণ করলেন অমূল্য সম্পদ। সমৃদ্ধ করলেন বাংলা কাব্যের ভাণ্ডার। তিনি শিল্পের যে ভূখণ্ড বেছে নিলেন তাঁকে করে দিলেন কাণায় কাণায় পূর্ণ।

তিনি বিষয়বৈচিত্র্যে যেমন বিচিত্র করলেন তাঁর কাব্যভুবন, তেমনি শৈলীর মাধুর্যে বহু রঙে রাঙিয়ে করলেন অপরূপ সুষমামণ্ডিত। আমরা যেটাকে বিষয়বস্তুর দুর্বোধ্যতা বলে মনে করছি, সেটা আসলে সিকদার আমিনুল হকের প্রচুর পঠনে আত্মস্থ করা অতি-অভিজ্ঞতা আর পাঠকের কাব্য-জ্ঞানের অনগ্রসরতা। তাঁর কবিতার নারীরা আসলে রক্ত-মাংসের জাগতিক নারী নয়, কাব্যদেবী। নারীর অলক্ষ্যে তিনি কাব্যদেবীকেই আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বিচিত্র ও বহুমুখী। তাঁর শিল্পভুবন আমাদের স্বপ্নভুবনকে রাঙিয়ে ও পরিপূর্ণ করে দেয় মুহূর্তেই।

তিনি কোথায় ছিলেন না? তিনি দেশে ছিলেন, প্রাচ্যে ছিলেন, পাশ্চাত্যে ছিলেন, ষাটে ছিলেন, গদ্যে ছিলেন, পদ্যে ছিলেন, ছড়ায় ছিলেন, রাজনীতিতে ছিলেন, বিপ্লব ও বিদ্রোহে ছিলেন, প্রতিবাদী ছিলেন। তাঁর 'আত্মজের প্রতি' কবিতাকে যদি নির্মলেন্দু গুণের 'হুলিয়া'র সঙ্গে, 'রাশিয়া : স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ' কবিতাকে যদি রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর 'বাতাসে লাশের গন্ধ'র সঙ্গে এবং 'অবিভক্ত পার্টি-লাইন' কবিতাকে যদি রফিক আজাদের 'ভাত দে হারামজাদা'র সঙ্গে তুলনা করি তবে খুব একটা অত্যুক্তি হবে না। তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ ছিল শিল্পশাসিত স্বমিত-স্বর। তাঁকে যে উপাধিতেই ভূষিত করা হোক না কেন তিনি তাঁর চেয়েও অনেক বেশি সমৃদ্ধ। কবিতার সকল শাখায় তিনি উজ্জ্বল ও বিচরণ করেছেন। বিশ্ব সাহিত্যে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ, তিনি প্রচুর পঠনের মাধ্যমে ঘুরে বেড়িয়েছেন সারা বিশ্ব এবং বিশ্বের সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অভিঘাতকে তিনি সচেতনভাবেই আত্মস্থ করে নিয়েছেন।

মহৎ শিল্পীর সকল গুণাবলি তাঁর ছিল। সমকালীনদের মধ্যে বিখ্যাত না হলেও তাঁর কবিপ্রতিভা মোটেও কম ছিল না। বরং প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা ও অভিজ্ঞতাশাণিত জটিল বিষয়বস্তু নির্ধারণ। সাধনা দ্বারা মানুষ কীভাবে সফলতার চূড়ায় পৌঁছতে পারে, তিনি তাঁর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মাত্র আটাশ বছরের সাহিত্য সাধনায় দূরের কার্নিশ (১৯৭৫) থেকে আমরা যারা পাহাড়ে উঠেছি (২০০৩) দিয়ে তিনি পাহাড়ের চূঁড়ায় উঠে গেলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে কবিতার বাঁক পরিবর্তন ও রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক কবিদের কাব্যচর্চা এবং তিরিশের কবিদের পথরেখা ধরেই চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের

কবিসম্প্রদায় অবিরাম হেঁটেছেন। চল্লিশ, পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের কবিদের কবিতায় প্রাধান্য পায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশবিভাগ, শ্রেণিমুক্তি ও শ্রেণি সংগ্রাম ইত্যাদি। চল্লিশের কবি ফররুখ আহমদ, আহসান হাবীব এবং আবুল হোসেন-এর মাধ্যমে বাংলাদেশের কাব্যধারায় আধুনিকতার সূচনা হয়। চল্লিশের কবিতায় মৌলিকত্ব ও আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলা নানাভাবে কবিদের উদ্বেলিত করে, যা তাঁদের কবিতায় ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। তাঁরা তিরিশের আধুনিকতার অনুকরণ কিংবা ইউরোপীয় আধুনিকতার হতাশা আর ক্লান্তি গ্লানির স্রোতে গা ভাসাননি, কৃত্রিম নগরযন্ত্রণায়ও ভোগেননি। তাঁরা বরং বাংলাদেশের মৃত্তিকাসংলগ্ন নিজস্ব কাব্যভাষা ও ইতিবাচক বোধের জগৎ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছিলেন।

বাংলাদেশের কবিতার ধারায় পঞ্চাশের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন : শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, সৈয়দ শামসুল হক, আল মাহমুদ এবং শহীদ কাদরী প্রমুখ। সমকালীন অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও কাব্যিক নানামাত্রিক সংকটসমূহ তাঁদের কাব্যচর্চায় ভাবনার জগতকে সংকীর্ণ করেছে। আধুনিক কাব্যভাষা এবং বিষয়-বৈচিত্র্যে বহুমাত্রিকতা এ দশকে প্রায় নেই বললেই চলে। অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও পঞ্চাশের কবিদের অর্জন তাৎপর্যপূর্ণ। শামসুর রাহমানের কবিতায় আত্মগত স্বপ্ন-বিক্ষোভ ও শৈল্পিক অভিজ্ঞতার প্রগাঢ়তা দৃশ্যমান। হাসান হাফিজুর রহমানের কবিতায় আরক্তিম সমাজভাবনা ও দার্শনিক চেতনা কাব্যিক ব্যঞ্জনায় উপস্থিত। আল মাহমুদের কবিতায় চিরায়ত বাংলার অপরূপ রূপের রোমান্টিক চেতনার নান্দনিক সমন্বয় ঘটেছে। শহীদ কাদরীর বিষণ্ন নগর চেতনা এ দশকে আধুনিক কবিতার ভিত্তিভূমি নির্মাণ করে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও স্বাধিকার আন্দোলনের নাম ষাটের দশক। এ দশকজুড়ে রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতি ও কবিতা সমান এবং সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। এ সময়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পালাবদলের পাশাপাশি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও ঘটে নানা মেরুকরণ, শিল্প-সাহিত্য পেয়ে যায় নতুন বাঁক ও পথের সন্ধান। প্রসারিত হয় গণ্ডি, বিস্তৃত হয় অবয়ব। এ সময়ের কবিদের চেতনায় যুক্ত হয় নতুন অভিজ্ঞতা এবং নবজাগরণ, যা প্রকাশ পায় তাঁদের কাব্য রচনায়। ষাটের উল্লেখযোগ্য কবিরা হলেন : সিকদার আমিনুল হক, রফিক আজাদ, মোহাম্মদ রফিক, আবদুল মান্নান সৈয়দ, মহাদেব সাহা, আসাদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, মুহম্মদ নূরুল হুদা ও হেলাল হাফিজ প্রমুখ।

এ দশকের কবিরা পূর্বসূরিদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন, আবার প্রভাবিত করেছেন উত্তরসূরিদেরও। তাঁরা পঞ্চাশকে ডিঙিয়েছেন নিজস্ব মহিমায় এবং সত্তরকে ধরেছেন সমান্তরাল পথের অনুস্মৃতিতে। তাঁদের অনেকেই এখনো কাব্যিক যাত্রা অব্যাহত রেখেছেন। ষাটের দশকে তাঁদের অবস্থান চিহ্নিত করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। সমকালীন রাজনৈতিক সংক্ষুব্ধতা সিকদার আমিনুল হককে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছে। পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর কবি সাহসী পঙ্‌ক্তিমালা নির্মাণ করেন। পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে কবির বুকে প্রতিশোধের বহ্নিশিখা যেমন জ্বলেছিল তেমনি সে অবরুদ্ধতা থেকে মুক্তির জন্য পাগলপ্রায় হয়ে উঠেছিল তাঁর অন্তপ্রাণ। আত্মসচেতনশীল রোমান্টিক এ কবির কবিতায় নন্দনতত্ত্বে তীব্র আবেগ, প্রেম, অস্তিত্বচেতনা, নিঃসঙ্গচেতনা ও পরাবাস্তববাদী চেতনা লক্ষণীয়। নগরজীবনের নানা ঘটনাপ্রবাহ তাঁর কবিতাকে যেমন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে, তেমনি নাগরিকমনের নানা কষ্ট-যন্ত্রণা-ক্লেদ-গ্লানি ও সৌন্দর্যময়তা হয়ে উঠেছে তাঁর কবিতার অনুষঙ্গ। চিরায়ত-ঐতিহ্য এবং গ্রামীণ জনজীবনের সম্পর্কের স্বরূপ সন্ধানে তিনি সচেষ্ট ছিলেন।

আবার তাঁর কবিতায় নৈরাশ্যবাদ ও আশাবাদের অবস্থান পাশাপাশি। তাই সিকদার আমিনুল হকের কবিতা আত্ম-চৈতন্যের কবিতা, আত্ম-বৈকল্যের কবিতা, আত্ম-উপলব্ধির কবিতা, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দার্শনিক আত্মকথন। তিরিশের কবিদের মতোই সিকদার আমিনুল হক ফরাসি ও ইউরোপীয় কবি-দার্শনিকদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন। জীবনদর্শনে সিদ্ধহস্ত সিকদার আমিনুল হক কবিতায় দর্শনচর্চা করেছেন, আবার গদ্যাকারে দীর্ঘ টানা গদ্যকবিতা রচনা করেও সফলতা পেয়েছেন। তিনি সযত্নে কাব্যভাষার শৈলী নির্মাণ করেছেন। প্রতীকী কবিতার প্রতিনিধি তিনি, পরাবাস্তব কবিদেরও একজন। বাংলা কবিতায় তিনি যে স্বতন্ত্র ধারার অবতারণা করেছেন তা শিল্পগুণে সমৃদ্ধ ও স্বতন্ত্র। জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাকে তিনি দেখেছেন দূরের কার্নিশে দাঁড়িয়ে একাকী। তাঁর কবিতায় শব্দ-চয়ন, গঠন-বিন্যাস, ছন্দ নির্মিতি এবং অলংকারের ব্যবহার ষাটের অন্য কবিদের থেকে আলাদা। তাঁর শব্দের ভুবন যেমন বর্ণিল, তেমনি কাব্যিকতায় কারুকার্যময়। তিনি ছন্দের কারুময় রূপ নির্মাণে যেমন আস্থাবান ছিলেন, কবিতার শরীরে সযত্নে অলংকার প্রয়োগ করে কবিতার ভুবনকেই নতুন রূপে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন।

নিরাভরণ শব্দসজ্জার সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তাঁর কবিতায় বিমূর্ত রূপ লাভ করেছে। কবিতায় মিথের ব্যবহার কাব্যকে দিয়েছে জীবন্ত রূপ। উপমা ও রঙের ব্যবহারও লক্ষণীয়। বিষয় ও শৈলীতে নিরীক্ষাপ্রবণ কবি ছিলেন তিনি।

সিকদার আমিনুল হক মনে করেন, 'কেউ কাউকে লেখক তৈরী করেন না– লেখক নিজে হয়ে ওঠে। লেখার কাজ সবচেয়ে নিঃসঙ্গ ও নির্বাসিত কাজ– লেখক সবচেয়ে অসহায় ও নিঃসঙ্গ মানুষ' (১৯৮৮ : ২১)। তিনি জানেন তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য এবং সহজপাঠ্য নয়। এ কারণে সমকালীন সময়ে তিনি পাঠকপ্রিয়তা পাচ্ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি পথচ্যুত হননি। তিনি জানেন তাঁর পথই যে সঠিক পথ। তাঁর লেখা থেকেই জানতে পারি সে কঠিন সত্যকে। আসলে দুর্বোধ্যতা সিকদার আমিনুল হকের ছিল না– তাঁর ছিল বিশাল সমৃদ্ধ কাব্যসত্তা আর দুর্বলতা ছিল আমাদের জ্ঞানের। যেমন :

* *দূরের কার্নিশ কাব্যগ্রন্থের 'বৃত্তান্ত' (১৯৭৫ : ৪৭) কবিতা*
* *আমি সেই ইলেক্ট্রা কাব্যগ্রন্থের 'আমি ও আমার কবিতা' (১৯৮৫ : ১১) কবিতা*
* *ঈশিতার অন্ধকার শুয়ে আছে কাব্যগ্রন্থের 'জাহাজডুবি' (২০০২ : ১৫) কবিতা*
* *লোর্কাকে যেদিন ওরা নিয়ে গেলো কাব্যগ্রন্থের 'কবি ও কবিতার পাঠক' (১৯৯৭ : ৩১) কবিতা*
* *পারাবত এই প্রাচীরের শেষ কবিতা কাব্যগ্রন্থের 'আমি যেহেতু অন্যদের মতো নই' (১৯৮২ : ৪৩) কবিতা*
* *বাতাসের সঙ্গে আলাপ কাব্যগ্রন্থের 'স্বদেশের চৌকাঠে' (১৯৯৭ : ২২) কবিতা*
* *এক রাত্রি এক ঋতু কাব্যগ্রন্থের 'কবিতা নিজের মতো' (১৯৯১ : ৪০) কবিতা*
* *সতত ডানার মানুষ কাব্যগ্রন্থের 'মৃত্যু অন্য এক শীতল শৈশব' কবিতা (১৯৯১ : ২৭) কবিতা*
* *বিমর্ষ তাতার কাব্যগ্রন্থের 'ছত্রাক তো তাই ভবঘুরে' কবিতা (২০০২ : ২১) কবিতা*

এছাড়াও সুপ্রভাত হে বারান্দা কাব্যগ্রন্থের 'অনাম্নী তোমাকে' (১৯৯৩ : ২৭) এবং সুলতা আমার এলসা কাব্যগ্রন্থেও একই শিরোনামে 'অনাম্নী তোমাকে' (১৯৯৪ : ৩৫) কবিতাটি আছে। এছাড়া পাত্রে তুমি প্রতিদিন জল কাব্যগ্রন্থে 'আমি ও আমার কবিতা' (১৯৮৭ : ৩০) এবং আমি সেই ইলেক্ট্রা কাব্যগ্রন্থে একই শিরোনামে 'আমি ও আমার কবিতা' (১৯৮৫ : ১১) কবিতাটি রয়েছে।

আমি সেই ইলেক্ট্রা কাব্যগ্রন্থের 'বিষ্ণুদে : এক লাল কমলের স্মৃতি' (১৯৮৫ : ৪২) এবং পাত্রে তুমি প্রতিদিন জল কাব্যগ্রন্থের 'বিষ্ণুদে : এক লাল কমলের স্মৃতি' কবিতাটি রয়েছে। সুলতা আমার এলসা কাব্যগ্রন্থে 'একটি ভিলানেল' (১৯৯৪ : ২৭), পাত্রে তুমি প্রতিদিন জল কাব্যগ্রন্থে 'একটি ভিলানেল' (১৯৮৭ : ২৫), আমি সেই ইলেক্ট্রা কাব্যগ্রন্থে 'একটি ভিলানেল' (১৯৮৫ : ২০) এবং বহুদিন উপেক্ষায় বহুদিন অন্ধকারে কাব্যগ্রন্থে 'শেষ কথা নয়' (১৯৮৭ : ৪১) কবিতায় লেখেন : 'শোকার্ত শব্দে কবিতার ভিলানেল'।

সিকদার আমিনুল হক অনেক সনেট রচনা করেছেন। তবে তাঁর সনেটে 'ষটক' ও 'অষ্টক' রীতি থাকলেও অন্ত্যমিল রীতি মানা হয়নি। সেজন্য সেগুলো সনেট বলে বিবেচ্য হবে কি না তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। নিম্নে সিকদার আমিনুল হকের মতে সেসব সনেট বিষয়ক কিছু কবিতা উল্লেখ করা হলো :

* *এ প্রসঙ্গে সিকদার আমিনুল হক তাঁর লোর্কাকে যেদিন ওরা নিয়ে গেলো কাব্যগ্রন্থের 'সুস্থ অন্ধকার' (১৯৯৭ : ১১) কবিতা*
* *সনেটে যে অন্ত্যমিলটা উপেক্ষা করেছেন তা তাঁর লেখা কাফকার জামা কাব্যগ্রন্থের 'প্রথম শব্দটি আসে' (১৯৯৪ : ৩২) কবিতা*
* *এছাড়াও তিনি বিমর্ষ তাতার কাব্যগ্রন্থের 'সামান্য শব্দ' (২০০২ : ৪৮) কবিতা ইত্যাদি।*

লিটল ম্যাগাজিন

'ম্যাগাজিন' শব্দটির আভিধানিক অর্থ বারুদশালা। বারুদশালায় যেমন বারুদ মজুত রাখা হয় তেমনি অক্ষর-শব্দের যেন সংগ্রহশালা পত্রপত্রিকাগুলো। সমস্ত কিছু যাতে পোরা হয় তাই 'ম্যাগাজিন' (বুদ্ধিজীবীর নোটবই ২০১০ : ৫৭১)। ওডওয়ার্ড কেভ সর্বপ্রথম 'ম্যাগাজিন' শব্দটি ব্যবহার করেন। তাঁর সম্পাদনায় লন্ডন থেকে ১৭৩১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ পায় Gentleman's Magazine। 'লিটল ম্যাগাজিন' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল ইউরোপে আঠারো শতকের শেষ দশকে। সাহিত্য পণ্যসর্বস্ব হয়ে উঠেছিল এবং তা থেকে মুক্তির জন্য, সরে দাঁড়ানোর জন্য, সাহিত্য পত্রিকার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। সাহিত্য পত্রিকার মূল ভিত্তি আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠা। ব্যক্তিত্বের মর্যাদা ও প্রেরণাই এই সাহিত্যের মূল চালিকাশক্তি। আঠারো শতকের শেষ দশক থেকে এই শতাব্দীর প্রথম দশকে প্রকাশিত এক বিশেষ রীতির পত্রিকাকে 'লিটল ম্যাগাজিন' হিসেবে অভিহিত করা হয়।

বাংলা ভাষার সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে 'লিটল ম্যাগাজিন' ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৫৩ সালে বুদ্ধদেব বসু 'সাহিত্য-পত্র' প্রবন্ধে প্রথম লিটল ম্যাগাজিন অভিধাটি প্রয়োগ করলেন। ১৯১৩ সালে 'লিটল ম্যাগাজিন' শব্দটি এসেছে শিকাগো থেকে প্রকাশিত মার্গারেট অ্যান্ডারসন সম্পাদিত Little Renieve থেকে। লিটল ম্যাগাজিন পৃষ্ঠা, সংখ্যা ও আয়তনের দিক থেকেও লিটল হয়ে থাকে। কিন্তু 'লিটল' শব্দটি আকার, প্রচার বা সীমিত পৃষ্ঠা সংখ্যা অর্থে এখানে প্রযুক্ত হয়েছে। পুঁজিগত দিক থেকেও লিটল এবং ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি এখানে কাজ করে না। অপরপক্ষে, 'লিটল ম্যাগাজিন' শব্দটির সাথে সাথে 'বিগ ম্যাগাজিন' শব্দটি দৃষ্টিগোচর হয়। যা কিছু প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যবসায়িক তাই 'বিগ'। লিটল ম্যাগাজিন এই বড় একটা কিছুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। লিটল ম্যাগাজিন সেই অর্থে প্রতিবাদী ও তথাকথিত প্রতিষ্ঠানবিরোধী। লিটল ম্যাগাজিন নামে লিটল হলেও এই পত্রিকাগুলোই গ্রেট। লিটল ম্যাগাজিনের প্রচার ও প্রসার ঘটে বিংশ শতাব্দীর গোড়ায়। কিন্তু প্রকৃত শুরু ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। The Dial (১৮৪০-১৮৪৪) পত্রিকাটি লিটল ম্যাগাজিনের আদিরূপ বলা যেতে পারে। ইমেজিস্ট ও সিম্বলিস্ট আন্দোলনের মধ্য দিয়ে লিটল ম্যাগাজিন ব্যাপকতা পেতে শুরু করে। বাংলা সাহিত্যে লিটল ম্যাগাজিনের আদিরূপ প্রমথ চৌধুরী সম্পাদিত 'সবুজপত্র' (১৯১৪)। হঠাৎ একদিনে প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্র তৈরি নয়–এর মূলে আছে তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩) থেকে বঙ্গদর্শন (১৮৭২), ক্লার্ক মার্শম্যানের দিগদর্শন (১৮১৮), ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর (১৮৩১), প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ সিকদারের মাসিক পত্রিকা (১৮৫৪), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথের সাধনা, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের প্রবাসী (১৯০১), জলধর সেন ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের ভারতবর্ষ (১৯১৩) সহ সকল পত্রিকার শতবর্ষব্যাপী সম্মিলিত ভিত্তিভূমি। লিটল ম্যাগাজিনের ধর্ম :

* *স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলা ও ভাবানো*
* *সম্ভাব্য বাস্তব নির্মাণ এবং*
* *নতুন চিন্তার প্রচার। (২০১৭ : লিটল ম্যাগাজিন পর্ব-পর্বান্তর ৩৪০)*

লিটল ম্যাগাজিনের কোনো প্রতিশব্দ হয় না। যদিও ছোট কাগজ, অণুপত্র, উজানপত্র বা চড়ুইপত্র ইত্যাদি নামে ডাকা হয়। কিন্তু এতে কি প্রতিশব্দ হয়? সামরিক অর্থে ম্যাগাজিনের অর্থ হলো 'অস্ত্রাগার' আর সাহিত্যিক অর্থে 'মগজাস্ত্র'। অর্থাৎ উভয় অর্থেই অস্ত্র শব্দটি এসেছে। তার মানে এর সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিপ্লব জড়িয়ে আছে।

কিন্তু কিসের যুদ্ধ? প্রচলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, প্রচলিত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। সময়ের প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে লিটল ম্যাগাজিনের আইডিয়া বা অবয়ব পরিবর্তিত হয়, উপাদানের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। সকল অন্যায় যখন সংস্কৃতির প্রতি ঢলে পড়ে তখনই প্রয়োজন হয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রুখতে প্রয়োজন হয় মগজাস্ত্র, সেই মগজাস্ত্রের ভাণ্ডারই হলো 'লিটল ম্যাগাজিন'। লিটল ম্যাগাজিন মানেই স্থিতাবস্থার বিরুদ্ধে নয়, স্থিতাবস্থায়ও লিটল ম্যাগাজিন চর্চা হতে পারে। সবুজপত্রকে বুদ্ধদেব বসু বাংলা সাহিত্যের প্রথম লিটল ম্যাগাজিন হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন– তা নিয়ে অনেকের যেমন সমর্থন আছে, তেমনি বুদ্ধদেব বসুর বিপক্ষেও আছে নানান যুক্তি। (২০১৭ : লেফট ফ্ল্যাপ, বরেন্দু মণ্ডল) বিকল্প সন্দর্ভের পাশাপাশি লিটল ম্যাগাজিন ধারণ করেছে সেই অতিক্রান্ত সময়ের বহুস্বর ও চিহ্নায়নকে। (২০১৭ : লিটল ম্যাগাজিন পর্ব-পর্বান্তর : প্রসঙ্গকথা)

আলোচনা : সিকদার আমিনুল হক ও স্বাক্ষর

ষাটের লেখকদের একটি জটিল সময়ে আবির্ভূত হয়ে পাড়ি দিতে হয়েছে সর্বদিক থেকে সংক্ষুব্ধ সময়। নির্যাতন, নিপীড়ন, শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার ছিল নিত্যকার রুটিন। সবকিছু ছাপিয়ে ছিল সর্বগ্রাসী ক্ষুধার ভয়ংকর যন্ত্রণা। তাদের পরনে কাপড় ছিল না, কর্মহীনতার যন্ত্রণায় ছিল জর্জরিত। অপ্রাপ্তি থেকে সৃষ্ট হতাশা তাদেরকে প্রাত্যহিক জীবন থেকে আলাদা করে দেয়। সবকিছুর মধ্যে তারা একটা নৈঞর্থক অর্থ খুঁজে বেড়ান, যা তাদের লেখনীতে প্রবলভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। কর্মহীন পাগলপ্রায় যুবকেরা সেই অবরুদ্ধ জীবন ও সমাজব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য খুঁজে ফেরে নতুন পথের সন্ধান, পেয়েও যান, অধিকাংশে সফলও হন। এই অস্থিরতা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিল। সর্বপ্রথম ইউরোপে শুরু হয় প্রচলিত প্রথা ভাঙার আন্দোলন, অর্থাৎ সাহিত্য-আন্দোলন।

> ইউরোপে যে সমস্ত আধুনিক কাব্যান্দোলন গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে আধুনিক বাংলা কবিতাকে অধিক প্রভাবিত করেছে ফরাসি সিম্বলিস্ট বা সংকেতবাদী কবিতা আন্দোলন, ইংরেজি ইমেজিস্ট বা চিত্রকল্পবাদী আন্দোলন, ফরাসি সুররিয়েলিস্ট বা পরাবাস্তববাদ কবিতা আন্দোলন, এক্সপ্রেশনিস্ট বা প্রকাশবাদী কবিতা আন্দোলন এবং ইমপ্রেশনিজম বা প্রতিফলনবাদ কবিতা আন্দোলন। (২০০৫ : ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় ২৯)

অ্যালেন গিনসবার্গের নেতৃত্বে সর্বপ্রথম আমেরিকায় কবিতার ক্ষেত্রে 'বিট জেনারেশন আন্দোলন' নামে এক সাহিত্য আন্দোলন গড়ে ওঠে, যার ঢেউ আছড়ে পড়ে সমস্ত পৃথিবীময়, বিশেষত সাহিত্য সমাজে এবং তরুণ লেখকদের বুকে। এ প্রসংগে অসীম সাহা তাঁর ষাটের দশক ও 'স্যাড জেনারেশন' আন্দোলন প্রবন্ধে লেখেন:

> এই সময়ে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতিসত্তার অন্তর্গত বিদ্রোহের অঙ্গার তুষের আগুনের মতো জ্বলতে জ্বলতে একটু একটু করে একটি অগ্নিগর্ভ ভূমিকম্পের রূপ ধারণ করতে থাকলে, তার অভিঘাত পূর্ব-পাকিস্তানের কবি-লেখকদের মধ্যেও যে ঘনঘোর কল্লোলের সৃষ্টি করে, তা তাঁদের কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে কিংবা রাজনৈতিক রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে থাকলে রাজনৈতিক ও সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। (২০১৩ : নান্দীপাঠ)

ষাটের কবিরা বিট জেনারেশন আন্দোলনের মতো 'হাংরি' জেনারেশন আন্দোলন দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিলেন। আধুনিক সাহিত্য যাত্রার শুরু মাইকেল মধুসুদন দত্ত থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, ত্রিশের কবিরা হয়ে ষাটের কবিরা পর্যন্ত সকলেই ফরাসি ও ইউরোপীয় সাহিত্য দ্বারা কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত। ১৯৩০ এর কবিরা ফরাসি ও ইউরোপীয় নানামুখী শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-চিত্রকলা ও স্থাপত্যদ্বারা নানাভাবে প্রভাবিত ছিলেন। এ থেকে ষাটের কবি বা পশ্চিমবাংলার কবিরাও মুক্ত ছিলেন না। তারা বোদলেয়ারের কবিতাই শুধু নয়, তাঁর প্রাত্যহিক জীবন-যাপন প্রণালিকেও অন্ধভাবে অনুকরণ করেছেন। এ দেশের ষাটের কবিরা বিটের মতো হাংরি দ্বারাও বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন। হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের মুখপত্র প্রকাশিত হয় ১৯৬২ সালে কিন্তু স্যাড জেনারেশন আন্দোলনের মুখপত্র প্রকাশিত হয় ১৯৬৪ সালে। যদিও স্যাড জেনারেশন আন্দোলনের সাথে জড়িত 'স্বাক্ষর' প্রকাশিত হয় ১৯৬৩ সালে। ইশতেহার প্রকাশের আগেই প্রকাশিত হয় স্বাক্ষরের প্রথম সংখ্যা। 'স্বাক্ষর'-এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন যৌথভাবে সিকদার আমিনুল হক ও রফিক আজাদ। তাঁরা 'স্বাক্ষর'-এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তে লেখেন :

> এ কথা আজ বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে, পূর্ব-বাংলায় সাহিত্যের এই ক্রান্তিকালে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মতো দুঃসাহসিক পত্রপত্রিকা একটাও নেই। যাও দু'চারটে সাহিত্য পত্রিকা আছে, তাতে তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত মোগলদেরই আধিপত্য। সেখানে তরুণতম অথচ নিরীক্ষণশীলদের প্রবেশাধিকার নেই।

এই সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতেই তরুণতম নিরীক্ষণশীলদের মুখপত্র স্বাক্ষরের আত্মপ্রকাশ। পরবর্তী সংকলন বর্ধিত কলেবরে মূল্যবান প্রবন্ধ, কবিতা, ছোটগল্প, ব্যক্তিগত বিস্ফোরণ এবং অম্লমধুর সাহিত্যালোচনা নিয়ে আগামী তিন মাসের মধ্যেই বের হচ্ছে। মানসিক পরিণতির দিক দিয়ে যারা নিকট-শৈশবে বাস করছে– তেমন পাঠক- পাঠিকা, অভদ্র বিজ্ঞাপনদাতা, অসৎ এজেন্ট এবং স্বাক্ষর-গোষ্ঠীবহির্ভূত লেখকদের কোনরূপ সহযোগিতার প্রয়োজন নেই। (২০১৩ : নান্দীপাঠ ১৪১)

'স্বাক্ষর' পত্রিকাটির পরপর মোট চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। স্বাক্ষর-এর পরবর্তী সংখ্যার সম্পাদকেরা হলেন : আসাদ চৌধুরী, প্রশান্ত ঘোষাল, ইমরুল চৌধুরী ও রণজিৎ পাল চৌধুরী প্রমুখ। ষাটের রাগী কবিরা বিট ও হাংরির আদলে প্রচলিত প্রথাকে ভেঙেচুরে নৈঞর্থক মনন ও মানসিকতায় নিজেদেরকে প্রকাশ করতে থাকে। তাদের বেপরোয়া আচরণ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তাদেরকে অন্যান্য দশক থেকে আলাদা করে দেয়। সিকদার আমিনুল হক ছিলেন স্যাড জেনারেশন আন্দোলনের সক্রিয় সদস্য এবং নিয়মিত লেখক। স্যাড জেনারেশনের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তাঁর নিজের পত্রিকা 'কণ্ঠস্বর'-এর সম্পাদকীয়তে লেখেন :

যারা সাহিত্যের সনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত, শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর, যারা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী; যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত, যারা পংগু, অহংকারী, যৌনতাস্পৃষ্ট, 'কণ্ঠস্বর' তাদেরই পত্রিকা। প্রবীণ মোড়ল, নবীন অধ্যাপক, পেশাদার লেখক, মূর্খ সাংবাদিক, 'পবিত্র' সাহিত্যিক এবং গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায় অনাহূত। (২০১৩ : নান্দীপাঠ ১৩৫)

'স্যাড জেনারেশন' তাদের ইশতেহারের শুরুতেই বলেছেন, 'We don't know what we are doing'. তাঁরা এটা কেন বললেন? যা তাঁরা জানেন না, তা কেন করতে চান? এটা কি জেনেশুনে বিষ পানের মতো নয়? নাকি নিজের অজান্তেই, যা তাঁরা জানতেন না। শুধুই কি অন্যান্য দশক বিশেষত পঞ্চাশ দশক থেকে নিজেদেরকে আলাদা করে ফেলা নাকি পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ? খুব সূক্ষ্ম অবলোকনে মনে হয় পঞ্চাশের কবিতার ধারা থেকে তাদেরকে আলাদা করে ফেলা। যেমন ত্রিশের দশকে 'কল্লোল'-এর কবিরা রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে নিজেদের আলাদা করতে চেয়েছিলেন।

সেক্ষেত্রে ষাটের কবিরা অনেকটাই সফল হয়েছিলেন। তাঁরা কবিতায় আধুনিকতার ক্ষেত্রে নতুন বাঁকের সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তারা সর্বদা নতুন নতুন সৃষ্টি ও ডাইমেনশনের জন্য ব্যাকুল ছিলেন। সমালোচকেরা মনে করেন :

> স্যাড জেনারেশন যে উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল, সেখানে উদ্দেশ্যটাই মুখ্য হয়ে উঠেছিল, আদর্শটা বড় হয়ে দেখা দেয়নি। সে কারণে তাঁরা তাদের ইশতেহার প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের আন্দোলনের তাত্ত্বিক ভিত্তিটি কোন প্রপঞ্চের ওপর শক্ত ভিত নিয়ে দাঁড়াবে, তা নির্ধারণ করতে পারেননি। আর এ ধরনের নতুন আন্দোলন তাত্ত্বিক ভিত্তি ছাড়া কোনো অবস্থাতেই তার পায়ের নিচে মাটি খুঁজে পেতে পারে না। স্যাড জেনারেশনের স্বল্পায়ুই তার প্রমাণ। (২০১৩ : নান্দীপাঠ ১৪২)

ষাটের কবিদের সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল 'লিটল ম্যাগাজিন।' আন্দোলনকারী প্রতিটি গোষ্ঠীই কোনো না কোনো ছোট কাগজ বা লিটল ম্যাগাজিনের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। এটাও এই সাহিত্য আন্দোলনকারীদের একটি লক্ষণীয় দিক। স্যাড জেনারেশন ১৯৬৩ সালে তাদের মুখপত্র হিসেবে 'স্বাক্ষর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। সিকদার আমিনুল হক এই 'স্বাক্ষর' এবং 'স্যাড জেনারেশন' আন্দোলনের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

'স্বাক্ষর' এর চারটি সংখ্যার সম্পাদক ছিলেন যৌথভাবে :

* রফিক আজাদ এবং সিকদার আমিনুল হক।
* ইমরুল চৌধুরী ও প্রশান্ত ঘোষাল।
* প্রশান্ত ঘোষাল ও আসাদ চৌধুরী এবং
* রফিক আজাদ ও রনজিৎ পালচৌধুরী প্রমুখ।

'স্বাক্ষর'-এর মোট চারটি সংখ্যাও প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সময় আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-এর সম্পাদনায় 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

এছাড়াও ষাটের দশকে আরো কিছু উল্লেখযোগ্য লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়,

> যেমন : যাত্রিক (১৯৬২), সপ্তক (১৯৬২), স্বাক্ষর (১৯৬৩), যুগপৎ (১৯৬৩), বক্তব্য (১৯৬৩), নতুন বাঁকে নতুন আলো (১৯৬৩), প্রতিধ্বনি (১৯৬৪), সৃজনী, সাম্প্রতিক (১৯৬৪), কণ্ঠস্বর (১৯৬৫), সূর্য ফসল (১৯৬৫), শব্দরূপ (১৯৬৫), কালবেলা (১৯৬৫), ছোটগল্প (১৯৬৬), উল্কা (১৯৬৬), উত্তরা (১৯৬৬), নবদিগন্ত (১৯৬৬), পূর্বলেখ (১৯৬৬), শ্রাবন্তী (১৯৬৬), ত্রিধারা (১৯৬৬), মনীষা (১৯৬৬), এই দশক (১৯৬৬), বনানী (১৯৬৭), না (১৯৬৭), ভেলা (১৯৬৭), বিবিধ (১৯৬৭), পূর্বপত্র (১৯৬৭),

স্বরক্ষেপ (১৯৬৭), ধ্বনি-প্রতিধ্বনি (১৯৬৭), কলতান (১৯৬৭), সন্দীপন (১৯৬৭), বিপ্রতীপ (১৯৬৭), পদধ্বনি (১৯৬৭), কপোত (১৯৬৭), মেঘনা (১৯৬৮), অবেলা (১৯৬৮), আগামী, ইত্যাদি, সাগরদীঘি, বালার্ক (১৯৬৮), সুনিকেত মল্লার (১৯৬৮), অচিরা (১৯৬৮), রৌদ্র-তিমিরে (১৯৬৯), আসন্ন (১৯৬৯), নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৯), সুন্দরম্, শব্দের বিকৃতি (১৯৬৯), নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৯), বাংলার মুখ (১৯৬৯), চরৈবাতি, পাণ্ডুলিপি (১৯৬৯), ইদানীং, নিঃষঙ্গ (১৯৬৯), সৈকত (১৯৬৯), চিরকটি চিরকুট, স্বদেশ (১৯৬৯), অরণি (১৯৬৯), উচ্চারণ (১৯৬৯), নির্ঝর, অনুল্লেখ (১৯৬৯), একান্ত, অন্বেষা, উত্তরমেঘ, অন্তরঙ্গ কবিতাগুচ্ছ (১৯৬৯), সুন্দরম (১৯৭০), শব্দশিল্প (১৯৭০), হে বর্ষ বাংলা বর্ষ (১৯৭০), পঁচিশে বৈশাখ, সূচীপত্র (১৯৭০), স্বরূপ (১৯৭০), স্বরগ্রাম (১৯৭০), বহুবচন (১৯৭০), মুখপত্র (১৯৭০), অধোরেখ (১৯৭০), সমস্বর, হে নক্ষত্রবীথি (১৯৭০), বহুবচন (১৯৭০), শিল্পকলা (১৯৭০) ইত্যাদি।

সত্তরের দশকেও বেশ কিছু লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। যেমন : গণসাহিত্য (১৯৭২), কালস্রোত (১৯৭২), মুখপত্র (১৯৭২), অধুনা (১৯৭২), কবি (১৯৭৫), অতলান্তিক (১৯৭৭) ইত্যাদি।

আশির দশকে আবুল কাসেম ফজলুল হক সম্পাদিত লোকায়ত (১৯৮২), মিজানুর রহমানের সম্পাদনায় ১৯৮৩ সালে প্রকাশিত হয় মিজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এ পত্রিকার অন্যান্য সংখ্যাগুলো হলো : বৃক্ষ (১৯৮৬), পক্ষী (১৯৮৯), বৃক্ষ ও পরিবেশ (১৯৯১)। নাটকবিষয়ক পত্রিকা থিয়েটারওয়ালা (১৯৯৮), নদী (১৯৯৯), বদরুদ্দীন উমর সম্পাদিত সংস্কৃতি ইত্যাদি। এছাড়াও সংবেদ, প্রান্ত, লিরিক, ছোট কাগজ, অনিন্দ্য, নান্দীপাঠ, অর্ক, প্রেক্ষিত, বীক্ষণ, সমালোচনা, নিসর্গ, মন্তাজ, বিতর্ক, এপিটাফ, প্রতিবুদ্ধিজীবী, নিরন্তর, শ্রাবণ, অরুন্ধ্যতী, আশির দশক ইত্যাদি। শামীম রফিকের সম্পাদনায় ১৯৯৭ সালে আত্মপ্রকাশ করে পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যপত্রিকা : অরণ্য (১৯৯৭) এবং পত্রিকাটি এখনো নিয়মিত বের হচ্ছে।

নব্বই দশকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনসমূহ : জীবনানন্দ, চিহ্ন, ধূলিচিত্র, অমিত্রাক্ষর, মধ্যাহ্ন, মৃত্তিকা, নান্দনিক, সুবাতাস, অন্তরীপ, কালধারা, ভাস্কর, খোয়াব, দ্রষ্টব্য, অ, উটপাখি, রাশ, ছাপাখানা, মঙ্গলসন্ধ্যা, অরণ্য, গদ্য, পথিক, লোক, শালুক, কাশপাতা, কবিধ্বনি, উত্তম পুরুষ, পরাবাস্তব, ব্যাস, বিষয় মানুষ, শুদ্ধস্বর ইত্যাদি।

শূন্য দশকে প্রকাশিত লিটল ম্যাগাজিনসমূহ : লাস্টবেঞ্চ, উল্লেখ, দ্রাঘিমা, ত্রিবেণী, পোয়েট ট্রি, চারবাক, ব্রাত্য, কালনেত্র, দাঁড়কাক, পর্ব, বিবিক্ত, সময়কাল, কাদাখোঁচা, মেইন রোড, ব্রতকথা, শূন্য, শালিক জংশন, ঘুড্ডি, গুহাচিত্র, উতঙ্ক, শতদ্রু, সংজ্ঞা ইত্যাদি। এছাড়াও চট্টগ্রাম, বরিশাল, রাজশাহী, সিলেট, খুলনাসহ সারা দেশ থেকে প্রকাশিত হয় অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন।

ষাটের অন্যান্য মুখপত্রেও সিকদার আমিনুল হককে দেখা গেছে নিয়মিতভাবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগে ও পরে সিকদার আমিনুল হক গদ্যে ও পদ্যে অবিরল প্রবাহিত হয়েছেন। কবিতা তথা সাহিত্যের প্রতি এরকম নিষ্ঠা বিরল। সিকদার আমিনুল হকের কবিতা প্রসঙ্গে আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর করতলে মহাদেশ গ্রন্থে লিখেছেন, 'তাঁর কবিতায় কাল্পনিকতা কম-কুহেলি কম-বাস্তবতাও সরাসরি নয় : এ্যাবস্ট্রাক্ট, তাঁরই ব্যক্তিত্বে রঞ্জিত' (আবদুল মান্নান সৈয়দ ১৯৭৯ : ১৯৪)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে লিটল ম্যাগাজিনের যাত্রা শুরু হলেও বিংশ শতাব্দীতে তার প্রচার ও প্রসার ঘটে। সেই যাত্রা এখনো বহমান। দিনদিন লিটল ম্যাগাজিনের জনপ্রিয়তা ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেই সাথে বৃদ্ধি পাচ্ছে গুরুত্ব। নিত্য নতুন আইডিয়া নিয়ে লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হচ্ছে। দেশ বিভাগের পর এদেশে লিটল ম্যাগাজিনের চর্চা বৃদ্ধি পায়। ফজলে লোহানীর সম্পাদনায় অগত্যা (১৯৪৯), মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী ও সুচরিতা চৌধুরীর সম্পাদনায় সীমান্ত (১৯৪৭-৫২), যাত্রিক (১৯৫৩), উত্তরণ (১৯৫৮-৬১) পত্রিকাগুলোর মাধ্যমে সেই প্রতিকূল সময়ে সাহিত্যচর্চা টিকিয়ে রেখেছিলেন। ষাটের কথা বলতে গেলে লিটল ম্যাগাজিনকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। কবিতাই ষাটের সবচেয়ে সফলতম বিষয়। কবিতা ষাটের কবিকূলকে বিভক্ত করেছে দুই ভাগে। যেমন :

* মধ্য-ষাট ও
* প্রান্ত-ষাট।

মধ্য-ষাট যতটা লিটল ম্যাগাজিনে নিবিষ্ট ছিল, প্রান্ত-ষাট কিন্তু ততটা ছিল না। মধ্য-ষাট কবিদের হাইলি সিরিয়াসনেস কবিতাকে গোপন বীজমন্ত্রের মতো কেবল দীক্ষিতদের জন্য উন্মীলিত ছিল। ফলে কবিতাকে নিঃসঙ্গ, অসামাজিক, অপ্রয়োজনীয় ও দাম্ভিক একটি গৃহবাসী হতে হয়েছিল।

প্রান্ত-ষাটের নবীন যুবারা কবিতাকে সেই কোটর থেকে টেনে বের করে নিয়ে এলো খোলা আকাশের নিচে, রাস্তার পাশে উন্মুক্ত মাঠে। লিটল ম্যাগাজিন নির্ভরতা কিছুটা কমিয়ে এনে এ দেশের কবিতাকে দান করল বহুপথের নিশানা। এভাবে ষাটের কবিতা স্পর্শ করল বিচিত্রতা ও বৈচিত্র্যতাকে। ফলে ষাট থেকে মানুষ পেল :

* শারীরিক কবিতা ও আধ্যাত্মিক কবিতা
* পরাবাস্তব কবিতা ও বাস্তবধর্মী কবিতা
* সমাজধর্মী কবিতা ও আন্তর্জাতিক কবিতা

বিষয়ের দিক থেকে এ রকম যেমন বহু ভিন্ন, তেমনি বিন্যাসেও সে বহুভ্রামণিক : লিরিক ও গদ্যকবিতা, সনেট ও কবিতা-নাট্য এবং দীর্ঘকবিতা। (২০১৭ : বরেন্দু মণ্ডল ৩৮৯-৩৯০)

উপসংহার

ষাটের দশক নানা কারণেই ঊর্মিমুখর ছিল। শুধু যে এ ভূখণ্ডে তা নয়, সমগ্র পৃথিবীজুড়েই ছিল। এ অভিঘাত সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কবিতার আধুনিকায়নে ইউরোপীয় কবিতায় তখন বইতে শুরু করেছিল পরিবর্তনের হাওয়া। শোষণ, নির্যাতন, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, ক্ষুধা, দারিদ্র্য গ্রাস করে নিল মানুষের চেতনবিশ্ব। দিশেহারা মানুষের এই অভিঘাত সর্বাগ্রে স্পর্শ করল কবিকুলকে। তাঁরা অস্ত্রের পাশাপাশি কলম হাতে নিলো, আর প্রচলিত প্রথা আর ঔপনিবেশিক শাসনের বেড়াজাল থেকে দেশকে বাঁচাতে 'বিট জেনারেশন আন্দোলন' ও 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন'-এর আদলে এ দেশের ষাটের কবিকুল সৃষ্টি করল 'স্যাড জেনারেশন আন্দোলন'। এ আন্দোলনের অগ্রণী ভূমিকায় যে কয়জন ছিলেন তার মধ্যে সিকদার আমিনুল হক অন্যতম। তারা তাদের মুখপত্র হিসেবে 'স্বাক্ষর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির প্রথম সংখ্যার যৌথ সম্পাদকের ভূমিকা পালন করেন সিকদার আমিনুল হক। লিটল ম্যাগাজিনের গুরুত্ব বোঝাতে 'স্বাক্ষর' এক বিশাল ভূমিকা রেখেছে। একক ও গোষ্ঠীবদ্ধভাবে বাংলাদেশে অসংখ্য লিটল ম্যাগাজিন নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

লিটল ম্যাগাজিন আন্দোলন যতদিন থাকবে ততদিন 'স্বাক্ষর' স্বগৌরবে বেঁচে থাকবে। সেই সাথে বেঁচে থাকবে 'স্বাক্ষর'-এর প্রথম সংখ্যার সম্পাদক হিসেবে সিকদার আমিনুল হকের নাম। এই গুণি কবি ষাটের একজন অন্যতম কবি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী একজন। অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি নিজের জন্য একটি স্বকীয় ধারা সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

লেখক পরিচিতি: **শামীম রফিক,** সম্পাদক, লিটল ম্যাগাজিন: অরণ্য (১৯৯৭ সাল থেকে) এবং পিএইচডি গবেষক, সিকদার আমিনুল হক: জীবন ও কাব্য।

তথ্যসূত্র:

১. অসীম সাহা (২০১৩), ষাটের দশক ও 'স্যাড জেনারেশন'-আন্দোলন, নান্দীপাঠ (সম্পাদনা: সাজ্জাদ আরেফিন), সংখ্যা : ৫, ফেব্রুয়ারি : ২০১৩, ঢাকা।
২. আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৭৯), করতলে মহাদেশ, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা।
৩. বরেন্দু মণ্ডল (২০১৭), লিটল ম্যাগাজিন : পর্ব-পর্বান্তর, (সম্পাদনায় : বরেন্দু মণ্ডল), জানুয়ারি, ঢাকা।
৪. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (২০০৫), আধুনিক বাংলা কবিতা : স্বরূপে রূপে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৫. সন্দীপ দত্ত (২০১০), লিটল ম্যাগাজিন, বুদ্ধিজীবীর নোটবই (সম্পাদনায় : সুধীর চক্রবর্তী) নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা।
৬. সিকদার আমিনুল হক (১৯৭৫), দূরের কার্নিশ, মুক্তধারা, ঢাকা
(১৯৮২), পারাবত এই প্রাচীরের শেষ কবিতা, দেশ, ঢাকা
(১৯৮৫), আমি সেই ইলেক্ট্রা, কবিকণ্ঠ প্রকাশনী, ঢাকা
(১৯৮৭), বহুদিন উপেক্ষায় বহুদিন অন্ধকারে, অনিন্দ্য প্রকাশন, ঢাকা
(১৯৮৭), পাত্রে তুমি প্রতিদিন জল, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা
(১৯৮৮), শব্দ থেকে ভাবনায়, সানন্দ প্রকাশ, ঢাকা
(১৯৯১), এক রাত্রি এক ঋতু, শিল্পতরু প্রকাশনী, ঢাকা
(১৯৯১), সতত ডানার মানুষ, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা
(১৯৯৩), সুপ্রভাত হে বারান্দা, বিশাকা প্রকাশনী, ঢাকা
(১৯৯৪), কাফকার জামা, ক্রিয়েটিভ ওয়ার্কশপ, চট্টগ্রাম
(১৯৯৪), সুলতা আমার এলসা, ঐতিহ্য প্রকাশন, ঢাকা
(১৯৯৭), লোর্কাকে যেদিন ওরা নিয়ে গেলো, সানন্দ প্রকাশ, ঢাকা
(১৯৯৭), বাতাসের সঙ্গে আলাপ, আজকাল, ঢাকা
(২০০২), ঈশিতার অন্ধকার শুয়ে আছে, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা
(২০০২), বিমর্ষ তাতার, অনন্যা, ঢাকা
(২০০৩), আমরা যারা পাহাড়ে উঠেছি, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Role of Public Journalism towards Achieving Socio- Economic Development of a Nation

Dr. A. K. M. Anisur Rahman

Abstract

Public journalism initially evolved to fill the lack of awareness of traditional journalists in covering the electoral event during the US presidential election of 1988. Since mass of people can capture news and distribute it due to our technological advancement, public journalism movement has been on the surge. The news audiences have been changed from passive consumers to interactive ones due to the advent of the web; they create, share and comment on the news of their importance.Practically people are enjoying the blessings of blogs, forums and independent news sites like YouTube, Facebook, Flickr, Twitter, AOL, Google, MSN and Yahoo Messengers etc. It is paramount to elucidate that public journalism allows for veracity in news reporting where traditional journalism, due to limitations of access and time, and in some cases, the ulterior motives to present just one side of a story, risks the perception of being skewed. Public journalism has been found to accelerate socio-economic developments in the different parts of the world which can be regarded as exemplary for the developing nations. It has immensely helped to achieve improved social security and higher standard of living, curb corruption, monitor election and attain better living conditions for slum dwellers. Public journalism is passing through its evolutionary stage in different parts of the world and is facing a lot of problems, pressures and criticism.

The credibility of the public journalism reporters has always been a big challenge worldwide. Traditional media should encourage and train the public journalists who can be assets for themselves. They can complement the traditional media organizations in obtaining the best quality news stories and thus can contribute significantly towards achieving socio-economic development of the nation.

Keywords: public journalism; blogs; forums; independent news sites; socio-economic development; public participation.

1. Introduction

The idea that average public can engage in the act of journalism was long in existence. Apparently, it was the awareness of the traditional journalists of their own weaknesses in covering the electoral event during the US presidential election of 1988 that led to the emergence of a group of journalists who called themselves public journalists. This group of journalists became part of the public or civic journalism movement, a countermeasure against the eroding trust in the news media and widespread public disillusionment with politics and civic affairs (Deuze, 2007).

However, with the advent of the technologies, the public journalist movement has been revived as the average person can capture news and distribute it globally. The capacity to infer meaning, as entailed in encoding and decoding of human meaningful statements, as well as the capacity to communicate one's meaning around the world are no longer the prerogative of few individual users, but millions around the globe (Bruns et al., 2009). The definition of press is no more limited to the few organized entities engaged in the publishing business, but rather extended to any suitable mass media having the freedom to publish a material (Hermida & Thurman, 2008).

2. Objective and scope of the study

Public journalism is gradually increasing its space as a complement of traditional journalism. It can be utilized as a potential tool to achieve socio-economic development of the developing nation. The objective of this paper is to investigate the background of public journalism, compare it with traditional journalism and present case studies where it was used as a tool to contribute towards socio-economic development in several nations. Therefore the current research can be a resource to develop a mechanism to utilize public journalism as a powerful instrument to attain socio-economic progress in developing countries.

3. Public Journalism: A Brief Background

The roots of public journalism can be traced to the founding of the US in the 18th century, when pamphleteers and other authors gained popularity by printing their own publications (Tilley &Cokley, 2008). Just as well, the advances in the postal system, especially, its special discount rates for newspapers carriage, along with the telegraph and telephone helped to distribute newspapers to people efficiently.History has it that the advent of desktop publishing in the late ’80s allowed everyone to design and print out their own publications, but distribution was still limited to a few towns and cities. For example, in the modern era, video footage of the assassination of President John F. Kennedy in the ’60s and footage of police beating Rodney King in Los Angeles in the ’80s, to mention a few, were both captured by public on the scene (Xin, 2010). In newspapers, there were letters to the editor and op-ed pieces submitted by public, and several private radio stations hit the airwaves with the permission of the accredited authority. Also, with the rise of the World Wide Web in the ’90s, anyone could set up a personal home page to share their thoughts with the world (Kperogi, 2011).

In the ’90s, individuals helped spearhead the public journalism or civic journalism movement, in attempt at getting mainstream reporters to serve the public. However, just as that movement started to fade away, the notorious 9/11 terrorist attacks in the US reignited public journalism (Dugan, 2008). At that time in 2001, only a handful of tech-savvy audiences were the earliest weblogs readers.However, after 9/11, many ordinary public became on-the-spot witnesses to the attacks and their stories and images became a major part of the story afterwards (De Keyser & Raeymaeckers, 2011). Consequentially, individual writers started to gain prominence and influence in the charged atmosphere after 9/11 (Lacy et al., 2010).

4. Literature Review

4.1 Defining Public Journalism

Earlier the audiences were considered as passive receivers of media messages, but technological development changed the situation. The invention of internet and its gadgets enabled the public to express their voices publically (Pain, 2017). In 1990s, the Web changed the news audiences from passive consumers to interactive ones and readers are no longer passive receivers of messages; they create, share and comment. The sense of users’ participation and active role rather than passive in the news process raises the idea of public journalism (Huang, 2015).

Any individual or a group of people playing an active role in the process of collecting, reporting, analyzing and disseminating news and information forms the building block of public journalism. People without proper journalistic experience can use the modern technology like computer, software and internet to share their creations, arguments, criticism and disseminate on available media outlets (Konieczna & Robinson, 2014).

Anyone with something to say and access to the proper technology can be a publisher, pundit and observer of events great or small (Forde, 2011).

After the successful launching of Web in 1990s, the rapid growth of blogs eased up the passive audiences to switch their role as active participants. Blogs hold a significant part on the realm of journalism, social networking and especially in public journalism. Blogs provided the accessible platform to ordinary public to communicate their voices beside the mainstream media journalism (Gillmor, 2006). The mixture of commentary and analysis develop from grassroots as ordinary people find their voices and share to the media mix. Now people are uploading their audio and videos clips, reports and pictures on different blogs and forums captured or created through their PCs, mobiles, iPods, and Camcorders (Hanitzsch & Mellado, 2011). Practically people are enjoying the blessings of blogs, forums and independent news sites like YouTube, Facebook, Flickr, Twitter, AOL, Google, MSN and Yahoo Messengers etc. (Ceron, 2015).

This active participation in news process changed the definition of news consumers into the participatory or public journalism and enormous new power is devolving into the hands of what has been a mostly passive audience (Roberts & Steiner, 2012). Free, diverse and neutral voices on communication podiums enhance the standards of democracy.The intent of this public participation is to provide independent, reliable, accurate, widespread and appropriate information that is required to strengthen the democracy. Now many established news organizations have launched their online portals for public to assist, guide and comment on news stories and patterns with their self-created contents (Williams et al., 2015).

4.2 Public Journalism vs. Mainstream Journalism

Public journalism epitomizes the belief that the experiences of people personally involved with an issue present a different, but often more complete picture of events than can be derived from the perspective of an outsider (Meadows, 2012). Therefore, in this regard, it is paramount to elucidate that public journalism allows for veracity in news reporting where traditional journalism, due to limitations of access and time, and in some cases, the ulterior motives to present just one side of a story, risks the perception of being skewed (Hess, 2017). Therefore, by granting access to anyone, absolutely any willing individuals, to cover the news, public journalism presents a more personal, nuanced view of events and has the potential to cultivate communities of people with a common interest. Through blogs, public journalists have broken stories about political corruption, police brutality, and other issues of concern to local and national communities (Couldry & Dreher, 2007).

Participation by readers improves the quality of the news, and such participation tends to increase the trust that the community has in the news (Berdou, 2017). Public journalism forces contributors to think objectively, asking probing questions and working to understand the context so that their representation of events is useful to others. These activities get people involved in new ways with the world around them, forming a deeper connection with the subjects of their investigations (Hanitzsch et al., 2016).

5. Methodology of the Study

Public journalism has been found to accelerate socio-economic developments in the different parts of the world which can be regarded as exemplary for the developing nations. It has immensely helped to achieve improved social security and higher standard of living, curb corruption, monitor election and attain better living conditions for slum dwellers as described below. Therefore, this investigation conducted a case study regarding how different countries utilized public journalism to attain socio-economic development. On that basis, this study recommends policy options to involvepublic journalismin developing countries to achieve socio-economic development.

6. Role in Socio-economic Development: Case Studies

6.1 To Ensure Social Security: Bolivia

At the academic level, national security is an intricate network of systems of defense measures, aimed at ensuring the safety of governments, the state and their nationals. Public journalists in Bolivia have played a vital role through disseminating news about overt and covert measures of military intelligence operations as well as under-cover disruptions of the sinister activities of men and women with misplaced consciences toensure the security of the people, their state and government (Chadha& Steiner, 2015).

Intelligence per se, has political or military strategic components, which are associated with statecraft, governance and security. Through blogs, public journalists in Bolivia have broken stories about political corruption, police brutality, and other issues of concern to local and national communities (Konieczna et al., 2017). Every sovereign and independent state must train, sustain and nurture public journalists to serve in its security and intelligence outfits.

6.2 Improvement of Standard of Living: Guatemala

Precisely, one cannot but agree that the improvements in literacy, health, poverty, education, and political awareness are all elements of nation building. While governments of developing countries attest that these issues are paramount, yet it might be the government's heavy-handed manipulation and control over the media that led to lack of media support of initiatives in development communication agenda of the nations (Omar et al., 2011).

Public journalists in Guatemala have covered rural and urban areas, known how the people feel about their priorities regarding economic development, and shared information that is important with other people of the community. They usedthis information to achieve greater participation of peopleas well as government that is essential to their growth, empowerment and sustainability. These are laudable goals and are important to both nation and community self-determination and self-improvement. These are the goals that publicjournalists should strive for in their daily work; this is the link between developmental communication and community journalism today. Relationships must be developed between the media, government and the people as equal participants in this entire process (Prasad, 2018). The focus is to be less on the mouthpieces of business and industry and more on public-centered approach to developing stories by editors and producers as well as reporters in the field. Thus print media or broadcast station, regardless of who owns it, will become integral to people's lives and integral to the community (Lewis et al., 2014).

6.3 Curbing Corruption: Nigeria

The publicjournalists have also contributed in unearthing corruption through investigative reporting, thereby prompting anti-graft agencies to launch investigation into such matters. A ready example is the allegation of financial impropriety against the former Deputy National Chairman of the then ruling People's Democratic Party (PDP) of Nigeria who was alleged to have spearheaded a monumental mismanagement of the funds of the Nigerian Port Authority(NPA) when he was Chairman of the Authority in 2015 (Prado, 2017). The investigation was conducted and concluded by Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) under erstwhile Chairman of EFCC, Malllam Nuhu Ribadu. Had there been no intervention by the public journalists, it is doubtful if the report in the traditional media could have seen the light of the day given the closeness of the accused to the power.

Another very relevant case is the allegation of secret telephone conversation against Chairman Justice Thomas Naron and members of the Osun State First Elections Tribunal in Nigeria who were said to be involved in secret telephone conversation in August, 2009 with one of the counsels in the matter before them (Van de Vliert, 2011). This is regarded as illegal, unethical and a gross misconduct in administration of justice. This report has opened a new window in investigative publicjournalism from the angle of advantages offered by the mobile phone technology. In this regard, individuals and community members who have witnessed any dubious transaction can clandestinely give their accounts or write it up for posting on the blogs of national security agencies (Serra, 2013).

6.4 Election Monitoring: Zimbabwe

If there is anything that clearly distinguished Zimbabwe's March 2008 election from all the previous elections held since independence in 1980, it is the part played by ordinary public and members of civil society using their mobile phones to monitor that election. For a number of reasons, this particular election was not business as usual, both for the ruling party and for the opposition alike. The mobile phone was for the first time to play a significant role in monitoring that election. Although it had been part of Zimbabwean social life since the late 1990s, at no other time had the mobile phone been considered a critical tool in the election process (Reese, 2016).

Organizations such as Kubatana, Sangonet, Fahamu, among others, for instance, have pioneered ways of making the mobile phone serve not just as a tool for person-to-person communication, but as a potential mass mobilization tool of sorts. Kubatana's SMS service had some 7,500 subscribers by October 2009, with a growth rate of over 200 new members per month. Through the FrontlineSMS tool, for instance, Kubatana is able to receive messages from aggregated individuals which it can amplify by sending out as bulk SMS messages without the need for Internet access. The organization has often used its privileged position to set the agenda by stirring debate on topics it deemed pertinent at particular moments. Without the intervention of Kubatana, for instance, it is inconceivable that mobile phones could have made the tremendous impact they did on Zimbabwe's 2008 election (Loader, 2011). Kubatana itself is unambiguous about its self-appointed role of providing Zimbabweans with information in context where internet access and the reach of newspapers are severely limited. Its website claims that their SMS service had

informed Zimbabweans about public meetings and events, shared inspirational quotations, asked for feedback about pressing issues such as price controls and HIV/AIDS, and offered materials such as DVDs for people to share amongst their colleagues (Hamada, 2016).

During the election process, individuals, members of civil society and opposition political parties were engaged in capturing and sharing information about the conduct of elections in their constituencies, including election results once they were posted outside polling centers, using their mobile phones. Some of the text messages generated by ordinary public subscribing to Kubatana which were circulated during and after the election captured the mood and atmosphere of the election, which was generally seen as not free and not fair (Bruns, 2008).

These messages ran contrary to the descriptions provided by observer missions and are more reflective about how ordinary Zimbabweans felt about the election process. This information was also posted on the Internet – on personal blogs as well as news websites such as NewZimbabwe.com, The zimbabwean.com and ZWNews.com. Besides information, people also circulated via text messages and the Internet jokes and satires mocking President Mugabe and his ruling ZANU PF and their exposed rigging machinery (Reese & Dai, 2009).

6.5 Slum Development: Kenya

The Voice of Kiberain Kenya collects local media, incidents and stories, including video, as well as reports submitted through the web and via SMS through the short code. These reports, opinions, and news can be sent by anyone in the local community (Sjøvaag, 2013). The steps before news is posted on the VoK Website include: sending/receiving of news, its verification or

confirmation, approval and finally its posting. Such verification suggests that VoK gives due attention to the truthfulness and authenticity of the reports that it receives every day.

The content analysis and interviews indicated that there were significant issues with most of the news items and reports of the VoK. Public journalism in the VoK takes a participatory bottom up approach with the residents of Kibera taking the first hand role in the production and consumption of news (Reich &Hanitzsch, 2013). The contents of traditional newspapers were full of advertisements and advertorials undermining the importance of socio-economic struggles of the people. It was found that the majority of the reports presented by the VoKwere news while advertisements and advertorials were secondary. The problem with some of the advertisements was that they were posted for free and in some cases appeared to have both an advertorial and publicity content. From a structural perspective, the majority of the news items and reports had no lead, byline or quotation of any form.

As a slum focused public medium, the VoK news reports constantly covered problems and issues of the community. Such news reporting plays a positive role in the improvement of slums. The content analysis found that the nature of public reporting on slum improvement produced a localized, timely and impact orientated slum reports. Public journalism in VoK took a participatory bottom up approach, with the residents of Kibera taking the main role in the production and consumption of news. Although the nature of public reporting in slum improvements has a greater resemblance to the journalistic practice of mainstream newsrooms, the trends of authenticity, time, and quality in output show the large differences between the two (Fidalgo, 2013).

7. Potential of Public Journalism in the Age of Social Media

Unbiased, positive reporting, debates and discussions are real soul of journalism which enables to build an optimistic and healthy democratic society. Public participation in news process has changed overall attitude of the conventional news media, which was considered as the gatekeeper of information. Participatory journalism takes the act of convergence a step further and requires sharing between producers and consumers; it requires audiences to be part of the team, part of the conversation and audiences are sometimes deciding to share among themselves, leaving traditional journalism out of the loop (Bruns et al., 2012).It is thus giving a voice to the voiceless. Many segments of the society were unrepresented by the mainstream media. However, all the technological advancement is providing an expansion to possibilities of public participation in journalism.

Being the parts of news process, people feel a sense of representation and pride; they share sometime valuable and distinct contents.

In the crises like 9/11 and 7/7, it was hard for professional media, especially TV reporters, to get the access in targeted areas and mostly media men are not allowed getting in with their gadgets and team. In such circumstances, people perform journalist's role with their devices like mobiles and camera. They do not angle the incident under the government or organizational policy; they just capture and portray what they see on the site. Public involvement in the news process breaks down the sense of media hegemony. Versatility and freedom of voices are the beauties of journalism comprising the basic features of democracy (Willnat et al., 2013).

A recent example of this freedom is the Iran's presidential election in 2009. During the course of election, journalists were banned for reporting and a blog service "Twitter" played a vital role for press. Public journalism has the basic characteristic of democracy. Conventional media's reporters play a role of gatekeepers and come with the makeup news stories along the political, social and advertisers' pressures while public journalists use a radical approach and play a role of watchdog over the gatekeepers without any pressure (Luengo, 2012).

8. Challenges to Public Journalism

However, there are always two sides of a coin. New media have generated a new information overload that for many is a strain. Allareconfronted with the overwhelming challenge of filtering relevant information out of this overflow of news. People need a lifeline in this flood of information. They need media literacy, something which needs to be promoted.

Public journalism is passing through its evolutionary stage in different parts of the world and is facing a lot of problems, pressures and criticism. Public Journalism raises more and more voices but more voices in the public arena do not necessarily add to a more lively democracy. The decisive question is: how do public journalism best serve the common good?

If bloggers express their anger or offer their personal views rather than facts striving for the most possible objectivity, then the common good is not well served(Hermida, 2012). The same is true if the extremists promulgate their own convictions and try to prevail over those interested in objective problem solving. This is why readers should always ask the one but essential question: is the text opinion-based or is it fact-based reporting?

Moreover, public journalism does not necessarily extend to the masses. There are lots of marginalized people in poor countries. The illiterate people can hardly make use of the web. The goal therefore must be to establish civic liberties throughout society and not only in the World Wide Web. Illiteracy, poverty and non-availability of the internet and other new technology are yet big hurdles in the development of publicjournalism. Public journalism does not represent all of the public; rather it represents only a limited class of them(Christians, 2008).

The credibility of the public journalism reporters has always been a big challenge worldwide. Many people believe that this kind of street reporting is not reliable. They argue that public journalism reports are most of the time exaggerated and biased and the facts presented are not trustable. Sometimes, these reports are based on opinions. Many newspapers and TV stations had passed many years to establish the trust of their audiences. However, participatory news sites, with their obvious and more cherished nature, are attracting public journalists that contribute and collaborate with one another and most of the times, their content is not reliable.Therefore, public journalism needs potential to develop a more reliable relationship with their audiences (Wok & Mohamed, 2017).

Moreover, public journalists usually don't obey any code of ethics which is a requirement for the mainstream media. A code of ethics hanging on the wall is meaningless; a code of ethics internalized within the journalist and guiding his actions is more meaningful. Ethical values are acquired all through life from a number of sources, such as religion, family and friends. Reporters can't separate the ethics of journalism from the values they hold as individuals. Considering the ethical boundaries in practical

journalism,public involvements in news process sometimes produce ambiguity with their shared contents. Many other reports of the public journalists are against the media ethics and the basic norms of the society (Robinson & De Shano, 2011).

9. Conclusion and Recommendations

Publicjournalism has become an integral part of the modern-day society because it has given voice to the voiceless people in the society. This newly emerged phenomenon has really played its role in strengthening the civil societies in different parts of the world. Public journalists are doing the things which were beyond the control of traditional media because public journalists are everywhere while traditional media journalists are not. Traditional media have lost their news monopoly. Social media like blogs, Twitter or simply SMS have passed the power to publicize news to public with internet access or mobile phones.

All of a sudden, everybody can publish stories and be a public journalist. But public journalists are rarely trained. Most of them do not even know about the ethical standards which are important values of traditional media houses. In spite of all of its strengths, it has certain limitations. There are valid questions on the credibility and reliability of public journalism reports. The lack of professional training is also a big deficiency of the public journalism reporters. The problem can be solved by gathering the potentials of public journalism and traditional media. The mutual cooperation and collaboration of the two types of journalism can produce the best results. Both should not be taken as rivals; rather they should complement each other. Traditional media should encourage and train the public journalists who can be assets for themselves. Their reporters cannot be available everywhere. This deficiency can be overcome by

encouraging and engaging public journalists. They can complement the traditional media organizations in obtaining the best quality news stories and thus can contribute significantly towards achieving socio-economic development of the nation.

Public journalism is passing through its evolutionary stage in different parts of the world and is facing a lot of problems, pressures and criticism. The credibility of the public journalism reporters has always been a big challenge worldwide. Traditional media should encourage and train the public journalists who can be assets for themselves. Government should introduce compulsory training regarding media and journalism ethics for the public journalists.They can complement the traditional media organizations in obtaining the best quality news stories and thus can contribute significantly towards achieving socio-economic development of the nation.

Writer : **Dr. A. K. M. Anisur Rahman,** Deputy Secretary, Ministry of Public Administration.

References:

Berdou, E. 2017. Open Development in Poor Communities: Opportunities, Tensions, and Dilemmas. Information Technologies & International Development. 13, 3, pp. 56-68.

Bruns A, Highfield T, Lind RA. 2012. Blogs, Twitter, and breaking news: The produsage of citizen journalism. In: Producing Theory in a Digital World: The Intersection of Audiences and Production in Contemporary Theory. New York: Peter Lang. Vol. 80; pp. 15-32.

Bruns A. 2008. Gatewatching, gatecrashing: Futures for tactical news media. Digital Media and Democracy: Tactics in Hard Times. New York: Peter Lang. pp. 247-259.

Bruns, A., Wilson, J., & Saunders, B. 2009. Citizen Journalism as Social Networking: Reporting the 2007 Australian Federal Election. In S. Allan & E. Thorsen (Eds.), Citizen Journalism: Global Perspectives. New York: Peter Lang Publishing Group. pp. 197-208.

Ceron, A. 2015. Internet, News, and Political Trust: The Difference between Social Media and Online Media Outlets. Journal of Computer-Mediated Communication, 1(1), pp. 1–17.

Chadha, K., & Steiner, L. 2015. The Potential and Limitations of Citizen Journalism Initiatives. Journalism Studies, 16(5), 706–718.

Christians C., Rao S., Ward S.J.A., & Wasserman H. 2008. Toward a global media ethics: Theoretical perspectives. African Journalism Studies, 29(2), pp. 135-172.

Couldry, N., &Dreher, T. 2007. Globalization and the public sphere: Exploring the space of community media in Sydney. Global Media and Communication, 3(1), pp. 79–100.

De Keyser, J., &Raeymaeckers, K. 2011. The Printed Rise of the Common Man. Paper presented at the Annual Meeting of the International Communication Association, Boston, Massachusetts. pp. 26-45.

Deuze, M. 2007. Cultural Convergence in the Creative Industries. International Journal of Cultural Studies, 10(2), pp. 243-263.

Dugan, M. A. 2008. Journalism Ethics and the Independent Journalist.McGeorge Law Review, 39(3), pp. 801-811.

Fidalgo J. 2013. Journalism is changing – and what about journalism ethics? Paper presented at IAMCR 2013 Conference. In: Ethics of Society and Ethics of Communication Working Group. Dublin, Ireland. pp. 234-253.

Forde, S. 2011. Challenging the News: The Journalism of Alternative and Independent Media (1st ed.). London. Palgrave Macmillan. pp. 221-240.

Gillmor, D. 2006. We the Media Grassroots Journalism by the People for the People (paperback).Sebastopol, California, O'Reilly Media. pp. 105-126.

Hamada B.I. 2016.Towards a global journalism ethics model: An Islamic perspective. The Journal of International Communication. Vol. 08 (II), pp. 10-25.

Hanitzsch, T., &Mellado, C. 2011. What Shapes the News around the World? How Journalists in Eighteen Countries Perceive Influences on Their Work. The International Journal of Press/Politics, 16(3), pp. 404–426.

Hanitzsch, T., Hanusch, F., &Lauerer, C. 2016. Setting the Agenda, Influencing Public Opinion, and Advocating for Social Change. Journalism Studies,17 (1), pp. 102-124.

Hermida, A., & Thurman, N. 2008.Researching the Attitudes of Online News Editors towards Participatory Journalism. Paper presented at the Annual Meeting of the International Communication Association, Montreal, Quebec, Canada. pp. 342-361.

Hermida A. 2012. Tweets and truth: Journalism as a discipline of collaborative verification. Journalism Practice.6(5-6), pp. 659-668.

Hess, K. 2017. Shifting foundations: Journalism and the power of the 'common good.' Journalism: Theory, Practice & Criticism, 18(7), pp. 801–816.

Huang, Y.T. 2015. Participatory Design to Enhance ICT Learning and Community Attachment: A Case Study in Rural Taiwan. Future Internet, 7(1), pp. 50–66.

Konieczna, M., & Robinson, S. 2014. Emerging news non-profits: A case study for rebuilding community trust? Journalism, 15(8), pp. 968–986.

Konieczna, M., Hatcher, J. A., & Moore, J. E. 2017.Citizen-Centered Journalism and Contested Boundaries.Journalism Practice, 12(1), pp.4–18.

Kperogi, F. 2011. Cooperation with the Corporation?CNN and the Hegemonic Co-optation of Citizen Journalism through iReport.com. New Media & Society, 13(2), pp. 314-329.

Lacy, S., Duffy, M., Riffe, D., Thorson, E., & Fleming, K. 2010.Citizen Journalism Web Sites Complement Newspapers. Newspaper Research Journal, 31(2), pp. 34-46.

Lewis, S. C., Holton, A. E., &Coddington, M. 2014. Reciprocal journalism: A concept of mutual exchange between journalists and audiences. Journalism Practice, 8(2), pp. 229–241.

Loader B. D.,&Mercea D. 2011. Networking democracy? Social media innovations and participatory politics.Information, Communication & Society. 14(6), pp. 757-769.

Luengo M. 2012. Narrating civil society: A new theoretical perspective on journalistic autonomy. Communication Y Sociedad.XXV(2), pp. 29-56.

Meadows, M. 2012.Putting the citizen back into journalism. Journalism, 14(1), pp. 43–60.

Pain, P. 2017. Educate. Empower. Revolt. Journalism Practice, 12(7), pp. 799-816.

Omar, S. Z., Hassan, M. A., Azril, H., Shaffril, M., Bolong, J., & Silva, J. L. D. 2011. Information and communication technology for fisheries industry development in Malaysia. African Journal of Agricultural Research, 6(17), pp. 4166–4176.

Prado, P. 2017. Mapping citizen journalism and the promise of digital inclusion : A perspective from the Global South. Global Media and Communication, 13(2), pp. 1–18.

Sjøvaag H. 2013. Journalistic autonomy between structure. Agency and Institution.Nordicom Review. 34 (Special Issue), pp. 155-166.

Prasad, K. 2018. Future Directions in Communication and Culture for Sustainable Development, in Prasad, K. (ed.) Communication, Culture and Ecology: Rethinking Sustainable Development in Asia. Singapore: Springer Nature. pp. 189–196.

Reese S. D., & Dai J. 2009. Citizen journalism in the global news arena: China's new media critics. In: Allan S, Thorsen E, editors. Citizen journalism: Global perspectives. New York, Peter Lang. pp. 221-231.

Reese S., D. & Shoemaker P.J. 2016. A media sociology for the networked public sphere: The hierarchy of influences model, mass communication and society. 19(4), pp. 389-410.

Reich Z.,&Hanitzsch T. 2013. Determinants of journalists' professional autonomy: Individual and national level factors matter more than organizational ones. Mass Communication and Society.16(1). pp. 133-156.

Roberts, J., & Steiner, L. (2012).Ethics of Citizen Journalism Sites. Digital Ethics: Research and practice. In D. In Heider& (Eds.) A.L. Massanari (Eds.), Digital Ethics: Research and practice (1st ed.). New York, Peter Lang. pp. 80–99.

Robinson, S., &DeShano, C. 2011. "Anyone can know": Citizen journalism and the interpretive community of the mainstream press. Journalism, 12(8), pp. 963–982.

Serra, S. 2013. Citizen Journalism. AIP Scholaris, 2(1), pp. 1–16.

Tilley, E., &Cokley, J. 2008. Deconstructing the Discourse of Citizens Journalism: Who Says What and Why It Matters.Pacific Journalism Review. 14(1), pp. 108-124.

Van de Vliert, E. 2011. Bullying the media: Cultural and climato-economic readings of press repression versus press freedom.Applied Psychology, 60(3), pp. 354–376.

Williams, A., Harte, D., & Turner, J. 2015. The Value of UK Hyperlocal Community News. Digital Journalism, 3(5), pp. 680–703.

Willnat L., Weaver D., & Choi J. 2013.The global journalist in the twenty-first century.Journalism Practice. 7(2), pp. 163-183.

Wok, S. & Mohamed, S. 2017. Internet and Social Media in Malaysia: Development, Challenges and Potentials, in Beatriz Peña Acuña (ed.). The Evolution of Media Communication. Rijeka: In Tech. pp. 45– 64.

Xin, X. 2010. The Role of Citizen Journalism in China's Changing Media and Social Environment. Paper presented at the Annual Meeting of the International Communication Association, International Convention and Exhibition Centre, Suntec City, Singapore. pp. 36-48.

Investigation of AIDS Stories in Newspapers: An Empirical Evidence in Bangladesh

Dr. Jillur Rahaman Paul

1. Introduction

AIDS stands for Acquired Immune Deficiency Syndrome or Acquired Immunodeficiency Syndrome (http://en.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS). It is a life taking dangerous disease caused by HIV. The word, AIDS, has been taken on 27th July 1982 after identification of 1st AIDS patient on 5th June 1981 at Los Angles in the USA (http://www.unaids.org). After that, the number has been increasing rapidly all over the world. It is one of the five well-established causes of death in the world (Piot P et. al.: 2001). Realizing the magnitude of the problem posed by HIV epidemic worldwide, the government of Bangladesh has responded at first by forming a National AIDS Committee in 1985. Since then, multi-dimensional activities have been chronologically taken and implemented to control and prevent HIV/AIDS transmission including the use of the mass media for disseminating news and information among the people.

Although the first AIDS case in Bangladesh was detected in 1989, but little is known about HIV/AIDS awareness activities in the country (DGHS: 2000 and Khan: 2002). The over-populated country is still fortunate because of having low HIV/AIDS prevalence (less than 1 per 1000 adults) as compared to neighbouring countries such as India, Nepal, Thailand, and Myanmar.

But the presence of many contextual, behavioural and biomedical factors indicated that Bangladesh is not safe at all (Shah et. al.: 2000 and Azim et. al.: 2000). High prevalence of STDs (Sexually Transmitted Diseases) including limited knowledge of STD/HIV/AIDS coupled with high rates of illiteracy, poverty and low rate of condom use may aggravate the HIV/AIDS situation (Islam et. al.: 1999 and Khan: 2002).

Therefore, prevention is the best strategy for controlling HIV/AIDS. For improving the prevention activities among the general people some strategies like awareness creation, motivational activities and advocacy are very important. Information and education on HIV/AIDS and STD prevention can help people take necessary decisions for their health and development (WHO: 2001). So WHO (World Health Organization) has been advocating the role of education in spreading knowledge of AIDS transmission and prevention (Al-Owaish RA et. al.: 1995). Mass media that include radio, television, newspapers, magazine, cinema and press has been used primarily as the most effective methods for disseminating HIV/AIDS prevention messages worldwide (Elkamel: 1996 and Myhre & Flora JA: 2000). These media fight against HIV/AIDS pandemic by raising awareness and knowledge, changing attitudes and behaviors which lead to safe life.

Alike of other mass media, newspapers of Bangladesh have been giving coverage on HIV/AIDS issues since long ago. Soft news, hard news, features, human interest stories, illustrations etc. are being published on HIV/AIDS. These news items carry different objectives, goals and motives. Identification of themes of this news is very important to understand the insight of news story. The article has analyzed details on AIDS news story published in five national daily newspapers in Bangladesh viz.

The Daily Prothom Alo, The Daily Ittefaq, The Daily Sangbad, The Daily Star and The Bangladesh Observer by applying thematic content analysis technique. It has been developed on the basis of the writer's own awarded Ph.D. dissertation as well (Paul: 2011).

2. Statement of the Issue

2.1 Mass Media and HIV/AIDS

Today all sorts of communication "deals with symbols, messages, and receivers, whether those messages are in a newspaper, on a television screen, in a radio broadcast, or a video text page displayed on a computer" (Severin and Tankard: 1988).

Mass media teach people through disseminating information, which are favorable for development. The four functions of mass communication, through media are to inform, to educate, to persuade and to entertain people (Berlo: 1960). The mass media do these works in the society in different ways. Among them the information role of the media is very important. Being successfully informed, the people can be educated. Emphasizing the information role of media Schramm says that the media have three information roles. These are: the watchman, the policymaking and teaching role (Schramm: 1964).

An effective media can raise the awareness level and can also bring about sustainable behavior change thereby reducing vulnerability to the virus. Media are capable of performing the following roles in preventing HIV/AIDS:

* A Channel for Communication and Discussion;
* A Vehicle for Creating a Supportive and Enabling Environment;
* Facilitator for Removing Stigma and Discrimination Attached with the Disease;

* A Tool for Creating a Knowledge Base for HIV/AIDS Related Services;
* Education through Entertainment;
* Putting HIV/AIDS on the News Agenda and Encour aging Leaders to Participate; and
* Media as an Institution of Oversight, Restraint and Collaborative Efforts;

In this process of mass media functions on reduction of AIDS rate in the world, the media also have an important role in reporting on HIV/AIDS to the general public in educating, continuing and strengthening interest on the issue.

In such a process, media has the potentiality to influence public opinion and attitudes about HIV/AIDS, including attitudes towards people living with HIV/AIDS. An analysis of media coverage and public opinion over several decades concluded that there is a strong relationship between it. When media focus on a particular issue, there is a higher degree of public awareness and support to tackle that issue. Attitudes affect how people respond to HIV/AIDS and how people with HIV/AIDS are treated or cared for by their peers, employers, families, communities, the health care system and the justice dispensing system.

With researchers and scientists working around the clock to find a cure, many scholars, experts etc. pointed out that medicine is not the only way to solve the problem. Singhal, Professor of Ohio University School of Communication Studies said, “Communication holds the key to stemming the AIDS epidemic . . . and is truly the only ‘vaccine’ available. So much work is done in prevention, but the only vaccine is based on communication and education” (http://www.athensnews.com/issue/articl.php3?storyid=19029).

The only way to stop this epidemic is to create awareness by the proper communication process and use the media in an effective way to spread the message and reach to the general people. As Ryerson said,

> The mass media provide up to date information about the states of the pandemic and educate people how best to protect themselves by spreading the messages of safe sex. They can teach people how to deal with their infection once they are exposed to them and help them make the necessary lifestyle changes or behavioral changes to deal with their health problems (www.hdnet.org).

Therefore, it can be said that mass media have a powerful role to build up awareness and to prevent the spread of HIV/AIDS.

2.2 Newspaper and HIV/AIDS

As an important part of mass media, the newspaper has also the above role regarding HIV/AIDS. Following the role, newspapers of Bangladesh have been covering many development and social issues of the country such as health, women, trafficking, child labor, ethnic group, minority group, arsenic contamination, environment, dowry, acid throwing, forestation, literacy movement, empowerment, human rights, drug abusing etc. In this connection, HIV/AIDS has been covering with due attention as well. Various articles, editorials, views, news, advertisements, opinions etc.

on HIV/AIDS are being published frequently in the country's newspapers. The global and local consequences are also highlighted in these reports over the years. 1st December is the world AIDS day. To observe the day successfully, most of the newspapers cover HIV/AIDS much in detail in the month of November and December.

In Bangladesh about 554 (345 in Dhaka enlisted with DFP and 209 published elsewhere in country) daily newspapers are published (The Daily Star, 14 March 2014, Dhaka). The number has been increasing day by day. The content and coverage pattern of the newspaper has changed in many aspects. Periodical, weekly magazine, special issue on health and nutrition, sports; literature, women, children etc. are the common aspects of newspaper publication. In these pages especially in health and woman pages, HIV/AIDS related various reports, articles and information published with due attention. So it is very much clear that HIV/AIDS is now a news item with special treatment in the newspaper of Bangladesh.

Therefore, the thematic content analysis is essential to know how the inner sight of HIV/AIDS news is being constructed, which could be an academic interest to be fulfilled in the knowledge arena. This effort to conduct the study has been done in a systematic way to attain this objective.

3. Study Methods

Thematic content analysis has been used to conduct the study. The study has been considered all AIDS related news, views, articles, editorials and letters from audience excluding advertisement for selected national daily newspapers from January 2002 to December 2006 which were published from Dhaka.

The Prothom Alo, The Daily Ittefaq, The Daily Sangbad from Bengali category and The Daily Star and The Bangladesh Observer from English category have been selected by using lottery technique among the top fifteen circulated daily newspapers of the country at that time.

3.1 Techniques of Investigation

The investigation was made through identifying the themes. A theme is the main idea or message of an essay, paragraph or a book. It is the main idea or underlying meaning of a literary work. A theme may be stated or implied. The Theme differs from the subject or topic of a literary work in that it involves a statement or opinion about the topic. The idea was developed from the idea of Muriel Visser, Chuang-Yang Hsu and Sveta Kalinskaya; Rosemarie Anderson, PhD; Kingo J. Mchombu (Visser et. al.: 2000, Anderson: 2007 and Mchombu: 2005).

3.1.1 Theme Identification Steps

There were some steps to identify the themes of HIV/AIDS news for the study. Key-words-in-context (KWIC) had been used to identify the themes. It is based on a simple observation: if it is wanted to understand a concept, then look at how it is used. In this technique, first identifies keywords and then systematically searches the corpus of text to find all instances of the word or phrase. Each time it is found a word, they make a copy of it and its immediate context. Themes get identified by physically sorting the examples into piles of similar meaning (Ryan and Bernard: 2005). In this way, the themes had been finally identified.

Step-I

First the total coverage on HIV/AIDS was identified and made copy of every news story from five newspapers. The copy of each newspaper was kept separately so that the coverage could not be mixed with each other.

Step-II

The next step was the reading and understanding the every identified news story. In this step observation was made on how the news story was written and what was the real messages and information for the readers. Firstly, the headline, then lead and finally the whole news items were thoroughly read out paragraph wise. While reading the all descriptions, the marking with a highlighter was done on the key sentences, messages and information. This area was the main relevant to the topic of inquiry.

Step-III

From the highlighted areas, the marking of each distinct unit of meaning was identified. The identified meaning units were separated by writing down in a card.

Step-IV

Writing the meaning units and put similar units together giving the tally mark in the card. The similar meaning units might be repeated in another news item. But it was also marked and tallied in the card.

Step-V

The similar meaning units then were labeled as initial categories (themes) using keywords or phrases copied from highlighted texts in the cards. The process was revised until complete the categorizations. In this process the preliminary themes were identified.

Step-VI

The final themes were established from these preliminary themes. The close meaning preliminary themes were piled and written down separately which mentioned as sub-category or sub-theme. Then all these were gone through and tried to pick up under a broad head. This broad head was finally termed as theme.

3.1.2 Validity and Reliability of Identification of Themes

In the study, the researcher himself had done the whole process of identification of themes. However, the process includes searching of every page of newspapers for HIV/AIDS news item except advertisement. The found news item was separated and made copy. While reading news, attention, keen observation and care were duly applied by the researcher himself. So the researcher had to perform as coder, investigator, checker and observer as well. Therefore, it had provided more confidence upon the researcher regarding the validity and reliability of identification of such themes for the study.

4. Results and Discussions

4.1 Themes Analysis

It was found from the study that 303 HIV/AIDS news stories published in The Daily Prothom Alo, 129 in The Daily Ittefaq, 131 in The Daily Sangbad, 313 in The Daily Star and 289 in The Bangladesh Observer. In these news stories, HIV/AIDS connotation is variety in nature. This connotation emphasizes the awareness on HIV/AIDS in a different way. Now Bangladesh needs to create awareness on this issue since other risk factors are prevailing. HIV/AIDS news story had been analyzed thematically so that HIV/AIDS connotation could be visible clearly and finally the newspapers' trend to construct the issue would be clear.

To understand it, total 24 themes were identified which contained some specific sub-themes. The whole coverage on HIV/AIDS in the selected five newspapers followed 24 themes and other sub-themes. The identified themes and sub-category are as follows:

4.1.1 Women Affairs

It refers to all HIV/AIDS issues related with women. The HIV/AIDS news which reflects the women is considered as women affairs. The theme also includes the following keywords or meaning:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Women Affairs	▪ Victim
	▪ Trafficking
	▪ Reproductive Rights ▪ Women Health and Nutrition
	▪ Gender Discrimination
	▪ Sexual Exploitation

4.1.2 Young People

This theme includes the following issues of HIV/AIDS relating to different sections of young people:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Young People	▪ School Boys and Girls
	▪ College and University Students
	▪ Adolescent
	▪ Youth
	▪ Peer Group

4.1.3 Medical Care and Service

It refers to epidemiological aspects of the disease, AIDS research, AIDS researchers, medication, all services and related issues. The theme specifically includes the following features:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Medical Care and Service	▪ Facility to Service of HIV/AIDS and others Communicable Diseases
	▪ Medicine
	▪ Safe Blood Transfusion
	▪ Drug Addicted Rehabilitation Services
	▪ Counseling Facility
	▪ Testing Facility
	▪ Cost of Medicine and Services
	▪ Detoxification and Rehabilitation
	▪ Condom Use
	▪ Hospital Facility
	▪ Female Condom

4.1.4 Projection of Vulnerability and Alarming

The portrayals of HIV/AIDS as a desperate, unsolvable issue, overwhelming and impossible to combat are considered into the theme. Moreover, the aspects of vulnerability and alarming situation regarding HIV/AIDS are included in this theme. The following aspects also comprise in the theme:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Projection of Vulnerability and Alarming	▪ Danger Situation
	▪ Risk indication
	▪ Decreasing Condition
	▪ Different risk barer indications
	▪ Predictions
	▪ Infection Rate
	▪ Research and Other Reports
	▪ Social and Economic Consequences
	▪ Sexual Behaviour

4.1.5 Social Factor, Superstition and Stigma

It refers to the social dimensions of the disease and includes issues such as culture, religion, traditions, superstitions, stigma and places in society where the disease may be concentrated like amid prostitutes and risk bearers. It also refers to acts of sexual aggression and rape against any group in society such as women, children etc. The other areas under the theme are like the following:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Social Factor, Superstition and Stigma	▪ Isolation
	▪ Burden
	▪ Unawareness
	▪ Illiteracy
	▪ Misconception
	▪ Low and Unhygienic Living Status
	▪ Fear
	▪ Poverty
	▪ Unplanned Urbanizations
	▪ Slum Dweller
	▪ Migration
	▪ Smugglings
	▪ Porous Boarder
	▪ Religious Value
	▪ Social Value
	▪ Low Knowledge
	▪ Foreign Disease
	▪ Ignorance
	▪ Sex Violence
	▪ Moral Value
	▪ Lack of Proper Education
	▪ Social Security
	▪ Taboo
	▪ Stereotyping

4.1.6 International Perspective

This theme includes the global concern of HIV/AIDS highlighted in AIDS news story in the newspapers. In Different areas of the world, inter-continental activities are included in the theme. The news story specifically containing the following concern issues are also referred in the theme:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
International Perspective	▪ International Agency
	▪ Global Implications
	▪ Global Activities
	▪ Sub-Saharan Region
	▪ European Countries
	▪ American Countries
	▪ International Relations
	▪ Developing Countries

4.1.7 Local Issue

Many events and activities are being taken place in the different areas of the country regarding HIV/AIDS which reflected in news story. It specifically includes the following aspects:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Local Issue	▪ Different Areas of the country
	▪ Local Events
	▪ Local Activities
	▪ Cross Boarder Incidents

4.1.8 Awareness Raising

All the awareness raising activities covered by the newspaper are included in the theme. Many news events highlight the awareness issues in many ways. The following specific aspects also indicate the theme:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Awareness Raising	▪ Campaigning
	▪ Procession
	▪ Roundtable Discussion
	▪ General Discussion
	▪ Observing AIDS Day
	▪ Photo Exhibition
	▪ Film Show
	▪ Drama Show
	▪ Documentary
	▪ Anti Drug Movement
	▪ Peer Education
	▪ Criticism
	▪ Peer Worker
	▪ Motivation

4.1.9 Treatment

The theme refers HIV/AIDS treatment related to all aspects such as laboratorial progress, its research, function of ARV (Anti-Retroviral Vaccine) etc. The specific aspects are as follows which include in the theme:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Treatment	▪ Vaccination
	▪ Different Laboratorial Experiment on the Virus
	▪ Updates of Treatment
	▪ Advanced Treatment
	▪ ARV (Anti-Retroviral Vaccine)

4.1.10 Advocacy

Advocacy is a very vital tool to fight against HIV/AIDS especially creating awareness and motivation to all-quarter of people of society. It includes the following aspects regarding HIV/AIDS:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Advocacy	▪ Commentary
	▪ Interviewing with Concern Personnel
	▪ Government Activities
	▪ Conference
	▪ Workshop
	▪ Meeting
	▪ Sex Education
	▪ Public Speaking
	▪ Seminar
	▪ Symposium

4.1.11 Political and Leadership

It situates the issue in a political light by referring to government action or inaction, to the leading political party and other parties, references to the President, ministers, members of parliament, governmental authorities. It also indicates the different organizations and influential personalities and opinion leaders. The theme includes the following key meaning units so far:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Political and Leadership	▪ National Executive Committee
	▪ Lawmaker
	▪ Different International Organizations' Head
	▪ President
	▪ Prime minister
	▪ Minister
	▪ Social Organizer
	▪ HIV/AIDS Committee
	▪ Charity Organization
	▪ World Social Leader

4.1.12 HIV/AIDS Positive People

The HIV/AIDS news reports indicating the positive person and their whole life of survival has been included in the theme. The following aspects are specific:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
HIV/AIDS Positive People	▪ Positive of All Age Group
	▪ Livelihood patterns of Positives
	▪ Life Sketch of Positives

4.1.13 Drug Addiction

There is a close relation between the drug addiction and HIV/AIDS prevalence. The news story also provides different aspects of drug addiction. The specific meaning unit is as follows:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Drug A ddiction	▪ Injecting Drug Users
	▪ Illegal Drug Trading
	▪ Drug Abuse

4.1.14 Statistics of HIV/AIDS

In HIV/AIDS news story analyses were made on the basis of different statistics. The theme refers to statistics or trends such as increase, decrease, leveling off, stagnation etc. in mortality and death among the general population or sub-groups of the population. It also references to individual deaths. All related statistics are included in the theme. The following specific aspects are also considered into the theme:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Statistics of HIV/AIDS	▪ Graphs
	▪ Charts
	▪ Number of Deaths, New Infections, and Related Issues

4.1.15 Children Affairs

The news containing children affairs like the following is included under the theme:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Children Affairs	▪ HIV Orphan
	▪ Child Pornography
	▪ Breast Feeding of Positives' Child

4.1.16 Human Rights

The theme includes human rights such as actions by the HRC, crimes against humanity, basic human rights, conventions that protect the rights of children, women and other groups of positives and vulnerable, legal action of the government and civil society, activism etc. The following key aspects are also indicted the theme:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Human Rights	▪ Human Rights Violation
	▪ Rights to the Positives
	▪ Role of State
	▪ Protection of Positives and High Risk Bearer

4.1.17 HIV/AIDS Prevention

HIV/AIDS prevention aspects like the following which are indicated in the coverage are referred the theme:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
HIV/AIDS Prevention	▪ Implementation
	▪ Promoting
	▪ Drop in Centre
	▪ Support from NGOs and International Organization

4.1.18 Role of Media

The media's role on HIV/AIDS highlighted in the news story includes in the theme. The specific areas of meaning the role of media are as follows:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
HIV/AIDS Prevention	▪ Media's Activities
	▪ Media Campaign
	▪ Promotional Activity
	▪ Access to HIV/AIDS Information
	▪ HIV/AIDS Messages
	▪ Publicity

4.1.19 Policy

Different policy issues and its concern to personnel relating to HIV/AIDS of home and abroad cover the theme. Moreover, other aspects of following are the meaning units as well:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Policy	▪ Comprehensive National Strategy
	▪ Partnership
	▪ Collaboration
	▪ Networking
	▪ Bureaucracy
	▪ Rehabilitation of Positives IDUs (Injecting Drug Users) FSWs (Female Sex Workers) and Others
	▪ Integration with Treatment and Social Care
	▪ Holistic Approach

4.1.20 Risk Barrier

It refers to particular groups or categories of the population indicated as being at the origin of the HIV/AIDS pandemic and the threat to be associated with the pandemic:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Risk Barrier	▪ Peacekeeper
	▪ Trucker
	▪ Multiple, Premarital Sex
	▪ Male having Sex with Male
	▪ Hermaphrodite
	▪ Rickshaw Puller
	▪ Transport Worker
	▪ Sex Worker
	▪ Professional Blood Donor
	▪ Intra Veinous Drug User
	▪ Border Guards
	▪ Prisoners
	▪ Salon
	▪ Sailor
	▪ Street Children
	▪ Migrant Workers
	▪ Garments Workers

4.1.21 Fund and Economic

There is much expenditure in fighting against HIV/AIDS in home and abroad. Moreover, its impact on the development, economy, foreign workforce, drugs and treatment at national, institutional and family levels are included under the theme. The following specific aspects also include in the theme:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Fund and Economic	▪ Investment
	▪ Money Involvement
	▪ Global Fund
	▪ Donor Agency
	▪ Cost of Treatment

4.1.22 Attract the Attention to All Concerns

HIV/AIDS news has the indication of attracts the attention to all the concerns of the field. Some special activities lead to attention of concerned persons. The specific aspects of following includes in the theme:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Attract the Attention to All Concerns	▪ Government Efforts
	▪ NGOs Activities
	▪ International Agency's Activities

4.1.23 Regional Affairs

Regional different events are included in the theme. The following aspects also includes specifically:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
Regional Affairs	▪ South Asian Countries
	▪ Far Eastern Countries

4.1.24 HIV/AIDS Intervention

HIV/AIDS news covered many issues and aspects of intervention matters such as implementation process, effectiveness, impact, weakness etc. All the aspects are included under the theme. The following specific aspects are also included in the theme:

Main Theme	Sub-category/ Sub-themes
HIV/AIDS Intervention	▪ Sustainability
	▪ Coordination
	▪ Steering
	▪ Management
	▪ Drawbacks
	▪ Monitoring and Evaluation
	▪ Cost-effective Approach

4.2 Quantitative Analysis of the Identified Themes

To analyze the coverage, investigation into the HIV/AIDS news story had been made to find out the area of emphasis and the purposes of the news story. According to the following table-1, the frequency against the themes was varied among the newspapers. But it was clearly found that all the five newspapers had provided HIV/AIDS news story to raise awareness. 'Awareness Raising' theme was identified as the highest in number in each newspaper compare to other 23 themes. 'Awareness Raising' theme was found 30% in HIV/AIDS news of The Daily Prothom Alo, 50% of The Daily Ittefaq, 59% of The Daily Sangbad, 31% of The Daily Star and 29% of The Bangladesh Observer. 'Advocacy' as theme was placed just after the 'Awareness Raising' which was 18% in HIV/AIDS news of The Daily Prothom Alo, 34% of The Daily Ittefaq, 36% of The Daily Sangbad, 26% of The Daily Star and 21% of The Bangladesh Observer. The findings further indicated that 'International Perspective' was also prominent. 12% in HIV/AIDS news of The Daily Prothom Alo, 31% of The Daily Ittefaq, 34% of The Daily Sangbad, 15% of The Daily Star and 18% of The Bangladesh Observer were put 'International Perspective' theme.

'Projection of Vulnerability and Alarming' theme was also found as a bit of important. It was found 15% in HIV/AIDS news of The Daily Prothom Alo, 27% of The Daily Ittefaq, 31% of The Daily Sangbad, 21% of The Daily Star and 16% of The Bangladesh Observer. Moreover, 'Attract the Attention to All Concerns' theme was categorized 15% in HIV/AIDS news of The Daily Prothom Alo, 19% of The Daily Ittefaq, 16% of The Daily Sangbad, 12% of The Daily Star and 12% of The Bangladesh Observer. On the other hand 'Social Factor, Superstition and Stigma' theme was mentioned 10% in HIV/AIDS news of The Daily Prothom Alo, 19% of The Daily Ittefaq, 17% of The Daily Sangbad, 13% of The Daily Star and 11% of The Bangladesh Observer.

So, the areas of giving more emphasis in the HIV/AIDS news story were raising awareness and performing advocacy. It could be considered the ultimate goal and objective of newspapers' coverage on HIV/AIDS. There was found a similarity among themes of the five newspapers according to the given emphasis in the news story. On the basis of identified 24 themes, it was obvious that the newspaper's story on HIV/AIDS had been focusing to campaign for prevention rather than cure. All identified themes almost covered all the aspects of society relating to the disease.

Table-1: Distribution of Identified Themes of Five Newspapers

Sl. No.	Newspaper / Identified Themes	The Daily Prothom Alo (N=303)	The Daily Ittefaq (N=129)	The Daily Sangbad (N=131)	The Daily Star (N=313)	The Bangladesh Observer (N=289)
		Frequency (%)				
1.	Woman Affairs	10 (3)	5 (4)	7 (5)	13 (4)	11 (4)
2.	Young People	13 (4)	9 (7)	8 (6)	24 (7)	15 (5)
3.	Medical Care and Service	15 (5)	7 (6)	9 (7)	26 (8)	14 (5)
4.	Projection of Vulnerability and Alarming	44 (15)	35 (27)	41 (31)	67 (21)	47 (16)

Sl. No.	Newspaper / Identified Themes	The Daily Prothom Alo (N=303)	The Daily Ittefaq (N=129)	The Daily Sangbad (N=131)	The Daily Star (N=313)	The Bangladesh Observer (N=289)
		Frequency (%)				
5.	Social Factor, Superstition and Stigma	30 (10)	25 (19)	22 (17)	41 (13)	33 (11)
6.	International Perspective	37 (12)	40 (31)	45 (34)	46 (15)	51 (18)
7.	Local Issue	23 (8)	15 (12)	17 (13)	19 (6)	14 (5)
8.	Awareness Raising	91 (30)	65 (50)	77 (59)	96 (31)	85 (29)
9.	Treatment	11 (4)	9 (7)	7 (5)	17 (5)	12 (4)
10.	Advocacy	55 (18)	44 (34)	47 (36)	80 (26)	62 (21)
11.	Political and Leadership	10 (3)	7 (6)	8 (6)	17 (5)	8 (3)
12.	HIV/AIDS Positive People	13 (4)	11 (9)	12 (9)	18 (6)	13 (4)
13.	Drug Addiction	17 (6)	15 (12)	14 (11)	16 (5)	20 (7)
14.	Statistics of HIV/AIDS	8 (3)	6 (5)	7 (5)	12 (4)	9 (3)
15.	Children Affairs	8 (3)	5 (4)	7 (5)	9 (3)	8 (3)

Sl. No.	Newspaper / Identified Themes	The Daily Prothom Alo (N=303)	The Daily Ittefaq (N=129)	The Daily Sangbad (N=131)	The Daily Star (N=313)	The Bangladesh Observer (N=289)
		Frequency (%)				
16.	Human Rights	7 (2)	5 (4)	7 (5)	8 (3)	6 (2)
17.	HIV/AIDS Prevention	23 (8)	25 (19)	16 (12)	36 (12)	25 (9)
18.	Role of Media	18 (7)	12 (9)	12 (9)	23 (7)	11 (4)
19.	Policy	12 (4)	9 (7)	12 (9)	18 (6)	7 (2)
20.	Risk Barer	40 (13)	21 (16)	29 (22)	49 (16)	23 (8)
21.	Fund and Economic	12 (4)	14 (11)	7 (5)	15 (5)	10 (3)
22.	Attract the Attention to All Concerns	45 (15)	25 (19)	21 (16)	38 (12)	37 (12)
23.	Regional Affairs	30 (10)	11 (9)	13 (10)	28 (9)	30 (10)
24.	HIV/AIDS Intervention	14 (5)	3 (2)	6 (4)	11 (4)	9 (3)

(Note-1: Multiple themes could be included; 2. Percentage is shown in the parenthesis)

5. Conclusion

Bangladesh is still a low prevalence country though IDUs (Injecting Drug Users) are being considered as a threat because of their increasing vulnerability in the central area of the country especially in Dhaka city. If it is considered the situation of Sub-Saharan countries of the world, where prevalence rate is too high and turned into epidemic form, the mass media's role could be different compared to others. Huge number of positives, their treatment and medical care, availability of ARV, government initiatives, world leaders' effort, corruption of intervention etc. might be given more priority in the media of Sub-Saharan country. But a country like Bangladesh needs to create awareness and to build up capacity to fight against HIV/AIDS. The Government of Bangladesh has also been given the emphasis on awareness creation. The study had revealed that awareness raising was given more priority in HIV/AIDS news story. To do this, advocacy was also done through the news coverage. It could be said that the five newspapers' house policy and the Government policy to fight against HIV/AIDS had found some sort of similarity. The common area was awareness raising against HIV/AIDS.

Other themes were also important to construct HIV/AIDS phenomenon before the audience. The newspapers were trying to convey the message and information for the audience. The whole meaning of HIV/AIDS news story had been identified through these themes. It was clear that 'Awareness Raising', 'Advocacy', 'Projection of Vulnerability and Alarming', 'Attracts the Attention to All Concerns', 'Risk Barer', 'International Perspective', 'HIV Prevention', 'Social Factor, Superstition and Stigma' were taken place in the top five priority themes .

These themes existed in most of the news stories of the newspapers. Therefore, it was observed that there had also been a close positive relationship regarding the construction of HIV/AIDS news story among the five newspapers.

Writer: **Dr. Jillur Rahaman Paul,** Assistant Professor, Department of Film and Media Studies, Jatiya Kabi Kazi Nazrul Islam University, Trishal Mymensingh.

References :

Al-Owaish, RA et. al., (1995). "Knowledge, Attitudes, Beliefs and Practices of the Population in Kuwait about AIDS-A Pilot Study", in Eastern Mediterranean Health Journal (EMHJ) 1: 235-40.

Anderson (2007). Link: www.wellknowingconsulting.org, Accessed on 27 June 2009.

Azim T et. al., (2000). "Prevalence of HIV and Syphilis among High-risk Groups in Bangladesh", in AIDS, 14:210.

Berlo, David K (1960). The Process of Communication. Halt, Rinehart and Winston, Inc.

DGHS. Strategic Plan of the National AIDS Programme of Bangladesh 1997-2002.

Elkamel, FM (1996). "Can Mass Media Prevent AIDS: The Need for Well Planned Behavior Change Communication Programmes", in Eastern Mediterranean Health Journal, 2:449-58.

http://en.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS, Accessed on 20 June 2006.

http://www.unaids.org, Accessed on 20 September 2006.

Islam, M et. al., (1999). “HIV/AIDS in Bangladesh: A National Surveillance (short report)” in International Journal STD & AIDS, (1999), 10: 471- 4.

Khan, MA (2002). “Knowledge on AIDS among Female Adolescents in Bangladesh: Evidence from the Bangladesh Demographic and Health Survey Data”, in Journal of Health and Population Nutrition, 20:130-37.

Mchombu, Kingo J. (2005).

Link:www.unesco.org/webworld/publications/media_aids/chapter_12.pdf, Accessed on 30 July 2010.

Myhre, SL & Flora JA (2000). “HIV/AIDS Communication Campaigns: Progress and Prospects”, in Journal of Health Communication, 5 (Suppl.): 29-45.

Paul, Jillur Rahaman (2011). AIDS Coverage in Mass Media: A Study on Selected Newspapers of Bangladesh, an Unpublished Ph.D Dissertation. Rajshahi: Institute of Bangladesh Studies (IBS).

Piot P et. al., (2001). “The global Impact of HIV/AIDS”, in Nature, 410:968-73.

Ryan, Gery W. and Bernard, H. Russell (2005). “Techniques to Identify Themes in Qualitative Data”, Link: http://www.analytictech.com/mb870/Readings/ryan-bernard_techniqman. _identify_themes_in.htm, Accessed on 16 September 2010.

Ryenson, William N. Link, www.hdnet.org, Accessed on 25 June 2005.

Schramm, Wilbur (1964). Mass media and National Development: The Role of Information in the Developing Countries. Stanford University Press: California.

Severin, Werner J. and Tankard, James W. Jr., (1988). Communication Theories, 2nd ed. New York: Longman.

Shah SA et. al., (2000). “Behavioral and Biomedical Risk Factors for the Transmission of HIV/AIDS in Bangladesh”, in International Journal STD & AIDS, 11:133-34.

Singhal, Link: http://www.athensnews.comissue/articl.php3?storyid=19029, Accessed on 22 September 2006.

The Daily Star, 14 March 2014, Dhaka.

Visser Muriel, Chuang-Yang Hsu and Sveta Kalinskaya (2000). “The Story behind the Headlines–HIV/AIDS in A Leading South African Newspaper”, Florida State University.

Link: www.learndev.org/dl/StoryBehindHeadlines.pdf, Accessed on 28 November 2009.

WHO (2001). World AIDS Campaign 2001: Men and AIDS. Cairo: WHO Regional Office for the Eastern Mediterranean, Cairo.

End-note:

The Selection of the year 2002 is that the UN Declaration of Commitment on HIV/AIDS was adopted by the member countries in the 26th UN General Assembly in 25-27th June 2001 to fight against HIV/AIDS globally. Bangladesh is one of the leading countries to implement the goal of the declaration. That is why, the role of media combating HIV/AIDS was started more seriously after ratify the declaration.

Social Representation of Women in Contemporary Bangladeshi Advertisements

Mohammad Ferdous Khan Shawon

Abstract

The purpose of this paper is to examine the representation of women in contemporary Bangladeshi advertisements. Objectifying of women is not a new problem in Bangladeshi advertising or media. The researcher explains different advertising areas such as TVC, newspaper advertising, billboard, social media campaigns etc. Available data or information on health, nutrition, education, and economic performance indicated that in the 1980s the status of women in Bangladesh remained significantly inferior to that of men. Women, in custom and practice, remained subordinate to men in almost all aspects of their lives; greater autonomy was the privilege of the rich or the necessity of the very poor. Most women's lives remained centered on their traditional roles, and they had limited access to markets, productive services, education, health care, and local government. Women's participation in the society has been increased after the 90s in which the expansion of garments industry it played the pivoting role, and now around 4 million of women are in active in the garment industry. The advertisers and the advertising agencies in Bangladesh portray women in typical roles such as mother, daughter and housemaid. Only in few occasion women are found in responsible positions in the advertising.

Social awareness, more women's participation in the industry, regulatory body and scrutinization by the monitoring agency can solve the problem like stereotypes of women.

Keywords: Advertisement; model; objectifying; social representation; women.

1. Introduction

Advertising is the paid promotion that uses strategy and information about the features of a product or service to influence a target audience's attitudes or behaviors. Between online, television, radio, outdoor, and print platforms, people see hundreds, even thousands of advertisements daily. Advertising appeared as a significant component of society and culture. Images which are totally detached from reality are still common in advertising and this applies to many stereotypes concerning the role and functions of women in the society. Since the advent of advertising many centuries ago, women have been objectified, and in some cases, disrespected or degraded. Many advertising agencies and advertisers use imperfect role and vulgarized images of women to promote its goods or services. Social representation of women in advertising is a popular subject of discussion and analysis. Objectifying of women is not a new problem in Bangladeshi advertising or media as well as on the global context. Since the 19th century, women have been used in the advertising posters as models in Europe; the usages of beautiful women in the painting or art were old practices. As we can see, European painters painted nude female figures in their paintings. It has been observed from the Renaissance period to modern day art. The researcher here sheds light on different advertising areas such as TVC, newspaper advertising, billboard, social media campaigns etc.

The case for advertising being implicated in promoting gender inequality or degrading the status of women are challenging to identify. The study also includes the social representation of women in Bangladeshi advertising.

2. Background

Bangladesh appeared as an independent state in 1971 after breaking away and achieving independence from Pakistan in the Liberation War. The advertising industry in Bangladesh represents the social and political changes that have transformed the country through history. After the war, a massive change came into the society. The government in Bangladesh passed regulations to nationalize major industries including bank, manufacturing and trading enterprises in 1972. Although Bangla was established as the second official language of Pakistan in 1956, but the Bangla language, culture and literature were developed after 1971. Bangla language was used in printed and outdoor advertisements with great enthusiasm. But nowadays the use of English in advertisements has increased, as many consider it as a symbol of status. After 90s, participation of women in the society has increased drastically. One of the major reasons is the advent of garments industry in Bangladesh; around 4 million people are part of the garments industry in Bangladesh. The main factor of the development is the availability of cheap labor here. Therefore, in rural areas women became vibrant voices in their families as they contributed money to the families. Sometimes they participated in family decision making process. Another reason was the expansion of NGOs, especially microcredit system in village areas. Those factors helped the women empowerment in Bangladesh. At present, the Prime Minister, Leader of the Opposition are women, and Bangladesh's Parliament has for the first time elected a woman as the Speaker of the Jatiya Sangsad.

Currently, women in Bangladesh are working in some challenging professions like military service, Police. Female members of Bangladesh military contingent are serving with the United Nations mission in different countries. Already two Bangladeshi women conquered the highest peak of the Mount Everest. The researcher here mentioned all those facts to portray the development of women empowerment and their participation in the society.

3. Objective

The objective of the research is to identify the social representation of women in advertising, to identify the objectifying and commodification of women in Bangladeshi advertisements. At the same time, the researcher has traced the social status of women or projection of women in the family and society.

4. Methodology

Information and data have been collected from both primary and secondary sources. Primary source includes work of advertisements. Secondary source includes internet, book, journals and other printed resources. Each data or information is cross-checked to ensure the authenticity. The researcher has collected the advertisements primarily from Bangladeshi advertising industry. Using a combination of literature review, close observation and deep analysis, this paper has displayed the current representation of women in Bangladeshi advertising.

5. Literature Review

The general consensus is that advertising reflects society in a distorted fashion, calling attention to and exaggeration some aspects of our lives and hiding others. One reason for such distortion is obviously the perceived need to push boundaries in creating the kind of attention-grabbing and innovative advertising required to get notice in marketplace characterized by clutter (Rumbo, 2002: 127-148).

The pose of a woman in an ad often entails more than what meets the eye. Women are frequently photographed in defenseless poses, often with their mouths covered either by their own hands, males' hands or by the products (Kilbourne, 2010).

Postfeminist interventions into the arena of media and film theory are an outgrowth and development from feminism's involvement with both filmic and media discourses. Feminists have long been engaged in the development of a feminist practice in the areas of film production and scholarship. They have in the process interrogated the language of film with a view to demystifying the assumptions on which many media and film theory has operated. Second wave feminist interventions sought to investigate the way in which patriarchal ideology and social formation of patriarchal society was sustained through media and filmic discourse (Brooks, 1997: 163).

One major criticism of sexually based advertisement is that it perpetuates dissatisfaction with one's body. Females in print advertisements and models in the television advertising often are thin. The key to success seems to be the thinner the better. As advertising models have getting thinner, body dissatisfaction and eating disorder among women have risen. Research indicates that women feel unhappy about their own bodies and believe they are too fat after viewing advertisements showing thin models. Still, ads with thin models are more likely to convince women to purchase a product (Clow and Bacck, 2015: 172).

The sexualized image emphasizes the body and external get up of women without putting any value on their talent or intelligence. Other avatars of women are mothers and homemakers that also stress on the fact that taking care of home and children is the real motto of women, and their intellect or creativity is nothing desirable.

From nude paintings to contemporary visual culture, we see the same expression of making women as men want to see. Thus, the portrayal becomes just a representation reflecting male psyche (Otondrila, 2014: 4).

In the Irish Marketing Review, the writers portrayed the gender roles of advertising as below:

In terms of gender roles, content analytic studies generally highlight that depiction of women circulates around a set of roles that include: mother, good wife, and increasingly, sex object.

Furthermore, in their study of magazine advertising Wiles et al. (1995) indicated that women were shown in non-working roles in 92.3 percent of the US adverts, 90.7 percent of the Swedish adverts, and 91.5 percent of the Dutch adverts under investigation. Furthermore, this study indicated that women in the US (81.5 percent) and the Netherlands (57.4 percent) were most likely to be shown in decorative roles, a finding which is supported by work elsewhere (Lambiase et al., 1999; Lindner, 2004: 149-160).

With regard to character traits, various studies determine that women are frequently portrayed as dependent on a man. Studies have also shown that women are more likely to be represented as unintelligent consumers concerned about the social consequences of purchasing a product, while their male counterparts are depicted as intelligent, rational decision makers exhibiting expertise and authority (Patterson et. Al., 2009: 12).

6. Advertising in Bangladesh

Most of the advertising agencies in Bangladesh are based in Dhaka. Among those few are important to mention such as Asiatic, Bitopi Advertising, Grey Advertising Bangladesh, Ogilvy & Mather Bangladesh, Benchmark, Expressions, Unitrend, AdComm Ltd., Mediacom, Design Mattra, Interspeed Advertising, Madonna Advertising Ltd. etc. Creative Department is the core house of an advertising agency. These advertising agencies are concerned regarding newspaper advertising, billboard, TV commercial and Digital Marketing. Dhaka, the capital of Bangladesh has experienced unorganized or unauthorized advertising everywhere. It includes big billboards or posters. But recently most of the advertising agencies focus on Digital Marketing, especially on social media advertising. Besides that, most of the corporations have separate Creative Department for advertising.

As a communication media, advertising is a huge field in Bangladesh. Women are presented in many different forms in advertisements. But they can be divided into certain categories. One category of ads is such where women are just used to getting attraction. They are used to get people to watch the ad and also to buy the products. In these kinds of ad, the role of women is of no use, it is just there to get attention.

Another category is where women are presented in sari's (a traditional costume), taking care of children and homes and waiting upon their husbands when they come back home from office. This is considered the ideal role of women.

These types of ad face a lot of criticism from the feminists, but they still remain. However, there are some ads where women are shown as working women. This type of ads shows that the thought process has slightly changed the viewpoint on the role of women. A Banglalink advertisement where a young girl was a journalist is a good example of such a change. However, even in the ads where women are shown as working, their main priority seems to be their home and how they balance work and home. Still, this is a welcoming change and it is hoped that more ads where women are portrayed as independent personalities capable of taking care of themselves will be produced (Safeen, 2015).

In Bangladeshi advertisements, women are used in a way that complements male ego by keeping the patriarchal mindset intact. Apart from unnecessary use of female body, we get to see avatars of mothers and homemakers. In Bangladeshi TV ads, we see male making decisions if it is about property or builders, technological involvement while it is all women if it is for decision-making inside home such as food products, home appliances, or cleaning products and cosmetic products (Orchi, 2014: 16).

According to a survey on television ads (2002) it was found 91.89 percent ads (397 ads) shows women with no occupation while in real life survey of 1998 found that 54.4 percent Bangladeshi women are involved in agriculture (Mushtaq, 2002).

The 'modernization' of the media culture over the years, with the arrival of private television channels and advertisement firms has had commensurate effects on the culture of patriarchy. Take for example, this set of ads. An earlier commercial shows a woman, who had come to be 'viewed' by a prospective groom, pleasing the family with her fine culinary skills, indicating that she remains within the four walls of the house.

The next version shows a woman who is not domesticated, she does not know how to cook and her husband rebukes her for this. Hurt and distraught at her 'failure', she wins him back by whipping up a delicious meal with her discovery of ready-made cooking spices. The next phase shows a man cooking. The ready-made spices are so easy to use that even a man can cook. Of course, he makes a mess in the kitchen, emphasizing further that the kitchen is not really his place to be. This shows that the camera almost always serves patriarchal interests. So, the heavily made-up woman's delight at getting the keys to a beautiful new apartment from her husband seems to be perfectly logical. It is the wife, the mother or the children, who receive privileges, like living in a luxury apartment, from the 'Sonar Chele' (golden son). A man's success in life is rated by what he brings for those who depend on him the various women in his life.

A bank's billboard shows ‘achievement’ as perceived by three groups - The child's achievement is learning the skill of tying a shoelace, the man's is taking his first step on the moon and finally the woman's achievement is getting crowned in a beauty pageant. (Credit: Hasan Ahmed\WFS) (Ahmed, 2015).

Of course, companies are aware that portraying the woman strictly in the home environment is no more acceptable. Mobile Phone Company Banglalink has introduced a phone package for women, the ‘Ladies First’ for working women who have to talk a lot. Currently, there is a cement ad that proudly states: "Today's mechanic, tomorrow's engineer", and shows two boys with hard hats pretend playing to be construction engineers, while their female counterpart pretends to be a school teacher. Not that it is any less respectable to be school a teacher, but on screen some professions like teaching, nursing and fashion designing seem to be reserved for women, while engineering, politics and multinational business management are for men (Ahmed, 2015).

An American Apparels advertising related to Bangladeshi RMG sector arose controversy globally. Previously many of their ads were banned in different countries.

This is the narration of a shampoo company advertisement. The superintendent of the hostel alerts the girls, “It is forbidden to go outside the hostel after 10 pm”. The inmates of the hostel assured the superintendent that they will not go outside the hostel after 10 pm. They replied, “Madame, how come? With this wet hair!” But they joined party and danced. These are the attributes of the shampoo. The feature of the shampoo locked hair, but exposed lies and cheat.” (Alam, 2014).

AARONG is a famous fashion brand in Bangladesh. Many consumers consider AARONG as the top most brands in Bangladesh. Underneath is the feature of AARONG advertising where female figures were used to gaze the male attraction:

A look at the AARONG advertisement entitled ‘Flower Power’ reminds us of the three Greek goddesses of beauty, intelligence and power; Athena, Hera and Aphrodite, who seem to be symbolized by the three young girls standing here. Their ‘tempting’ outlook and gesture attract the viewers with their beauty as well as power which is already entitled as “flower power”. “Flower (Girls) Power” signifies a declaration of war against this patriarchal society which can be seen as an empowering side of this advertisement. Again, using zero ornament is a signifier of non-violent ideology to renounce their femininity which suggests refusing traditional female roles of being decked up with ornaments. The use of zero ornaments can be seen as an attempt as ‘De-eroticizing’ here which suggests a renewal of identity or protest. At the same time, the uncouth standing positions and looking gestures of three females can disrupt the male gaze.

All of them have a front view but only the model standing in the middle casts a complete gaze while the other two have partial front views in the picture which denotes a kind of ignorance to the viewers. (Adnan, 2015: 181).

A Bangladeshi cricketer Sabbir Rahman features Oscar beverage ad with a local model Nayla Naim where the ad arises amid reaction among the viewers for its controversial slogan, “Aktu Privacy to Darker” (Need More Privacy). Later the TV channels in the country stopped the ad for its controversial dialogue. Whereas this could be stopped before broadcasting if there was existence of a regulatory/censor board to screen these through (Khan, 2017: 1410).

7. Observation and Analysis

We open our analysis on representation of women in advertisements from newspapers, magazines, billboard, TV, websites and different social media sites. Most of the Bangladeshi advertising agencies use a model with fair complexion. Even some big brands are using European female models in their advertising. For example, renowned fashion brand of Bangladesh ‘Yellow’ is using European models in the advertisements to promote the brand.

Advertising orders come to the hands of Marketing Department in Ad agency. Then it is sent to the Creative Department. But brainstorming is generated there and then again sent to the client for feedback. Client service is also associated with this procedure. Basically, Creative Department and Client Service work together. In the advertising sector, there should be a survey, aesthetic approach and necessity of the consumers. At present, a large number of TV commercials are made outside the country especially in India (Khan, 2017: 1409).

In most of the Bangladeshi advertisements, they use female models between the ages 18-30. They have such perception that young models are the symbols of beauty. A very few occasions the agencies or advertisers use the age 40-45 women in a glamourized way. In few cases, we see that older women are used to promote the brands outside Bangladesh. In birth control related items promotion, female models are used in comparative persuasive and sensualize ways. Most of the time, these models were taken randomly from the different websites.

In this article, we can compare the ads with different South Asian countries like- India, Pakistan and Sri Lanka. Sunlight is a famous fabric oriented detergent powder of Sri Lanka. They use female figures in a persuasive way. In most South Asian countries, there is a common perception about women's beauty. If she is light skinned, she is considered beautiful. This applies not only in Asia but also in Africa and other countries. Bangladesh, a country in the South Asian region, has inherited its own culture. Where, there is a great diversity in skin colors. Some are dark while others are light skinned. Historically, Bangladeshi women have long held a respectful identity – they are considered as a race of mothers.

But recently, researchers have found that skin whitening or fairness cream advertisements are playing a major role in creating skin-based discrimination in the society. In India, there is a movement known as "Dark is Beautiful" to eliminate the people's obsession with fair skin. But in Bangladesh, people have little awareness of this. In Bangladesh, television advertisements show that fair skin is necessary for women's success in daily life and career. In the advertisement, only fair women are showed to attract the customers.

These advertisements present women as products. There is currently a debate among the civil society on the content of the advertisements, as the manufacturer perceived them as hurting the public sentiment. According to a survey result, conducted by the Center for Advertising Studies, University of Illinois's Cummings noted that 51 per cent of consumers felts that the advertisement insulted them (Shavitt et al, 1998). Similarly, contemporary advertisements for skin whitening cream regarding women are controversial in many ways in Bangladesh (Mausumi, 2016).

Jui Coconut oil has made an advertisement to mark Women's Day, 2017. It has earned appreciation globally. There is a conversation between the female barber and a female customer inside a saloon. The advertisement reflects the women molestation in family and society in Bangladesh. Underneath is the description and analysis of those advertisements:

On the occasion of International Women's Day on March 8, Ashutosh Sujan produced an advert to protest the torture and discrimination of women. After its release online, the commercial started taking the internet by storm. From small-screen star Niloy Alamgir to promising model-actress Sporshia, many celebrities shared the commercial featuring a young woman in respective Facebook profiles. The advert garnered praise through Facebook comments by many such stars. Now, the advert has drawn the attention of the world media, who are analyzing and hailing it, according to a Bangla Tribune report published on Tuesday (Tribune Desk, 2017).

On April 5, The Indian Express, a leading Indian news agency, ran a special report on the commercial, while the New York Times published a special article on it eight days later, the report said.

Even Twitter, another popular social networking site, is flooded with growing admiration for the work, the report added.

Directed by Ashutosh Sujan, the key model in the advert is Shahnaj Sumi.

Ashutosh has said, “I am delighted that the commercial has gone viral across the world. Foreign media are analyzing the advert after it appeared online, which is good news for Bangladesh. But I do not deserve the success alone. Actually, Sun Communications gave me the task. Without their support and idea, it could not have been possible for me to make the commercial.”

The New York Times in a special supplement wrote that the commercial, lasting around two minutes, shows a young woman going to a hairdressing saloon to have her hair cut. Each time a female barber cuts her hair, the latter suggests it be cut “even shorter.” Finally, the customer says: “Cut my hair so short that nobody can grip it in their hand.”

The last dialogue, in essence catches the attention of the audience.

Sumi, the actress portraying the young woman, was first noticed in a dance show on a private TV station called Channel i. She became the talk of the town through the advert.

When contacted, she told, “This is the kind of advert which was not even aired on TV. It was produced only for online. And, we are getting immense response. After watching it, many filmmakers from India contacted me to work with them. A Kolkata-based movie director also talked to me. But I am not working with him. I am satisfied with the chatter taking place in the world media about the advert.” (Tribune Desk, 2017).

Representation of women has been used in advertising since ancient time. It may differentiate time to time. In Malaysia, the presentation of women in advertisement is restricted, if the product is not related to women. In Saudi Arabia, the presentation of women is completely prohibited there. Here in Bangladesh, in many advertisements’ women are presented in vulgar ways (Khan, 2017: 1410).

In western countries, there are advertising regulatory agencies or boards. But Bangladesh lacks this type of regulatory board. The broadcast policy in Bangladesh can be viewed as guidelines for the media and advertising industry. The broadcast policy is enclosed in chapter- 4 as ‘Advertising Oriented Regulations’. In 4.1 segments it features the usage of political and religious personalities in advertisements. In 4.2 it features the product, product quality and consumers rights preservation in advertisements. In the section 4.3 it features the instructions regarding the war of freedom of Bangladesh, language or culture. In 4.4 it portrays the women and child rights. (ibid.)

The researcher here has previously mentioned before that most of the time women are presented in Bangladeshi advertising in less important roles. With few exceptions, we can see the women in challenging roles; in Army recruitment TV Commercial, we see women’s participation in exciting roles with male.

We visualize their active training and service activities. Zooming in that advertisement, the ad showcased us the Bangladeshi women's active role in challenging professions.

Facebook advertising becomes very useful and effective media for the advertisement. Around 10 million people of Bangladesh are active users of Facebook.

On June 17, 2017 the renowned company 'Pran' published its advertising for its beverage brand 'Pran-Up' in Facebook. The ad has expressed the differentiation between our 'thought' and 'reality'. It showcased a teenage girl in tie and well attire which reflects someone's 'dream' or 'desire'. And another side, it presented a messy girl, by which the advertisers symbolize the 'reality'. Most of the Facebook users reacted negatively for this advertisement. However, the company withdraws this ad at last (Hasan, August 2, 2017).

Elina Khan, the Bangladeshi human right activist thinks that the advertisers defamed the images of Bangladeshi women through this controversial advertisement. She told, "A girl, if her complexion is dark, it is from her birth. It should not be represented in ugly genre." She continued, "Women are progressing with male equally. In some cases, they are representing the country globally." (Interview: August, 2017) (Mehedy, August 2, 2017).

Elina Khan also added, "Bangladeshi women are not ugly or bad looking. The company Pran should rectify these advertisements. If they fail, we should go for massive campaign against them. Or we should boycott their products." (Interview: August, 2017) (Mehedy. August 2, 2017).

Writing about the social representation of women, the researcher has found that the advertising agencies or the advertisers made controversial ads where women were presented in less important roles. Maybe the reason behind is that most of the advertising agencies are run by the male dominated creative team. Perhaps, the creative people in the agency are not aware of the transmission law or advertising ethics.

8. Conclusion

From the above discussion, it can be said that in many cases, women are presented in traditional social roles in Bangladeshi advertising. Most of the time, they are presented as mother, daughter, sister and housewives. In few advertisements, we can see women as decision makers or in top corporate officials or entrepreneurs. This study in advertising shows us that women are presented as attractive but less intelligent than male in some advertisements. Women are objectifying in many ads but comparative to other South Asian countries like India or Sri Lanka, it is presented with less sensualizing way, may be to uphold the social and cultural value or norms in Bangladesh. Skin colors, especially fair skin models get preference in Bangladeshi advertisements. A number of advertisements portray that a dark-complexioned lady is unwanted and unhappy and after noticing and using a magical skin whitening cream all her dreams come true. In this article, we can see fair complexion is a definition of beauty in Bangladeshi advertisement perspective. Even we can see the presence of western models in some fashion advertising. At last, it can be said that there is a transmission policy in the country of Bangladesh as guidelines for the media and advertising industry but the creative people in Bangladeshi advertising agencies are not alert of advertising regulations or ethics.

In ad agency, most of the creative directors, art directors, copywriters and graphic designers are male and young. Therefore, the government agency or regulatory board should scrutinize more to protect the objectifying of women in advertisements. The social awareness can be grown by the different social groups to create awareness in advertisements.

Writer: **Mohammad Ferdous Khan Shawon,** Assistant Professor Department of Graphic Design & Multimedia, Shanto-Mariam University of Creative Technology.

References :

Adnan, Shahid Md. January-June, 2015, "Regressive or Progressive Apparatus? Representation of Women in Billboard and Print Advertisements in Bangladesh", ASA University Review, Vol. 9 No.1: 181.

Ahmed, Mushtaq. 2002. Bangladesher Telivisioner Prime-time Biggyapone Narir Rupayon, Gonomaddhom o Jonosomaj. Dhaka: Shrabon Prokashoni.

Alam, Mohammad Shah. Thursday, 21 August 2014. "Bijjapone Naitikota, Naitokatay Bijjapon", (http://www.ti-bangladesh.org/blog/beta/index.php/en/blog/99--20ty Press: 90-110. Accessed on March 5, 2016.

Andreouli, Eleni. 2016. (http://www2.open.ac.uk/openlearn/CHIPs/data/accessibility/nodes/336.html) Accessed on August 3, 2017.

Barrett, M. and Phillips, A. 1992. Destabilizing Theory: Contemporary Feminine Debates, Cambridge: Polity Press.

Bordo, S. 1997. "The Body and Reproduction of Feminity", in K Conboy, , N Median and S Stanbury (Edited), Body: Female Embodiment and Feminist Theory, New York: Columbia University Press: 90-110.

Brooks, Ann, 1997. Postfeminisms: Feminism, Cultural Theory and Cultural Forms. NY: Routledge.

BTRC. 2017. (http://www.btrc.gov.bd/content/mobile-phone-subscribers-bangla, New York, Norton. Retrieved on August 3, 2017.

Chua, Jasmin Malik. 2014. "American Apparel Stirs up Controversy with Made in Bangladesh Ad". (http://www.ecouterre.com/american-apparel-stirs-up-controversyctations, New York, Norton. Retrieved on June 1, 2017.

Dhaka Tribune. April 19, 2017.

(http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2017/04/19/watch-ba/) Accessed on July 26, 2017.

Hasan, Mehedy. August 2, 2017. "Bangladeshi meyder heyo kore praner Biggyapon".

(https://www.priyo.com/articles/advertisement-of-pran-20170802) Accessed on August 3, 2017.

Kaplan, E.A. 1983. Women and Film, New York: London: Routledge.

Kenneth E Clow and Donald E Baack. 2015, Integrated Advertising, Promotion and Marketing Communications. India: Pearson.

Kilbourne, Jean, November 2, 2000. Can't Buy My Love: How Advertising Changes the Way We Think and Feel, Paperback.

Kilbourne, Jean, 1990. "Beauty……and the Beast of Advertising. Media & Values. Redesigning Women 49".

http://www.medialit.org/reading_room/article40.html Retrieved on March 4, 2010.

Lambiase, J. J., T. Reichert, S. E. Morgan, M.G. Cartsarphen, S.C. Zavoina (eds.), Sexual Rhetoric: Media Perspectives on Sexuality, Gender and Identity, Greenwood, Westport, CT.

Lasch, C. 1978, The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations, New York, Norton.

Maurice Patterson, Lisa O' Maley & Vicky Story. November 1, 2009. "Women in Advertising: Representation, Repercussions, Responses" Irish Marketing Review, Volume 20, ISSSN: 0790-7362.

Mausumi, Nilima, "Whitening Cream Advertisements and Its Negative Impact",(https://en.womenchapter.com/whitening-cream-advertisements-and-its-negative-impact-on-women/) Retrieved on March 5, 2015.

Otondrila, Orchi. 2014, Representation of Women in Electronic Visual Media: Bangladeshi Context, BRAC University, Department of English and Humanities.

Rowley, H. and Grosz, E.1990. "Psychoanalysis and Feminism", in S Gunew (ed.), Feminist Knowledge, Critique and Construct. London: Routledge.

Rumbo, J.D. 2002. "Consumer resistance in a world of advertising clutter: the case of adbusters", Psychology & Marketing, Vol. 19, No.2.
Safeen, "Representation of Women in Media-Part 1",

(https://safeen.wordpress.com/2008/11/16/representation-of-wome on March 29, 2017. retrieved from June 12, 2015.

Shams Ahmed, Hana. "Bangladesh - Media Marketing of Beauty & Female Stereotypes".
(http://www.violenceisnotourculture.org/content/bangladesh-medial-0f-wom/) Accessed on March 29, 2017. retrieved from March 6, 2015.

Shawon, Mohammad Ferdous Khan. 2017 "Artistic and Aesthetic Elements of Advertising in Bangladesh", International Journal of Scientific and Engineering Research, France/USA/India.

(https://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Artistic-and-Aesthetic-Elements-of-Advertising-in-Bangladesh.pdf) Retrieved on August 3, 2017.

Tennessee Journalist. 2010. "The Media Portrayal of Women".

(http://tnjn.com/2007/mar/20/515-the-media-portryal-0f-wom/) Accessed on March 29, 2017.

Impact of Mass Media on Expanding Rooftop Gardening in Dhaka City of Bangladesh

Kamruzzaman

Introduction

Now a days, people spending more leisure time on watching TV, listening radio or reading newspapers and magazines. The shows on the TV, news, feature on radio and the articles in the newspapers influence social decision process. This is shaping everyone perceptions for the world. The initiative of featuring rooftop farming on Television, Radio and newspaper was taken few years back. Rooftop farming is expanding throughout the country very fast. The practice of producing vegetables on green roofs has been gaining momentum in recent years as a method to facilitate agricultural sustainability in urban areas. Rooftop agriculture allows urban areas to become more sustainable in their resource utilization, and to assist the development of food security for local residents. Many people raised orchards to grow Kazi guava, lemon, capsicum and many others fruits, vegetables and flower on their rooftops. Rooftop farmer specially land lord or housewives used to find self-satisfaction by growing fruits and vegetables on rooftop gardens. The work was started initially very much out of passion. Later on, many TV programmes, social media and newspaper featured this news; it's become very popular even some people establish poultry farms on rooftops. Raising chicken on rooftops and balconies spread rapidly afterwards.

Many unemployed youths, housewives, even service-holders and businessmen started investing in farming. Those stories was published in different articles and TV programmes. As a result a huge expansion of rooftop farming followed countrywide. It's expanding also because people always prefer chemical-free organic vegetables and fruits. They can easily get organic and fresh food from rooftop gardening. Moreover, through the spread of greenery on the rooftop, these people are also contributing to creating a healthy environment in urban areas. People mostly encourage on rooftop farming by the influence of media. This study identify whether mass media encourage people? Are they providing information successfully? Finally whether mass media impact is significant or not?

Objectives

The mass media provides information and success stories of rooftop gardening that can promote it but whether it's sufficient or need more concentration it will identify from this study. The specific objectives are stated below:

i. to identify the current inspiration of the rooftop garden owner.
ii. to assess the mass media support which include government project support.
iii. to assess the other support needs for improving/extending rooftops garden.
iv. to derive policy recommendations and strategies for rooftop gardening.

Literature Review

There are many factors that determine what will be transmitted and how it will be treated. Rooftop gardening of the media approach facilitates to explore media contents from a different perspective, not everything eligible to be mass media content actually gets into the media. Some critics suggest that journalists consciously bias their news reports in line with their personal attitudes (Gieber, 1964).

With respect to the news production, one striking feature is the great reliance of journalists on a limited, official and otherwise legitimized source through a network of contacts and procedures. Rooftop gardening is a micro level initiative by the urban people. Most research on effects from individual rather than society at large; in other words micro-level effect studies are overshadowed while macro level studies dominate the literature. There is a fundamental contradiction between the natures of the peace process and news values, the media often play a destructive role in attempts at making peace (Wolfsfeld, 2004). Those who run the media tend to favor four values: immediacy, drama, simplicity and ethnocentrism. These values make it difficult to use the media for peace. Agricultural data, information and knowledge generated by the farmers themselves by interacting with fellow farmers influence agricultural productivity on rooftop garden in various ways. It can help farmers take the right decision about the land, labour, variety, fertilizer, capital and management. Roper (1975) as quoted by Mark (1982) in his research concluded that people usually got most of the news about what is going on in the world from T.V, 65 percent replied T.V and only 47 percent said newspapers. Gans (1980), Gitlin (2003) and Shoemaker and Reese (1991) have suggested five broad hypotheses to address varied influences on production end. From media content one may infer many of the influences that shaped it. The research proves that journalist's worldviews, their perceptions of social reality may influence their work (Shoemaker & Reese, 1991). News as a product, consciously or unconsciously carries influences exerted at various levels.

Chaffee & Berger (1997) found that news stories are more influenced by reporters' personal opinions as compared to the editors and readers. Personalization means individuals are more focused in news stories when reporting on large scale social concerns. Fragmentation is the outcome of competition and increased commercialization of disconnected, brief capsule summaries. Roof garden is still in fragmentation or personalization level which one is discussed in various studies. The media have shown evidence for easier access to agricultural development to the standard livelihood of farmers (Roy et al., 2003). The mass media like radio or TV stimulate participation and enhance the value of productivity of roof garden, internet driven social media as well as newspaper, impact on agricultural production in Bangladesh. Technologies composed of ICTs are the blessing to agriculture as they provide the gardeners with data, information and knowledge with which they can empower themselves with modern agricultural technology and act accordingly for increasing the production of higher value crops, reduction in expenses of production, less use of pesticides for vegetables on their farms. As mentioned, it is now proved that the use of ICT has become increasingly integrated to address the rooftop gardeners information need in all over the world (Islam & Islam, 2008), the ICTs have transferred most important information about agriculture in developed countries. The developing countries, which are now being connected with developed nations with the connectivity and are now able to get the access to the latest information and technologies regarding weather, natural resources and other related information (Rao, 2007). As Mannan and Bose (1998) rightly maintained that the ICTs have a key role in Agri-food sectors to provide a fast information and knowledge about agriculture through all over the world.

Despite the expanding literature on agriculture extension, there remains an inadequate understanding of a number of issues related to the mass media contribution to roof garden expansion, most of them tried to establish a relation on indicators like media working nature or advantages of roof garden. All the previous research suggested how these relationships is correlated without discussing problems and solutions but in this study researcher enthusiastic on how media could be productive tool for rooftop garden development of Bangladesh, here this is poles apart from other studies. This qualitative study add value to existing research stocks; put emphasis on the opinion of the stakeholders about the opportunities of roof garden especially what are the challenges for roof garden in Bangladesh and their reasonable solutions.

Methodology of the study

Research methodology is a process of collecting, analyzing and interpreting information to answer questions. But to qualify as research, the process must have certain characteristics: it must be controlled, rigorous, systematic, valid and verifiable, empirical and critical. There are different types of methodologies used in different type of research. Research methodologies can be quantitative or qualitative, this study adopted the qualitative approaches because; it is more appropriate to explore the nature of a problem, issue or phenomenon without quantifying it. A qualitative approach is based on the need to understand human and social interaction from the actor's point of view (Maxwell, 1998:49). On the other hand quantitative approach is basically structured approach to inquiry everything that forms the research process, it is more appropriate to determine the extent of a problem, issue or phenomenon by quantifying the variation. e.g. how many people have a particular problem?

This study is going to explore the impact of mass media on rooftop garden and the challenges face by the gardener, lastly what are the suggestion to overcome those challenges.

Research Question

Research question express whatever the research is and explain as a puzzle is that it focuses researcher mind, and finally this is the backbone of research design. The term research question is preferable here because qualitative approaches usually entails formulating questions to be explored and developed in the research process, rather than hypothesis to be tasted by or against empirical research (Mason 2002). A research question is one which the research is a design to address rather than, a question interviewer might ask the interviewee. Therefore, the researcher need to have done a great deal of thinking about the essence of research inquiry, in the sense of its ontology, its epistemology, and most importantly its intellectual puzzle, in order to be able to formulate research questions sensibly and coherently. For this study the research question is,

“Does mass media playing a vital role for expanding rooftop gardening in Dhaka city?

Sampling

To perform this research, a study area was needed that has a combination of middle class citizens as well as whom existence represent the rooftop garden practitioner. Mohammadpur area of Dhaka city have been chosen as from of this areas are densely populated and huge number of practitioner live in this area. The role of mass media in dissemination of garden information to the gardeners is crucial. Thus, the study was undertaken to determine the effectiveness of mass media in agricultural technology transfer to rooftop gardeners of Dhaka city.

The study also identifies the influential factors affecting the effectiveness of mass media in technology transfer to the gardeners of Mohammadpur area. In randomly selected 20 (Twenty) households, were selected of the location for the study. The respondents of this research do gardening for their pleasure.

Respondent's usually involved in following selected mass media like Radio, Television, Newspaper, Magazine and Leaflets.

Data Collection

Data was collected in both primary and secondary sources. After the participants were selected, an appointment was made with each of these participants for interviewing them. They were briefed on the objective of the research, and their right and their written consent was obtained. Interviews were conducted using a prepared semi structured questionnaires which included open-ended questions which allow the participant to give their own opinion, view, beliefs and other information freely. The question were also clarified if they were misunderstood (Brink 1996), and an audio recording has made of all interviews through a digital recorder in this studies (Polit et al 2001). The empirical data were collected through face to face interview by using a pre-tested structured questionnaire during the period of 14 April to 15 June, 2019. Several secondary sources of data such as journal, article, report and official data supplement and enrich the data compilation.

This study uses three methods for data collection and makes triangulation for perfect validation of collected data, these methods are:

(a) In depth interviewing.
(b) Focus group discussion
(c) Analyzing documents and culture.

Analysis of Above Research Question, Data, Theory and Literature

The data underlying of this study, analysis the impact of mass media to rooftop gardener is drawn from a qualitative interview of 20 participants at Mohammadpur area in Dhaka city. Overall extent of selected mass media used by the gardeners has been analyzed and the finding indicated that nearly almost all gardeners (19 of 20) had no use of radio whereas similar trend shows in case of magazine, poster and leaflets. But, Television was the popular mass media to the significant number of gardeners (20 of 20) have been using in receiving agricultural information. Television is audiovisual media, available, relatively cheaper and easily understandable of the programs especially agriculture programs that have been broadcasting were maybe the reason of popular media. Similar finding was found by the Prathap and Ponnusamy (2006); Age et al. (2012). The similar studies were conducted by the Njoku (2016) and Mirani (2013) while radio, television etc are played an important role in technology transfer.

The popular media personal Mr. Saikh Siraj of channel I, is the most popular agricultural program producer and anchor of program “chhad krishi”, while every participant like to watch this program. Bangladesh Television (BTV) broadcast “Mati O Manush” along with some other program of “channel i”, “Sujola sufola” of ATN news, “shamol bangla” of Bangla vision, “Krishi O Jiban” of Baishakhi, “Shobuz Bangla” at GTV and Dipto krishi at Dipto TV encourage people for gardening as well as to invest in this sector. One gardener used to read an agricultural monthly magazine named “krishi kotha” which indicate the monthly preparation, seasonal preparation as well as pesticide and fertilizer uses instruction. All 20 gardeners are enthusiastic to read

rooftop farming related news and reports in newspaper. Bangladesh Betar Dhaka centre broadcast agricultural program “Desh amar Mati Amar”, in every day, the participants are not listening this program but 14 gardeners have personal car they used to listen FM Radio, they are willing to have some program on FM radio about rooftop garden. Gardeners stated that though TV programs of all channels are popular but this is not sufficient, these channels usually broadcast the success story but never broadcast which season is for which vegetables or fruits and the process of caring the garden. Synchronize with main stream media; social media playing a vital role regarding Rooftop farming answered by all participants. The gardeners answered that, they everyone is the member of some “Facebook Group” named “chadkrishi” each group contain 3 to 4 thousand members and these group provide various information, problems, solution and many more. One participant complains that a lot of cooking programs is ongoing in every channel but agricultural/ gardening does not get that much of attention. According to the realization of gardeners the effectiveness of mass media, they encourage people to become enthusiastic about invest and work in rooftop garden. They also explain, if they computed in order to determine the contribution of effectiveness of mass media: Regarding technology transfer, contribution to the environment, utilization of greenery, the organic value of food quality, nutritious involvement, physical exercise, mental refreshment and many other factors involve in rooftop gardening but mass media only concentrate on some success story which is not sufficient. Gardeners also complain about the government contribution.

According to objective (ii), researcher search for government contribution and come to know that a government pilot project already taken named “Nagar krishi utpadon sahayok pilot prokolpo” which is working on rooftop garden.

The monitoring officer of that project stated that It’s a three years project to help that type of gardeners who have own house in city area, they provide training, seeds, plants, fertilizer, tub and the process of rain water harvesting. They also have a social media facebook page name “Nagar krishi”. As this is a pilot project, they connect only few people (the selection criterion is ambiguous) as a result the common gardeners do not get the benefit. This researcher talked to the Projet Director (PD) of rooftop garden, they answered the project personnel are trying and acknowledge the importance of rooftop garden and hope to enhance their activity in the future.

Utilization of Rooftop Garden

Rooftop garden plays an important role in the mental well-being of the gardeners as well as in amelioration of the physical environment. The production of fresh fruits and vegetables of the rooftop garden can increase nutritional status of household members of the urban citizens and it will make a positive contribution to the environment.

Rooftop gardening has also a promising potential as small scale business that can accelerate additional family income. Nevertheless, it may generate some employment facilities through its backward and forward linkages. The production of fresh fruits and vegetables of the rooftop garden can be increased nutritional status of household members of the urban citizens and it will make a positive contribution to the environment.

Sajjaduzzaman (2005) reported that the major purpose of roof gardening are passing leisure time (100%), creating aesthetic values (100%), contributing in environmental amelioration (45%) and financial gain being a very minor concern (4% only) in Dhaka Metropolitan city of Bangladesh. On the other hand, Rumana Rashid et. al., (2010) described the economic and social benefit of roof top gardening including fresh food supply for urban residents, converts the hard surface into soft green surface, energy saving etc. Many researches that demonstrate that there are many aspects of outdoor environments and green spaces those are attractive to people, regardless of age (Ward Thompsoil, 2007). Rooftop gardens could provide more than value of Tk.12,000 per year by vegetables production, satisfying 77 % of the urban inhabitants' requirements (Orsini et. al., 2014). Beyond the benefits associated with food production and the natural environment, community gardening is claimed to improve human well-being (Okvat and Zautra 2011). Together with the urbanization process, there has been a trend in the quest for the green experience: throughout history, both gardening and more passive forms of contact with nature (e.g. taking a walk in a garden) have been recognized as having mental health benefits (Davis 1998). Although limited scientific reports are available to date on the therapeutic role of rooftop gardening, the gardening-related benefits in reducing psychological disorders e.g. against dementia (Simons et al. 2006), enabling stress recovery (Kingsley et al. 2009), or fostering cardiac rehabilitation (Wichrowski et al. 2005) are well known. According to the study benefits of rooftop gardening are described below:

1. Increase Air Quality: Extensive planting within cities is now widely recognized as a means of improving air quality.

Therefore, green roofs contribute to the reduction of a number of polluting air particles and compounds not only through the plants themselves, but also by deposition in the growing medium itself.

2. Increase Biodiversity and Wildlife: Green roofs are intrinsically of greater benefit to biodiversity than more traditional roofing methods. Many green roof manufacturers promote green roofs as benefiting wildlife, but with little evidence to demonstrate this. Of course 'off the shelf' green roof systems need to be designed to meet specific local biodiversity conservation objectives and produce more essentials of family needs.

3. Energy Conservation improved thermal performance: Green roof systems are recognized as providing greater thermal performance and roof insulation for the buildings they are laid on. This can vary depending on the time of the year, and the amount of water held within the system.

4. Green space: The value of green spaces to people living and working in towns and cities has increasingly been recognized by Government. Government has subsequently launched a raft of new policies, initiatives and funding to promote the good design and management of green spaces.

5. Health: There is a growing body of evidence that the visual and physical contact with natural greenery provides a range of benefits to people. These include both mental benefits (such as reduction of stress) and physical benefits (including the provision of cleaner air). Access to green space can bring about direct reductions in a person's heart rate and blood-pressure, and can aid general well-being.

6. Urban Heat Island Effect [albedo effect: The urban heat island effect is the difference in temperature between urban areas and the surrounding countryside. In large cities this can as much difference between the city center and the rural environs. Dhaka city has large areas of hard reflective surfaces. This is referred to as the albedo effect. These surfaces absorb solar radiation and reflect this heat back into the atmosphere. Any reduction in this effect can have a positive effect on smog and airborne particles in the atmosphere. Roof areas are a significant part of urban hard surfaces. Plants on green surfaces absorb heat and then use it through evapotranspiration. Green roofs therefore would play an important role in reducing urban temperatures, and subsequent improvements in air pollution/smog, as associated with the albedo effect.

7. Noise and sound Insulation: The combination of soil, plants and trapped layers of air within green roof systems can act as a sound insulation barrier. Sound waves are absorbed, reflected or deflected. The growing medium tends to block lower sound frequencies whilst the plants block higher frequencies. The amount of sound insulation is dependent on the system used and the substrate depth. A green roof with a 12 cm substrate layer can reduce sound by 40dB and one of 20 cm by 46-50dB.

8. Recycled Materials: A number of materials used in green roofs are from recycled sources, such as the membranes and growing mediums, such as crushed porous brick, which is used by some suppliers. Rooftop garden also use green fertilizer which is produce by household residuals of vegetables and used tea-leaf etc.

9. Storm Water Amelioration: Green roofs store rainwater in the plants and growing mediums and evaporate water into the atmosphere.

The amount of water that is stored on a green roof and evaporated back is dependent on the growing medium, its depth and the type of plants used. In summer green roofs can retain 70-80% of rainfall and in winter they retain between 25-40%.

On environment

Dhaka is recognized as one of the vulnerable city has exceeded its carrying capacity. Urban ecology is the direct victim of the diminishing greens contributing to some extent towards global warming. In Bangladesh, due to migration from rural area to urban area populations in the cities are increasing rapidly thus the numbers of low-income consumers are also increasing in cities. Urban agriculture can provide city-dwellers with a source of fresh produce, improved diet and important household budgetary savings. Vegetated surfaces provide fresh oxygen, reduce carbon dioxide, reduce heat, noise and often employed people for increase their physical, mental and financial potential in urban settings.

Challenges

Though there are numerous benefits of rooftop farming, rooftop gardeners are facing several challenges too. Mass media encourage a lot, but the information is not sufficient. Gardener stated that mass media encourage people for rooftop gardening but there is still some specific challenges which should address by the media to bring attention of the concern. The government role to protect the environment and manage nutrition through rooftop garden, the season and crops concerned direction was almost absent in mass media. Like Slope of the roof, load bearing capacity of the building and roof etc are important considerations. Roof weight can increase by as much as 30–950 kg per square meter for roof gardens depending on depth of soil, when saturated by heavy rain.

Most roofs need strengthening to take such weight. Keeping the soils healthy and productive may also be challenging as rooftop structural soils are different from ground-bed soils. High winds and high temperatures are often a problem; windbreaks and heat-tolerant crops have to be deployed in the rooftop environment. Pesticide use in densely populated areas can be a problem and many rooftop gardeners go with organic farming for this reason. Sometime, maintenance may be costly; city residents do not have training in agriculture. Starting gardening without proper training may lead to frustrating outcomes, which might result in unwillingness of the people in initiating new projects. Most of the practitioners even demand for the checklist where point out fruits or vegetable is for which season and their cultivation procedures. Majority of the gardeners considered the mass media as low effective to technology transfer.

Conclusion and Recommendations

As the majority of the gardeners consider that the mass media impact low to technology transfer. So necessary interventions are important for rooftop gardener, such as campaign on mass media, awareness building, incentives for mass media user, training etc should take initiatives by the government as well as non-government agencies to increases the effectiveness of the mass media. Television was the popular mass media as perceived by the gardeners among other selected mass media. Therefore, most of the cases information should transfer to gardeners through this media. Social media facebook is very popular in Dhaka city; gardeners are member of such facebook groups so social media can contribute with main stream media.

Government pilot project “Nagar krishi utpadon sahayok pilot prokolpo” which is working on rooftop garden should come in full phase project for specific area with particular plan for all city area. All those informations should inform through TV and newspaper to reduce ambiguity of selecting participant. More projects can take part from climate change fund from forest environment and climate change ministry as rooftop garden make positive impact on environment. So, it is important to look at the structural composition of the building and retrofit them accordingly or design of the new building should consider it from the very beginning. Rajuk, Department of architecture, cantonment board never ask the building owner about rooftop garden during the approval process of any new building. Some fiscal facilities should introduce by the City Corporation (i.e. reduce city tax instead of greenery in rooftop) and Finance Ministry (National Board of Revenue can make tax weaver for producing certain amount of urban agricultural product with proper document). Therefore, policymakers should consider this while taking the policy to make the mass media effective in rooftop gardener’s development arena. Mass media can take more programs like cultivation process, problem and solution, rooftop design and many others. If government and mass media work together the impact of mass media will be tremendous on rooftop garden.

Writer: **Kamruzzaman,** Deputy Secretary, Ministry of Defence Gonobhaban Complex, Sher E Bangla Nagar, Dhaka-1207.

References :

Age A, C Obinne and T Demenon, 2012. Communication for sustainable rural and agricultural development in Benue State, Nigeria. Sustainable Agriculture Research, 1: 118-129.

Amin M, Sugiyanto, K Sukesi and Ismadi 2013. The effectiveness of cyber-extension-based information technology to support agricultural activities in Kabupaten Donggala, Central Sulawesi Province, Indonesia. International Journal of Asian Social science, 3: 882-889.

Ani A, UC Undiandeye and DA Anogie, 1997. The Role of Mass Media in Agricultural Information in Nigeria. Educational Forum, 3: 80-85.

Asaduzzaman M, 2011. ``E-governance initiatives in Bangladesh: Some observations". Nepalese Journal of Public Policy and Governance, 29: 42-54.

Asif MAS, 2016. Use of mobile phone by the farmers in receiving information on vegetables cultivation, Unpublished MS Thesis, Department of Agricultural Extension Education, Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202.

Boyd-Barrett, J. O. (1977). Media imperialism: Towards an international framework for an analysis of media systems. In J. Curran, M. Gurevitch and J. Woollacott (Eds.), Mass communication andsociety. London: Edward Arnold Hodder Headline Group. p. 116-135.

Boyd-Barrett, J.O. and Thussu, D.K. (1993). NWICO strategies and media imperialism: The case of regional news exchange. In K. Nordenstreng and H. Schiller (Eds.), Beyond national sovereignty:International communication in the 1990s. Norwood, NJ: Ablex Publishing Corporation. pp. 177-192.

Chapman R and T Slaymaker 2002. ICTs and rural development: Review of the literature, Current interventions and opportunities for action. In: working paper 192, Overseas Development Institute.

London.n et al. Role of certain mass media in agricultural technology transfer to the farmers Cho KM and D Tobias, 2011. Assessing the requirements for electronically linking farmers with markets. Research pilot project report prepared for USAID. http://www.meas-extension.org/measoffers/pilot-projects.

Chaffee, M. & Berger, W. (1997). Setting the community agenda, In Journalism & Mass Communication Quarterly, 73 (1) (pp. 7-16). Ericson, R. V., Baranek, P. M. & Chan, J. B. L. (1987).Visualizing deviance: a study of news organization. Toronto: University of Toronto Press.

FAO 2001. Reports of Food and Agricultural Organization of the United Nations. International Journal of Agriculture and Biology, 3: 222.

Freedom House. (1997). Freedom in the world: The annual survey of political rights and civil liberties. 1996-1997. Washington, DC: Freedom House.

Gans, H. (1980). Deciding what's news: A study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek, and Time. New York: Vintage Books.

Gieber, W. (1964). News is what newspapermen make it. In L.A. Dexter & D.M. White (Eds.), People, society and mass communication. London: Collien-MacMillan.

Gitlin, T. (2003).The whole world is watching: Mass media in making and unmaking of the new left. Berkley: University of California Press.

Hart, A. (1991). Understanding the media: A practical guide.New York: Routledge Herman, E. S. &McChesney, R. W. (1997). The global media, the new missionaries of capitalism, London: Cassell.

Islam, M.R. (ed.), 2004. Where Land Meets the Sea: A Profile of the Coastal Zone of Bangladesh, The University Press Limited Dhaka.

Gronlund A, 2010. Using ICT to combat corruption: tools, methods and results. In C. Strand (Ed.), increasing transparency and fighting corruption through ICT: empowering people and communities, pp. 7–26.

Hamm, M. W., & Bellows, A. C. (2003). Community food security and nutrition educators. Journal of Nutrition Education and Behavior, 35(1), 37–43.

Haq AZM, 2016. Farmers' education and farmers' wealth in Bangladesh. Turkish Journal of Agriculture: Food Science and Technology, 3: 787-792.

HIES, 2010. Household income and expenditure survey. Bangladesh bureau of statistic. Ministry of planning, Government of People's Republic of Bangladesh. Dhaka.

Ifenkwe GE and Ikpekaogu F, 2012. Noise mitigation for effective agricultural extension print message delivery and utilization. Journal of Agricultural Extension and Rural Development, 4: 51-56.

Kingsley, R. A., van Amsterdam, K., Kramer, N., and Bäumler, A. J. (2009). The shdA gene is restricted to serotypes of Salmonella enterica subspecies I and contributes to efficient and prolonged fecal shedding.

Majydyan R, 1996. Perception of the effectiveness of selected communication media used by the BAUEC farmers (unpublished MS thesis). Department of Agricultural Extension Education Bangladesh Agricultural University, Mymensingh-2202.

Mannan, S. M. and Bose, M. L. 1998. Resource sharing and information networking of libraries in Bangladesh: a study on user satisfaction. Malaysian Journal of Library & Information Science, 3(2): 67-86.

Mirani Z, 2013. Perception of farmers and extension and research personnel regarding use and effectiveness of sources of agricultural information in Sindh Province of Pakistan. The Journal of Community Informatics, 9: 1-8.

MARK, R. G. (1982): `Development and evaluation of a 2-lead ECG analysis program', Comput. Cardiol., pp. 39-44.

Mason, J.(2002) 'Qualitative Interviewing" 2nd ed. London; Sage Publication.

Maxwell. J.A. (1998) 'Designing a qualitative study', in L. Bickman& D.J. Rog (Eds.), Handbook of Applied Social Science Research Methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Njoku JIK, 2016. Effectiveness of radio-agricultural farmer programme in technology transfer among rural farmers in Imo State, Nigeria. Net Journal of Agricultural Science, 4: 22-28.

Okvat, H.A. and Zautra, A.J. Community gardening: a parsimonious path to individual, community and environmental resilience' American Journal of Community Psychology, 47, 374-387. 2011.

Orsini, F., Kahane, R., Nono-Womdim, R., & Gianquinto, G. (2013).Urban agriculture in the developing world. A review. Agronomy for sustainable Development, 33,695–720.

Sustainable Development, 33,695–720.

Osman SM, 2014. Farmers' use of ICT based media in receiving agricultural information (MS thesis). Department of Agricultural Extension Education, Bangladesh Agricultural University Mymensingh.

Polit, D.F., Beck, C.T., Hungler, B.P. (2001). Essentials of Nursing Research: Methods, Appraisal, and Utilisation 5th ed. Philadelphia: Lippincott.

Prathap PD and KA Ponnusamy, 2006. Effectiveness of four mass media channels on the knowledge gain of rural women. Journal of International Agricultural and Extension Education, 13: 73-81.

Rao N, 2007. A framework for implementing information and communication technologies in Agricultural development in India. Journal of Technological Forecasting and Social Change 74.

Rehman F, S Muhammad, I Ashraf and Hassan S, 2011. Factors affecting the effectiveness of print media in the dissemination of agricultural information. Sarhad Journal of Agriculture, 27: 119-124.

Roy, A., Solodovnikova, N., Nicholson, T., Antholine, W., and Walden, W. E. (2003). A novel eukaryotic factor for cytosolic Fe-S cluster assembly.

Sylvia B (2004). Voices for change. Rural women and communication. Communication for development group extension, Education and communication service. FAO, Rome.

Shuwa MI, L Shettima, BG Makinta, A Kyari, 2015. Impact of mass media on farmers agricultural production, case study of Borno State, Agricultural Development Programme, Academic Journal of Scientific Research, 3: 008-014.

Sharmin F, 2013. Use of communication media by the fish farmers in commercial fish culture, Master Robinson, M. J. & Sheehan, M. A. (1980). Over the wire and on TV: CBS and UPI in Campaign 80. New York: Sage Publications.

Shoemaker, Pamela J. & Stephen D. Reese. (1991). Mediating the Message: Theories of influences on mass media content
New York: Longman.

Tumber, H. &Prentoulis, M. (2003) Journalists under fire: subcultures, objectivity and emotional literacy. In D. K. Thussu and K. Thussu (Eds.).,War and the media: reporting conflict 24/7. London: Sage Publications.

Swanson B and R Rajalahti, 2010. Strengthening agricultural extension and advisory systems.

Sajjaduzzaman M, 2005. Site index for teak in forest plantations of Bangladesh.

Sheybani EJH and MR Soleimanpour, 2015. Factors affecting extension-education media.

Simons JS, Schölvinck ML, Gilbert SJ, Frith CD, Burgess PW (2006) Differential components of prospective memory?

Evidence from fMRI. Neuropsychologia 44:1388–1397
effectiveness in agriculture information transmission to farmers in Tehran Province. Journal of Scientific Research and Development, 2: 211-215.

Uddin KF, 2007. Use of mass media by the farmers in receiving agricultural information, MS thesis, department of agricultural extension & information system, Sher-E-Bangla Agricultural University, Dhaka.

Wichrowski M., Whiteson J., Haas F., Mola A., Rey M.J. Effects of horticultural therapy on mood and heart rate in patients participating in an inpatient cardiopulmonary rehabilitation program. J. Cardiopulm. Rehabil. Prev. 2005; 25:270–274.

Wolfsfeld, G. (2004). Media and the path to peace. New York: Cambridge University Press.